[illegible]

...খণ্ড—২য় সংখ্যা।

...মাসিক পত্র ও সমালোচন।

...জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় হইতে

...নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত।

	পৃষ্ঠা।
[illegible]	[illegible]
দেশীয় নাটককার ও নাট্যসমাজ	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	১৯
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৩২
[illegible]	৩৫
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

কলিকাতা।

... নং গোরাবাগান, ...

...সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮১।

পৌষ।

প্রতি খণ্ডের মূল্য — ।৫ আনা মাত্র।

ডারউয়িন।

(জাতি উৎপত্তি বিষয়ক প্রস্তাব)

জগৎ অসংখ্য জীবের বাসস্থান। এই অসংখ্য জীবের শরীরের গঠন প্রণালী, বা তাঁহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত যদ্যপি ভিন্নরূপ হইত, তাহা হইলে জাতি পদের কোন আবশ্যকতা থাকিত না। কতকগুলি প্রাণীর গঠন প্রণালী ও তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের সাদৃশ্য এতদূর নিকট, যে তাহাদিগকে আমরা এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া ঐ শ্রেণীকে এক নাম দিয়া ডাকিয়া থাকি; যথা —হস্তী। এই এক২ শ্রেণী এক২ জাতি। কিন্তু এই নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল জগতে জল, বায়ু ও খাদ্য দ্রব্যের নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে, এক জাতিভুক্ত প্রত্যেক বা সমস্ত জীবের অবয়বের কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ হইয়া থাকে, ক্রমশঃ অতি দীর্ঘ-কালে উহাদিগের সন্তান সন্ততিরা উহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের হইতে এত ভিন্ন হয়, যে সাধারণের পক্ষে উহারা এক বংশীয় বা এক জাতীয় কি না তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এস্থলে সাধারণ শব্দ উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, প্রাণীদিগের গঠন প্রণালী বা তাহা-দিগের অঙ্গ সকলের সাদৃশ্য দেখিয়া বৈজ্ঞানিকেরা যে জাতি নির্দ্দেশ করেন এমত নহে, তাঁহারা জীব দেহের আভ্যন্তরিক যন্ত্র ও অস্থি সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন; সুতরাং কোন প্রাণী কোন বংশ ও জাতি উদ্ভূত তাহা তাঁহাদিগেরই দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। এই চিত্রে যে পশুর (DINOTHERIUM GIGANTEUM) প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, উহা বর্ত্তমান সামুদ্রিক জল হস্তির (*Hippopotamus*) পূর্ব্ব পুরুষ, কিন্তু উভয়ের আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য যে কত অধিক কালে সংসাধিত হইয়াছে তাহা আমরা

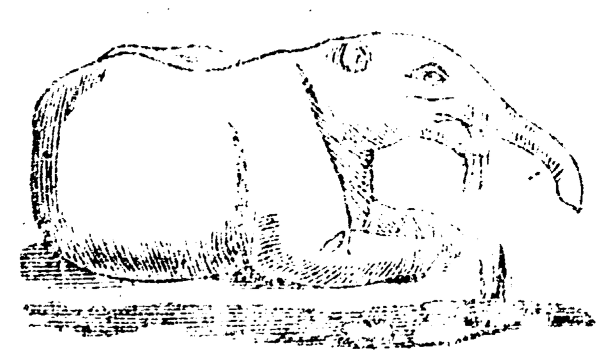

পরে প্রকাশ করিব। সংপ্রতি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে এই সামান্য গোলা পায়রা মনুষ্যদত্ত আহারের ও বা-নের প্রকৃতি অনুসারে সিরাজু লক্কা লোটন গৃহবাস প্রভৃতি মনোহর পারাবতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। স্বভাবতঃ এই রূপ পরিবর্ত্তন যে বহুযুগে সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহারই অনুসন্ধান পণ্ডিতবর ডারউরিনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

(ক্রমশঃ)

দেশীয় নাটককার ও ন্যাট্যসমাজ।

আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক সুসভ্য হইয়াছি ইহাই সকলে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। সুসভ্য জাতিদিগের যাহা২ আবশ্যক পূর্ব্বে সে সকলের সঙ্কুলান হইত না, এক্ষণে সেই সকল অভাব ক্রমে মোচন হইতেছে সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে আমরা অধিকতর সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা যতদূর স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি ততদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই বরং আমাদের সময় বিশেষে যে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় ভ্রম হয় তাহা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। সভ্যতার নিমিত্ত আমরা সময় বিশেষে আবার এরূপ প্রতারিত হইতেছি যে সভ্যতানুরোধে যে সকল বিষয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম সেই সকল বিষয়ই এক্ষণে দেশ হইতে উন্মূলিত করিবার জন্য যত্নবান হই। কিছু দিবস পূর্ব্বে আমাদের দেশে নাটকের কত আদর ছিল, আবার এক্ষণে সেই নাটকের জন্যেই আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে, যে আর্য্যকবিগণের লেখনী হইতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' 'মুদ্রারাক্ষস' 'বেণীসংহার' 'অনর্ঘ রাঘব' 'মৃচ্ছকটিক' 'মালতীমাধব' 'রত্নাবলী' 'বিক্রমোর্ব্বশী'

প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নাটক নাটিকা সকল প্রসুত হইয়াছে সেই আর্য্য সন্তানের দ্বারাই কি এক্ষণে 'জাহ্নবী বিলাস' 'মনোহারিণী' 'গীতিবালা' "যেমন কুকুর তেমনি মুগুর" 'তুই না অবলা' 'কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ' 'বলদ মহিমা "হাঁসি আসে কান্নাও পায" প্রভৃতি জঘন্য নাটক সকল রচিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্য সমাজ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে? পূর্ব্বে তাঁহারা আর্য্য নামের গৌরব বুঝিতেন সুতরাং সেই গৌরবোপযুক্ত কর্ম্ম করিতেই সদা সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। এক্ষণে আর্য্য নামের আর সে গৌরব নাই, সে স্পর্দ্ধা নাই সে আশাও নাই! কিন্তু তাই বলিয়া কি এই ভারত ভূমিতে সেই আর্য্যগণের বংশধর দ্বারাই ঐ প্রকার জঘন্য নাটক সকল রচিত হইয়া আর্য্য নামের কলঙ্ক করিতে হইবে? নাটক লেখা কি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য লোকেরই কার্য্য হইয়া উঠিবে? কালিদাস ভবভূতির অবর্ত্তমানে যে এই ভারতে নাটক রচনা উঠিয়া যাউক, এরূপ ও বলি না; যাহার ক্ষমতা আছে তিনি কেন লিখুন না। নীলদর্পণ, লীলাবতী, শর্ম্মিষ্ঠা, নয়শোরূপেয়া প্রভৃতি কি নাটক নামের অনুপযুক্ত! না ইহাদের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। যথন বঙ্গ সাহিত্যে এই সকল নাটক বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন আর হতভাগ্য বঙ্গভাষায় এরূপ নাটকের ছড়াছড়ি কেন? পরস্পরের কথোপকথন 'শিষকাক্ষরে' মুদ্রিত হইলেই নাটক লেখা হইল না। সংক্রামক জ্বরে দেশের লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে ইহা দেখিয়া নাটক লিখিলে দেশের উপকার হয় না—সমাজ সংস্কার করা হয় না। সংবাদ পত্রে বা লোক মুখে শুনিলাম অমুকদের বাটীতে অমুক ব্যক্তির সহিত এই প্রকার বিবাদ ঘটিয়াছে আমি অমনই সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিতে বসিলাম তাহাকে নাটক লেখা বলে না, তাহাতে সমাজের কুরীতি সকল সংশোধিত হয় না। কিছু দিবস পূর্ব্বে কোন সংবাদ পত্রে দৃষ্ট করিলাম যে "বিধবার দাঁতে মিশি" নামে একখানি দৃশ্য কাব্য প্রকাশ হইয়াছে, মনে করিলাম দৃশ্য কাব্যই বটে! দীনবন্ধু

বাবু পূর্ব্বে 'সধবার একাদশী' নামে একখানি প্রহসন করিয়া গিয়াছেন এ গ্রন্থকার 'বিধবার দাঁতে মিসি' দৃশ্য কাব্য না লিখিবেন কেন? 'দাঁতে মিসি' লেখক যে একজন যথার্থ সমাজ সংস্কারক তাহা আর সন্দেহ কি? আরও বোধ হয়, 'সধবার একাদশী' প্রণেতার অনুকরণ হইবে বলিয়া তিনি 'বিধবার দাঁতে মিসি' দৃশ্য কাব্য বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন কিন্তু তিনি সমাজের আর কোন চিত্রতো অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার এ নাটক লেখা কেন? সম্প্রতি বঙ্গদর্শন সম্পাদক কোন নাটক সমালোচনা করিতে২ বলিয়াছিলেন যে 'রোড শেষ নাটক' কি "ভয়ানক দুর্ভিক্ষ" নাটক প্রভৃতি নাটক এপর্য্যন্ত হয় নাই ভরসা করি শীঘ্র হইবে'। বাস্তবিকই তাহাই ঘটিয়াছে কোন মহাত্মারা ইতিমধ্যেই বঙ্কিম বাবুর প্রস্তাবিত নাটকের মধ্যে 'বলদ মহিমা' ও কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ' নাটক লিখিয়া ফেলিয়াছেন, গ্রন্থকারগণ যে একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি একখানি নাটক লিখিয়া এককালে কত কার্য্য, করিলেন তাহা বলাযায় না; একজন সম্পাদকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন, নিজে গ্রন্থকার হইলেন, পুস্তক প্রকাশ করিয়া হয়তো কিঞ্চিৎ পয়সাও রোজগার করিলেন—এতদ্ভিন্ন দেশে যে এক অতি শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া যথার্থ দেশহিতৈষিতার ও পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। ধন্য তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি! পাঠক মহাশয় দেখুন এক্ষণে এরূপ নাটক লেখক মহাত্মা দিগের সংখ্যা ক্রমশঃ কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। পরে ইহাদের দ্বারা আমাদিগের ভাষা ও সমাজ যে কিরূপ দুরাবস্থাপন্ন হইয়া উঠবে, তাহা এক্ষণে আমরা ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠতে পারিতেছি না। যাহা হউক এক্ষণে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া যথার্থ প্রস্তাবে বলিতে গেলে আমাদের দেখা উচিত, যে এই প্রকার নাটক প্রকাশে আমাদের কি২ ক্ষতি হইতেছে, এবং সেই২ ক্ষতি পুরণের অন্য কোন উপায় আছে কি না? এই দুই

প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলে প্রথমে দেখা উচিত যে অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় কতগুলি নাটক, প্রহসন ও ঐপ্রকার অন্যান্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই সেই২ পুস্তক গুলিকে তাহাদিগের মর্য্যাদানুসারে শ্রেণী বিভাগ করিতে পারিব; এবং তাহাদিগের দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে কতগুলি পাঠ্য ও কতগুলি অপাঠ্য তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিব পরে ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারিবে যে কোন গুলি দ্বারা আমাদের সমাজের বা ভাষার অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। ক্রমে সাহিত্য ভাণ্ডারের সেই আবর্জ্জনা গুলি একত্র করিয়া দেখিলেই অবগত হওয়া যাইবে যে কোন২ উপায়ে এই আবর্জ্জনা গুলি জমিয়াছে এবং কোন২ উপায় দ্বারাই বা পরে এই আবর্জ্জনা হইতে সাহিত্য ভাণ্ডারকে পরিস্কৃত রাখা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

—:-:—

বাঙ্গালি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাঙ্গালির এত দোষ বাহির হইল কিসে? ইংরাজের সহিত বাঙ্গালির তুলনা করাতে। তুলনা করা ভাল, যদি পক্ষপাত শূন্য হইয়া, উভয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া, তুলনা করা হয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে বিলাতি সব ভাল, দেশী সব মন্দ। সুতরাং ইংরাজ বাঙ্গালির প্রকৃতি ভেদ না করিয়াই আমরা বলি, এইটী ইংরাজের, অতএব অবশ্যই ভাল। এইটী বাঙ্গালির সুতরাং মন্দ। উহাদের আহার বিহার, পোসাক, রীতি, নীতি, পদ্ধতি সকলই ভাল. বাঙ্গালির কিছুই ভাল নহে। বাঙ্গালির কোন কার্য্যকে মন্দ বলিতে ইচ্ছা হইলে অমনই

সেই কার্য্যের সহিত, একজন ইংরাজের কার্য্য তুলনা করিয়া দেখান হয় যে বাঙ্গালির কার্য্য মন্দ। কিন্তু এরূপ তুলনা হইতেই পারে না। ইংরেজ বাঙ্গালির তুলনা আর ব্যাঘ্র সর্প তুলনা একরূপ। দুইটী প্রাণিমাত্র। এই তুলনা কতদূর সঙ্গত, তাহা ইংরেজ ও বাঙ্গালির প্রভেদ দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। তজ্জন্য উভয় জাতির দেশ স্বভাবাদিগত কতিপয় প্রভেদ নিম্নে দিলাম। এই সকল দেখিয়া কোন্ কারণে কোনটী বাঙ্গালির দোষ, আর কোন কারণে কোন্‌টী ইংরাজের গুণ, তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অনেকের স্বদেশের উপর যে ঘৃণা ও বৈরীভাব তাহা দূরীভূত হইতে পারে।

১। ইংলণ্ডে নয় মাস শীত, বঙ্গালায় নয় মাস গ্রীষ্ম।

২। ইংরাজেরা মল মুত্র ত্যাগ করিয়া কাগচ ব্যবহার করে, আমরা জল ব্যবহার করি।

৩। উহারা স্বাভাবিক জল ভালবাসে না, আমাদের জলই জীবন।

৪। উহারা সন্ধ্যার সময় দন্তাদি প্রক্ষালন করে, আমরা প্রত্যূষে তাহাই করি।

৫। উহাদের দুই প্রহরের বেলা পরিশ্রমের সময়, আমাদের দুই প্রহরের বেলা বিশ্রমের সময়।

৬। উহারা গৌরাঙ্গ, আমরা কৃষ্ণাঙ্গ।

৭। উহারা পেনটুলন হ্যাট পরে, আমরা ধুতি চাদর ব্যবহার করি।

৮। উহাদের নিত্য খোরাক মাংস আর রূটী, আমাদের নিত্য খোরাক ভাত আর দুধ।

৯। উহারা পান করে মদ, আমরা পান করি জল।

১০। উহাদের বিবাহের অগ্রে কোর্টসিপ হয়, আমাদের বিবাহের অগ্রে সম্বন্ধ স্থির হয়।

১১। উহারা তেইস বৎসরের কুমারী বিবাহ করে আমরা দশ বৎসরের বালিকা বিবাহ করি।

১২। উহারা অল্পভাষী, অহংকারী, অপরের ঘৃণাকে মৃত্যু হইতে মন্দ বিবেচনা করে। আমরা বহুভাষী, অহংকারশূন্য, অপরের ঘৃণাকে তাচ্ছল্য করি।

১৩। উহারা বলবান, আমরা দুর্ব্বল।

১৪। উহারা উদ্ধত, তেজী; আমরা নম্র, শান্ত।

১৫। উহারা ব্যবসায়ী, আমরা কৃষী।

১৬। উহাদের বুদ্ধির ধার কুড়ালীর ধারের ন্যায়, আমাদের বুদ্ধির ধার ক্ষুরের ধারের মত।

১৭। উহারা স্বাধীনতাকে জীবন অপেক্ষা ভাল বাসে, আমরা জীবন অপেক্ষা কিছুই ভাল বাসি না।

১৮। উহারা সকলেই রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের সর্ব্বদা সংবাদ গ্রহণ করে, আমরা নিজের বিষয়ের সংবাদ ও সর্ব্বদা লই না।

১৯। উহারা পাউডার মাখে, আমরা তৈল মাখি।

২০। উহাদের কুমারীরা ভ্রূণহত্যা পাপে কলুষিতা, আমাদের বিধবারা ঐ পাপে দোষিতা।

২১। উহারা ব্যাভিচারিণীর স্বামীকে সাজা দেয়, আমরা ব্যাভিচারিণীকে সাজা দেই।

২২। উহারা শুক্লদন্ত ভাল বাসে, আমরা কৃষ্ণদন্ত ভাল বাসি।

২৩ উহাদের বিধবা বিবাহ প্রচলিত, আমাদের বিধবা বিবাহ মহা পাপ।

২৪। উহারা নৃত্য ভালবাসে, আমরা গীত ভাল বাসি।

২৫। উহারা বিপদজনক দুঃসাধ্য কার্য্য ভালবাসে, আমরা বিপদজনক দুঃসাধ্য কার্য্যকে ভয় করি।

২৬। উহারা চঞ্চল চরণা স্ত্রী ভাল বাসে, আমরা মরালগামিনীকে ভাল বাসি।

২৭। উহারা সুবর্ণ কুন্তল ভালবাসে, আমরা সুনীল কুন্তল ভালবাসি।

২৮। উহারা দীর্ঘাকৃতি স্ত্রীলোক ভালবাসে, আমরা খর্ব্বাকৃতি স্ত্রীলোক ভালবাসি।

ইত্যাদি ।

এখন দেখুন, আমাদের কি সকল রুচিই মন্দ? সকল কার্য্য মন্দ। আরও দেখুন, আমরা কি চেষ্টা করিলে ইংরাজ হইতে পারি? আমরা ইচ্ছা করিলে কি বাঙ্গলায় নয় মাস শীতঋতু রাখিতে পারি? আমরা কি মদকে জলের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারি। আমরা ইংরাজ জাতিকে, অনুকরণ করি সেই অনুকরণ কতদূর সঙ্গত ও সংভাব্য তাহাও দেখা উচিত।

(ক্রমশঃ)

শালিকের কথা।

পাঠক—মনে করিতে পারেন শালিকের কথা শুনিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে তাহা ক্রমে বলিতেছি।

প্রথমতঃ। আমরা বিবেচনা করি—এ জগতে আমরাই সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ। আমরা, আমাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, কার্য্য, কৌশল, দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা, ও বিজ্ঞতা প্রভৃতি মানবোচিত গুণ দৃষ্টে, অপরাপর জীব জন্তুকে ঘৃণা করি, তাচ্ছল্য করি, আমাদিগের অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে নিকৃষ্ট বিবেচনা করি। কিন্তু সেটী আমাদিগের সম্পূর্ণ ভ্রম। ভাল মন্দ তুলনাসাপেক্ষ। তুলনা না করিলে বিচার হয় না। বিচার না করিলে দুইটী বিষয়ের কোনটী ভাল কোনটী মন্দ তাহা বলা যাইতে পারে না। জগতে মিথ্যা আছে বলিয়া সত্যের আদর। মনুষ্যে অবস্থা, বিদ্যা, বুদ্ধি ভাল বলিবার পূর্ব্বে তাহাদের সহিত মনুষ্য ব্যতীত অপর কোন জন্তুর অবস্থাদির তুলনা করা উচিত। সুতরাং

কোন একটী জন্তুর অবস্থা বিলক্ষণ করিয়া না জানিলে মনুষ্যের অবস্থার সহিত সে অবস্থার তুলনা হইতে পারে না অতএব শালিকের কথা তাচ্ছল্য যোগ্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ। আমরা যদ্রূপ অন্যান্য জন্তু সম্বন্ধে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া থাকি তদ্রূপ আমাদিগের সম্বন্ধে অপর কোন জন্তু কিরূপ মত প্রকাশ করে তাহা জানিতে, বোধ হয়, সকলেরই কৌতুক জন্মিতে পারে। সুতরাং শালিকের কথা শ্রবণ যোগ্য।

তৃতীয়তঃ। জানাতে ক্ষতি নাই, যত জানা যায় ততই ভাল। কি ক্ষুদ্র কি মহৎ তাবৎ বস্তুই জ্ঞাতব্য। তবে শালিকের কথা হেয় কিসে? বালকেরাই বলিয়া থাকে ভুগোল জানায় ফল নাই, ক্ষেত্রতত্ত্ব জানিলে টাকা উপার্জ্জন হয় না সুতরাং জানিবার উপযুক্ত নয়। কিন্তু যাহাদের একটু জ্ঞান হইয়াছে তাহারা কি ভুগোল শিক্ষাকে বৃথা বিবেচনা করে? ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা কি অনর্থক ভাবে? কখনই নয়। অতএব শালিকের কথা শুনিবার যোগ্য।

চতুর্থতঃ। জ্ঞান দুই প্রকার, সাধারণ জ্ঞান আর বিশেষ জ্ঞান। প্রথমটী দ্বারা মোটামোটি বুঝি—দ্বিতীয়টী দ্বারা এক একটী করিয়া জানি। সুতরাং বিশেষ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। পুস্তকপাঠ প্রকৃত জ্ঞান নহে—প্রকৃতজ্ঞানলাভের সাহায্যকারী মাত্র। পুস্তকে যাহা পাঠ করা যায় তাহার সহিত স্বভাব পর্য্যালোচনা না করিলে জ্ঞান জন্মে না। পুস্তক পাঠে জানিলাম জগতে তেষট্টি ভূত আছে তাহাদের সংযোগবিয়োগে জড় জগতের তাবৎ বস্তু উৎপন্ন হইতেছে। ইটী সাধারণ জ্ঞান। ইহা জানাতে বিশেষ লাভ নাই। কিন্তু সেই তেষট্টি ভূত যখন প্রত্যক্ষে দেখি এবং তাহাদের সংবিয়োগযোগ কার্য্য প্রণালী সাক্ষাতে পর্য্যবেক্ষণকরি, তখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। কেহ২ বলিতে পারেন যখন ঐ সকল ভূতের বিশেষ বৃত্তান্ত পাঠ করি, তখন প্রকৃত জ্ঞান না হয় কেন? তাহার উত্তর এই—যদি

আমরা কোন বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিশেষের তালিকা দর্শন করিয়া সকল ছাত্রের নাম জানি – কিন্তু কাহার কি নাম, তাহা না জানি তাহাতে কি আমাদের কোন লাভ হয়? সে জ্ঞানের ফল কি? তদ্রূপ কেবল পুস্তক পাঠে কোন লাভ নাই। সুদ্ধ অনেক কথা বলিতে শিখা যায়। কার্য্যে কিছুই জানা যায় না। আমাদের শিক্ষা অনেকাংশেই সেই প্রকার। আমাদিগের জ্ঞান মৌখিক বা বাহ্যিক হইতেছে তাহাতে কার্য্যতঃ কোন লাভ দৃষ্ট হয় না।

তবে কি সাধারণ জ্ঞানে লাভ নাই? লাভ আছে, যদি সাধারণ জ্ঞান লাভে সন্তুষ্ট না থাকিয়া বিশেষ জ্ঞান অন্বেষণ করি কিম্বা অনেক বিশেষ জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের সাধারণত্ব বাহির করি। এক ঘরে অনেক বস্তু রাখিতে হইবে, সকল বস্তু গোলমালে রাখিলে অল্পই ধরে, কিন্তু সাজাইয়া রাখিলে বিস্তর বস্তু রাখা যায়। মনকে ঘর, বস্তুকে জ্ঞান, আর সাজানকে সাধারণত্ব বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি গৃহগত তাবৎ বস্তু স্বয়ং সাজায় তাহাকে প্রত্যেকটী জানিতে হয় আর ভবিষ্যতে কোন বিশেষ বস্তুর আবশ্যক হইলে সেটী কোথায় আছে, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বাহির করিতে পারে। যে ব্যক্তি অন্যের সাজান বস্তু দ্বারা নিজঘর সাজায় সে প্রথমে মুটের কার্য্য করে মাত্র। তাহার গৃহে কি আছে সে তাহা জানে না। সাধারণ জ্ঞান অনেক হইলে বলা যাইতে পারে আমরা অনেক জানি কিন্তু কিছুই জানি না। একব্যক্তি সমগ্র ভূগোল পাঠ করিয়াছে অপর কলিকাতার তাবৎ রাস্তা ঘাট অবগত আছে এক্ষণে কোনটী বিশেষ কার্য্যকারক? যে ব্যক্তি এই কলিকাতার প্রত্যেক আপিষ, আদালত, রাস্তা, ঘাট, গলি ও বিশেষ২ দ্রব্যের বিক্রয় স্থান অবগত আছেন, যে ইহার সকল অধিবাসীকেই জানে, আর তাহারা কি গতিকের লোক তাহা জ্ঞাত হইয়াছে, সে ব্যক্তি পুস্তক পাঠ না করিলেও যে একজন বিজ্ঞ লোক তাহার আর সন্দেহ নাই। সে রাজমন্ত্রীর যোগ্য পাত্র। তাহা হইতে কলি-

কাতাস্থ তাবৎ লোক প্রতি দিনে ও প্রতি ঘণ্টায় উপকৃত হইতে পারে। কথিত আছে একদিন উইলিয়ম পিট বাটীতে বসিয়া পুত্রের সহিত খেলা করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাহার একটী বন্ধু আসিয়া একটী লোকের নাম করিল, ঐ লোকের উপর তাহার বন্ধুর সন্দেহ হইয়াছিল। পিট তৎকালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। পিট তাহার কথা শুনিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং একখানি ছবি, বন্ধুর সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন এই কি সে ব্যক্তি? তাহার বন্ধু বলিলেন হাঁ ঐ বটে। পিট বলিলেন যে দিন এ ব্যক্তি এ সহরে পদার্পণ করিয়াছে সেই দিন হইতে আমি উহার সংবাদ রাখি। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে প্রকৃত জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা করিলে জগতস্থ তাবৎ বস্তু এক একটী করিয়া দেখিতে হয়। শালিকের কথা প্রকৃতি ছাড়া নহে সুতরাং ইহাদের বিষয় জানিলে উপকার আছেই আছে।

পঞ্চম। যে২ গুণ আমাদিগের প্রার্থনীয় তাহা জন্তু বিশেষের আছে সুতরাং তাহাদের হইতে ঐ ঐ গুণ শিক্ষা করা অতি উত্তম। আমি তোমাকে বলি, উদ্যোগী হও, কিন্তু নিজে আমি নিরোদ্যোগী সুতরাং আমার কথায় তোমার শ্রদ্ধা হয় না। বাক্যে ও কার্য্যে এক হওয়া অতি কঠিন, এমন কি কোন মনুষ্যে হইতে পারে কি না সন্দেহ। এমত স্থলে সিংহের ন্যায় উদ্যোগী হও একথা বড় শ্রদ্ধেয়। সিংহ কোন কালে নিরোদ্যোগী নহে। এইরূপ শালিক হইতে দুই একটী উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চাণক্য পণ্ডিত ও জন্তুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন; যথা—

"সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্‌শুণ স্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ। বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেচ্চ চত্বারি কুক্কুটাদপি।

সিংহ হইতে এক বিদ্যা বক হইতে এক। কুকুর হইতে ছয় বিদ্যা শিখিবেক। গর্দ্দভের কাছে শিখিবেক পাঁচ গুণ। কুক্কুটের কাছে চারি শিখিবে নিপুণ।" ইত্যাদি ৬৪—৭০। এ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া

দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় পণ্ডিতেরা পশু পক্ষির বৃতান্ত তাচ্ছল্য করিতেন না। অতএব শালিকের কথা নিতান্ত অপাঠ্য অজ্ঞাতব্য বা অশ্রদ্ধেয় নহে।

ইহাদের সমুদায় কথোপকথন দিতে হইলে অনেক সময় ও নষ্ট হয় এজন্য মূল ভাবটী ক্রমে লিখিব।

সন ১২৭৯। ৮ই বৈশাখ শুক্রবার। 'মনুষ্যের ন্যায় দুঃখী জন্তু এ জগতে নাই। ইহাদের সমুদায় কার্য্য ও সমুদায় জীবন দুঃখ পূর্ণ। ইহারা বাল্যকালে কিছু শিক্ষা করে কিন্তু কি শিক্ষা করে, বুঝা যায় না আমরা যখন বাল্যকালে, পিতা মাতার সহিত আহার অন্বেষণে যাইতাম তখন কি করে ফড়িঙ ধরিতে হয়, কি করে চাউল খুঁটিতে হয়, কি রূপে পোকা মারিতে হয় শিখিয়াছি। আমাদের সেই শিক্ষার ফল চিরকাল আছে। কিন্তু মনুষ্যের শিক্ষা তদ্রূপ নহে। উহারা বলে আমাদিগের সমুদায় শিক্ষার উদ্দেশ্য সুখ কিন্তু সে সুখ কোন কালেও পায় না, সুখ যে মনে তাহা উহারা জানে না; উহারা ভাবে সুখ কলায় বা কচুতে। শিখে কলা বা কচু কিন্তু তাতে ত সুখ নাই সুতরাং আবার শিক্ষা করে ছাই আর মাটী, এই রূপে চিরশিক্ষায় ও চিরদুঃখে কাল কাটায়।"

পাঠকমহাশয় দেখিবেন শালিকেরা আমাদিগের শিক্ষার গূঢ় উচ্চভাব ধারণা করিতে পারে না। আমাদিগের চিরশিক্ষা যে গৌরবের বিষয়, উহারা তাহা বুঝে না। আমাদিগের মন অনন্তকাল উন্নতি লাভ করিবে আমাদিগের জ্ঞানের শেষ নাই, আমাদিগের বুদ্ধিরও সীমা নাই, এগুলি মানবোচিত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম থাকাতেই মনুষ্যেরা অপর জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ।

তবে শালিকের কথা যে নিতান্ত মিথ্যা তাহাও নহে। বস্তুতঃ আমরা অনেক সময়, এরূপ বিষয় শিক্ষা করিয়া নষ্ট করি, যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন নাই, যাহাতে আমাদিগের প্রকৃত লাভ হয় না,

যাহাতে আমাদের উন্নতি ও হয় না। হেল্প্স সাহেব বলেন "আমরা অনর্থক পরিশ্রমে অনেক সময় নষ্ট করি আইন সম্বন্ধীয় তাবৎ কার্য্যেই আমাদের সময় নষ্ট, শান্তি নষ্ট, অবকাশ নষ্ট; আবার স্কুল কলেজ প্রভৃত সময় নষ্ট। পারলেমেন্ট ও ভিন্ন২ সভায় অনেক সময় নষ্ট। অপর পক্ষে বাটী নির্ম্মাণ, গৃহসজ্জা প্রস্তুত, অলংকার গঠন ইত্যাদির দ্বারা কেবল যে সময় নষ্ট, তাহা নহে, ইহা দ্বারা আমাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার হানি হয়। যে শিক্ষা দ্বারা স্বভাব হইতে আমাদিগের অভাব মোচন হয় তাহাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।'

এখন আমাদিগের দেশে কিসে শস্য বৃদ্ধি হয়, ঘৃত দুগ্ধ সস্তা হয়, লোকে নিত্যকর্ম্ম পায়, তাহার উপায় শিক্ষা যত উপকারী তত অন্য কোন শিক্ষাই নহে। পুস্তক পাঠ করিতে পারিলে বা দুই একটী অঙ্ক কসিতে পারিলে যে শিক্ষার শেষ হইল তাহা নহে আমরা যেরূপ শিক্ষা লাভ করি, তাহাতে মনুষ্যের সুখ সৌকার্য্য বৃদ্ধি করিতে পারি না। মিল্‌টন, বেকন, সেক্‌সপিয়ার, পড়িতে শিক্ষা করা অপেক্ষা নানাবিধ কল চালাইতে শিক্ষা করা, সাধারণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। শালিকের কথা প্রকৃত সত্য না হইলেও আমরা অধিকাংশই যে ছাই মাটী শিখি তাহা মিথ্যা নহে।

১২৭৯। ৫ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। 'মনুষ্যেরা আমাদিগের ন্যায় বাল্যকাল হইতে স্ত্রীপুরুষে একত্র থাকে না, উহাদের একটি আশ্চর্য্য প্রণালী আছে, তাহাকে উহারা বিবাহ বলে। এই বিবাহের পর উহারা একত্র থাকিতে অভ্যাস করে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, উহাদের প্রেম নাই। উহারা যে একত্র থাকে তাহা পরস্পরের ভাবের জন্য বা প্রেমের জন্য নয়, উহারা বড় স্বার্থপ্রিয়, কেবল লাভের জন্য পরস্পর একত্র থাকে। আমরা পরস্পর কিছুর জন্য কাহার উপর নির্ভর করি না তবু তুমি আমি একত্র থাকি। কেন? আমরা একত্র না থাকিলে বাঁচি না। উহাদের তদ্রূপ নয়। উহারা সা--ত দিন

পর্য্যন্ত একত্র না থাকিলেও মরিয়া যায় না কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চার্য্য! কি আশ্চার্য্য!! শুনিয়াছি উহারা নাকি ভয়ানক পাপী তাই টিট, ঈশ্বর) উহাদের সাজার জন্য উহাদিগকে সকল সুখের ভাব দিয়াছেন কিন্তু উহাদিগকে প্রকৃত কোন সুখ দেন নাই। আমরা যে কি ভাবে একত্র থাকি তাহা মনুষ্য জন্তুরা একটু বুঝিতেও পারে না।”

পাঠক মহাশয়! অনুরোধ করি একবার শালিকের প্রেম, পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। উহাদের কি মধুর ভাব, কি অকৃত্রিম প্রেম কি স্বার্থশূন্য মিলন। আখ্যায়িকা প্রভৃতি পুস্তকে যে সকল প্রেমের গল্প পাঠ করি তাহা মনকল্পিত, তবু শালিকের প্রেমের ন্যায় বিশুদ্ধ নহে। আমরা স্ত্রীলোকদিগকে হাজার স্বাধীনতা দেই, হাজার শিক্ষা দেই হাজার বাছিয়া২ বিবাহ করি, কিন্তু শালিকের ন্যায় প্রেম লাভ করিতে পারিব না—আমাদিগের পরস্পর সমান ভাব হইবে না! হয় স্ত্রী আমার বশীভূত হইবে, না হয় আমি স্ত্রীর বশীভূত হইব। হয় স্ত্রী আমার উপর কর্তৃত্ব করিবে না হয় আমি স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করিব কিন্তু কেহ কাহারও বশীভূত নয়, কেহ কাহার উপর নিভর করে না কেহ কাহার অধীন নহে অথবা প্রেমময়, স্নেহময় একত্র মধুর মিলন এরূপ শালিকপ্রেম আমাদিগের অদৃষ্টে কখনই ঘটিবে না। এক্ষণে অনেকে ইংরাজদিগের বিবাহ প্রণালী অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু তাহাদের কি শালিকের ন্যায় প্রেম? যদি কোন গুণে কাহাকে অনুকরণ করিতে হয়, তবে প্রেম বিষয়ে শালিককে অনুকরণ করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহা মনোকল্পিত নহে। ইহা প্রত্যক্ষ-প্রতিদিন-প্রতি-ঘন্টায় দ্রষ্টব্য। যদি কোন দম্পতীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে হয়, তখন কন্যাকে কালিদাসের ন্যায় 'অখণ্ডিতং প্রেমলভস্ব পত্যুঃ' বলিবনা বা পতির অদ্ধ "শরীর ভাজা" বলিয়া গাঢ়তর প্রেমের পরিচয় দিবনা, কেবল বলিব শালিকের ন্যায় প্রেমী হও।

আমরা অধীন কার?

আমাদিগের দুঃখ আমরাই জানি, যাহারা অনুমান করিয়া আমাদিগকে দুঃখী বা সুখী বলেন, তাঁহারা অনেক সময় অধিকাংশই এরূপ বিষয়ের জন্য আমাদিগকে দুঃখী বা সুখী বলেন, যাহাতে আমরা প্রকৃত পক্ষে দুঃখী বা সুখী নহি। আমাদিগের অধীনতানিবন্ধন দুঃখ, স্ত্রীলোকদিগের অবরোধজনিত দুঃখ মধ্যে২ শুনা যায়। কিন্তু বাস্তবিক, কি অধীনতায় আমরা দুঃখী, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করা সকলের কর্ত্তব্য।

অধীনতার কথা উঠিলেই অনেকেই বলিবেন, আমরা বিজাতীয় রাজার অধীন। ইহা শুনিতে যত ক্লেশকর বোধ হয় কার্য্যতঃ বাস্তবিক তত নহে, আমরা যে রাজার রাজ্যে বাস করি তিনি এরূপ স্বেচ্ছাচারী নন, যে এই অধীনতা জন্য আমাদিগকে প্রতিমাস প্রতিদিন প্রতিঘন্টা ক্লেশ পাইতে হয়; তবে কি আমরা অধীনতা ক্লেশ জানি না? জানি—সময় বিশেষে মাত্র।

আজ কাল যখনই আমরা কোন কার্য্যবশতঃ ইংরাজের সহিত একত্রিত হই তখনই এই অধীনতা নিবন্ধন ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকি ইংরাজ বাঙ্গালি এক রাস্তায় চলিলে বাঙ্গালি জানিতে পারেন যে তিনি অধীন, ইংরাজ বাঙ্গালি এক ঘরে যাইতে হইলে বাঙ্গালি জানেন যে তিনি অধীন। ইংরাজ বাঙ্গালি এক কর্ম্মের প্রার্থী হইলে বাঙ্গালি জানেন যে তিনি অধীন। ইংরাজ বাঙ্গালি এক মোকর্দ্দামায় লিপ্ত হইলে বাঙ্গালি জানেন যে তিনি অধীন। ইংরাজের নিকট বাঙ্গালির যাইতে হইলেও বাঙ্গালি জানেন যে তিনি অধীন! আর ইংরাজ বাঙ্গালি কলহ হইলে বাঙ্গালি প্রত্যেক ঘুসিতে জানিতে পারেন যে তিনি অধীন!!

কিন্তু সাধারণ পক্ষে ইংরাজ বাঙ্গালি প্রায় একত্রিত হয় না যাহাদের আবার নিয়ত দেখা হয়, তাহারা অভ্যাস বশতঃ এ অধীনতা ততোধিক মনে করে না। যাহাদের অদৃষ্টে মধ্যে২ ইংরাজ সংমিলন হয়

তাহারা এইটী বিলক্ষণ অবগত আছেন। এরূপ লোক অতি অল্প, সুতরাং ইরাজ বাঙ্গালির সংমিলনজনিত ক্লেশ অধিকাংশ লোকেই জানেন না।

যদি ইংরাজ বাঙ্গালি পরস্পর অন্তর থাকেন, তাহা হইলে (ধন্য মহারাণী ভিকটোরিয়া) বাঙ্গালিরা পরাধীনতা এক কালীন ভুলিয়া যায়। দেশ রক্ষা, সম্পত্তি রক্ষা, দেহ রক্ষা, দেশীয় শিল্প রক্ষা, মান রক্ষা প্রভৃতি সকল রক্ষার ভার বহু কালাবধি ভিন্ন জাতির উপর নির্ভর থাকাতে আমরা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গলা যে আমাদিগের দেশ, এই ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি যে আমাদিগের সম্পত্তি অধিক কি, এই দেহ যে আমার ইহা আর ভ্রমেও আমাদিগের মনে হয় না। যদি তুমি বল কৈ? আমিত ভুলি নাই। তুমি এতদ্বারা এই বল, যে তর্কে ভুল নাই; কিন্তু কার্য্যে ভুলিয়াছ। কেন? তাও বলি। কথায় বলে 'যার সুন্দর তারে, চলরে খাঁদি ঘরে,, যেটী আমার, সেটী মন্দ হইলেও আমার আদরের বস্তু বাঙ্গালা দেশ মন্দ, বাঙ্গালি মন্দ, হাজারবার হইলে ও যদি তোমার এই দেশ, তুমিই বাঙ্গালির এক জন, মনে থাকিত, তাহা হইলে যাহাতে বাঙ্গলার ভাল হয়, যাহাতে বাঙ্গালির ভাল হয় সে চিন্তা তোমার নিয়তই হইত। তাহা কি হয়? হয় না। কেন না তোমার মনে নাই। আবার বলি-তুমি বল এই ঘর বাড়ী, টাকা কড়ী, জিনীস পত্র সকলই তোমার। এটীও তোমার ভুল। কেননা যদি এ সকল তোমার হবে তাহা হইলে যাহাতে এই ঘর বাটী প্রভৃতি রক্ষা হয় তাহার চেষ্টা করিতে। যাহাতে চোরে চুরি না করে ডাকাতে ডাকাতি না করে তদ্বিষয়ে সর্ব্বথা সাবধান সতর্ক থাকিতে। তাহা কি থাক? সব পুলিসের উপর নির্ভর। যে বাটীতে দশ জন পুরুষ আছেন সে বাটীতে ও ডাকাতি হইলে, সকলে বলেন সেখানকার পোলিস কি করিতেছিল? কেহ বলেন না সে বাটীর দশটা পুরুষ কি করিতেছিল যেন বাঙ্গালির পুরুষ আর মেয়ে একই কথা। তবে এ বাড়ী ঘর তোমার হল কৈ?

তুমি বলিবে, ওসব আমার না হইলে হইতে পারে, দেহত আরাম তার আর সন্দেহ কি? আমি বলি—দেহও তোমার নয়। আমি দর্শন শাস্ত্রের তর্ক করিতেছি না, আত্মার সহিত দেহের কি প্রভেদ? আত্মার সহিত দেহের কি সম্বন্ধ, আমি কে, দেহই বা কি, আমার দেহ না দেহের আমি, এসব তর্কে আমার প্রয়োজন নাই। আমি মোটা মুটি বুঝি, তোমাকে মোটা মোটি বুঝাইয়া দি। প্রথম যাহা বলিয়াছি এখনও তাই বলি, যেটী তোমার, তাহাতে অবশ্যই তোমার বিশেষ যত্ন থাকিবে। যে কাপড়খানি পরিধান করিয়াছ, যদি কোন কারণ বশতঃ উহার কোন স্থান ছিন্ন হয় তাহা হইলে তোমার কি দুঃখ হয় না? যদি দেহ তোমার হইত, তাহা হইলে দেহের ক্ষতি হইলে অবশ্যই তুমি দুঃখিত হইতে। তাহা কি হও? দেহের কিসে ভাল হইবে তাহার চেষ্টা কি কর? বাঙ্গালির যদি দেহপ্রতি যত্ন থাকিত তাহা হইলে বাঙ্গালি মদ খায় কেন? অন্যান্য অত্যাচার করে কেন? যাহাতে শরীর দৃঢ় হয়, রোগশূন্য হয়, তাহার চেষ্টা করে না কেন? রোগে কি আমাদিগের অর্দ্ধেক জীবন কাড়িয়া লয় না, যদি বাঙ্গালা ত্যাগ করিলে, আমরা এ জীবন্মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাই তবে এক কালীন দশ হাজার বাঙ্গালি অপর দেশে বসবাস করিনা কেন? "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং" তাহা কি আমাদের মনে আছে? অতএব বাস্তবিক আমাদের দেশ নহে, আমাদের ঘর বাড়ী নয়, ঘরের তৈজসপত্রও আমাদের নয়, ছুরি কাঁচি, ছাতা, জুতা, কাপড়, ছুচ, আলপিন, দেশলাইটী পর্য্যন্ত আমাদের নয় ও শরীরও আমাদের নয়। এসকলি ইংরাজের। যদি এখনও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, আমি কি করিব তুমি কার্য্যে প্রমাণ দেখাও। ফল কথা যে গুলিনের নাম করা গেল, বস্তুতঃ তৎতদ্বিষয়ে আমরা অধীন হইলেও আমরা তজ্জনিত ক্লেশ অধিক ভোগ করি না। যে অধীনতা জন্য আমরা দিবা রাত্র ক্লেশ ভোগ করি তাহাই এখন বলিতেছি।

গ (ক্রমশঃ)

সূর্য্য।

সূর্য্য শুক্র বুধ পৃথিব্যাদি গ্রহগণের রাজা; অগ্নি, আলোক ও জীবগণের জীবন স্বরূপ, যে সকল কার্য্য ঐ সকল গ্রহে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, তৎসমুদায় জড় পদার্থের গতি মাত্র। কিন্তু প্রায় সমুদায় গতির মূল কারণ সূর্য্য। সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা বায়ু সঞ্চালিত হয়, সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত করিয়া মেঘোৎপাদন করে, বায়ুস্থিত তড়িতের সমভাব নষ্ট করিয়া বিদ্যুদগ্নি দ্বারা দিঙমণ্ডল চকিত করে, বৃক্ষগণ নিশ্বাস প্রশ্বাস করে, অর্থাৎ অম্লজান ত্যাগ করিয়া কারবণিক এসিড গ্রহণ করে, দ্রব্যাদির গঠন ক্রমিক পরিবর্ত্তন হয়, সাগরে প্রবাহ হয়, এবং দ্রব্যবিশেষের সংযোগে প্রস্তর, কয়লা আবির্ভূত হয়, ফল সকল প্রকার শক্তি আদৌ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, সর্ব্ব প্রকারের শক্তি আমরা সূর্য্য হইতেই প্রাপ্ত হই।

সূর্য্য না থাকিলে পৃথিবীতে কিছুই হইত না। পৃথিবী চিরকাল তুষারে আবৃত থাকিত। সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা পৃথিব্যাদি গ্রহগণ প্রায় মণ্ডলাকার পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ আকর্ষণী শক্তি বিলুপ্ত হইলে, গ্রহগণ মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ না করিয়া প্রত্যেকে এক একটী সরল রৈখিক পথ অবলম্বন পূর্ব্বক এক এক দিগে চিরকাল ধাবমান হইবে। পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তুর বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। সৌর জগতের এরূপ ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে, যে তাহা অনুমান করিয়াও স্থির করা যায় না।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে জগতের তাবৎ বস্তুর মধ্যে সূর্য্য আমাদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য। যে সূর্য্যের অবর্ত্তমানে আমরা—কেবল আমরা কেন—প্রত্যেক গ্রহের প্রত্যেক শ্রেণীর জীবগণ ক্ষণকাল মাত্র জীবিত থাকে কি না সন্দেহ, যে সূর্য্য সকল গতির, সকল শক্তির মূল, সেই সূর্য্য সংক্রান্ত বিষয় যতটুক জানা যায়, ততটুকই মঙ্গলের বিষয়। অতএব আমরা সূর্য্য বিষয়ক একটী দীর্ঘ প্রস্তাব

প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। যাহাতে সরল ভাষায় ভাব ব্যক্ত হয়, এবং সকলে অল্প শ্রমে সেই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিব। কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা বলিতে পারি না।

সূর্য্যের আয়তন কি? অর্থাৎ সূর্য্য কত বড়? সূর্য্যের গুরুত্বইবা কত? অর্থাৎ সূর্য্য কত ভারী এই দুইটী বিষয় জানিতে পারিলে সূর্য্য সম্বন্ধে আপাততঃ কিঞ্চিৎ জানা হয়। কিন্তু এই দুইটী স্থির করিবার পূর্ব্বে উহার দূরতা নির্ণয় করা অতীব প্রয়োজনীয়। সুতরাং আমরা তদ্বিষয় প্রথমেই লিখিতে বাধ্য হইলাম।

এপর্য্যন্ত উনিশ প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিয়া সূর্য্যের দূরতা নিরূপিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দুই তিনটী প্রণালী উৎকৃষ্ট অপর গুলি ভ্রমাত্মক। তদ্দ্বারা যে দূরতা স্থির হয় তাহাতে বিস্তর ভুল থাকে।

এই সকল প্রণালী অবগত হইবার পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত প্রক্রিয়াটী জানা আবশ্যক। যথা—

কোন সমকোণিক ত্রিভুজের একটী কোণ ও একটী ভুজ জানিতে পারিলে অপর কোণ ও বাহুদ্বয় সহজে নির্ণয় করা যায়।

ক খ গ একটী সমকোণিক ত্রিভুজ। এই ত্রিভুজের গ কোণটি ও একটী বাহু জানা থাকিলে, অপর খ কোণ ও অন্য দুই বাহু ত্রিকোণমিতি দ্বারা অনায়াসে পরিমাণ করা যায়। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে সূর্য্যের দূরতা স্থির করা যায়। সূর্য্য সম্বন্ধে এই প্রক্রিয়াটী যত ভ্রমশূন্য হয়, সূর্য্যের দূরতা স্থিরও তত নির্ভুল হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্য সম্বন্ধে এই প্রক্রিয়াটী ভ্রম শূন্য করিয়া সম্পন্ন করা যে অতি দুরূহ তাহা শীঘ্রই বোধগম্য হইবে। আমরা যে সমকোণিক ত্রিভুজ অবলম্বন করিলাম, উহার কোন একটী ভুজ, যেমন ক খ, যদি এক রূপ (Constant) থাকে আর গ কোণটী যদি ক্রমিক ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে তাহ হইলে খ গ ভুজ ক্রমান্বয় বৃদ্ধি হইবে। এক্ষণে গ কোণটী যত বৃহৎ

হয়, ততই ঐ কোণের পরিমাণ কার্য্য সুগম হইবার সম্ভাবনা। আর গ কোণটী যত ক্ষুদ্রতর হয় তাহার পরিমাণ কার্য্যও তত জটিল হইয়া থাকে। সুতরাং যেমন গ কোণটী বৃহৎ থাকিলে, তাহার পরিমাণ কার্য্য সহজ, আবার তাহাতে একটু ভুল থাকিলেও খ গ ভুজ পরিমাণে তত ভুল হয় না। অপর পক্ষে গ কোণটী ক্ষুদ্রতম হইলে যেমন পরিমাণ করা কঠিন, আবার তাহাতে একটু ভুল থাকিলে খ গ ভুজ পরিমাণে বিপুল ভুল হইয়া থাকে। সূর্য্য সম্বন্ধে গ কোণটী অতি ক্ষুদ্র সুতরাং নির্ভুল রূপে সূর্য্যের দূরতা প্রায় স্থির হয় না।

যবনেরা (গ্রীক দেশীয় লোক) পশ্চাৎ লিখিত তুইটী প্রণালী দ্বারা সূর্য্যের দূরতা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন।

প্রথম। প্রায় তুই হাজার বৎসর গত হইল সামস দ্বীপ নিবাসী আরিস্টারকস্ নিম্ন লিখিত প্রণালী অবলম্বণ করিয়া সূর্যের দূরতা স্থির করেন। প, পৃথিবীর কেন্দ্র। স, সূর্য্য; চ ছ চন্দ্রের মণ্ডলাকার পথ। যখন চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ মাত্র দৃষ্ট গোচর হয়, অপরার্দ্ধ ছায়া দ্বারা আবৃত থাকে, তৎকালে প চ স অর্থাৎ চ কোণটি সমকোণ হয়। এই মুহূর্ত্তে যদি চ প স অর্থাৎ প কোণটীর পরিমাণ স্থির হয়, তাহা হইলে প স, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা প্রথমোল্লিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা অনায়াসে জানা যাইতে পারে। যেহেতু প চ অর্থাৎ পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরতা পূর্ব্বেই স্থির করা হইয়াছে। এই দূরতা প্রায় তুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল, অর্থাৎ এক লক্ষ বিশ হাজার ক্রোশ।

এই গণনা দ্বারা আরিষ্টাকারস্ পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা পঞ্চাশ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ পচিশ লক্ষ ক্রোশ স্থির করেন। কিন্তু এই গণনাটী সম্পূর্ণ ভ্রান্তি মূলক। পঁচিশ লক্ষ ক্রোশ, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা না হইয়া প্রকৃত দূরতার $\frac{১}{১৯}$ অংশ মাত্র বলা যাইতে পারে। এই ভুলের কারণ. চন্দ্র কোন মুহূর্ত্তে প্রকৃত অর্দ্ধ জোতিষ্মান

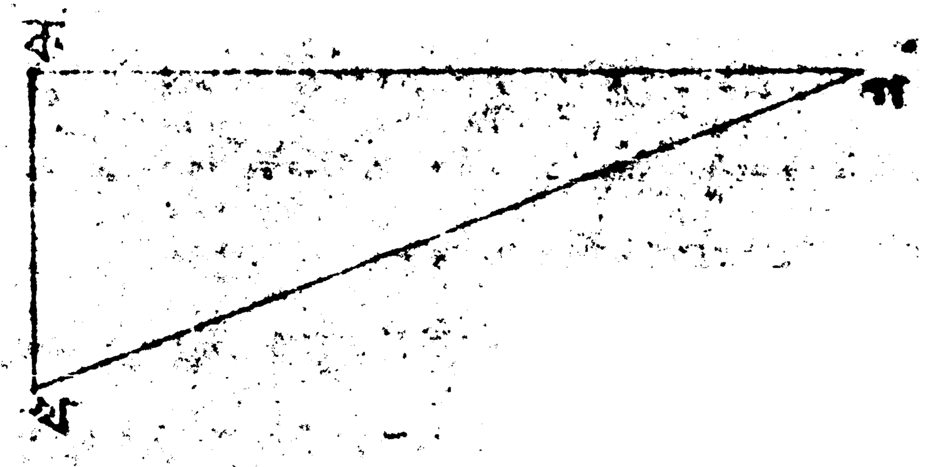

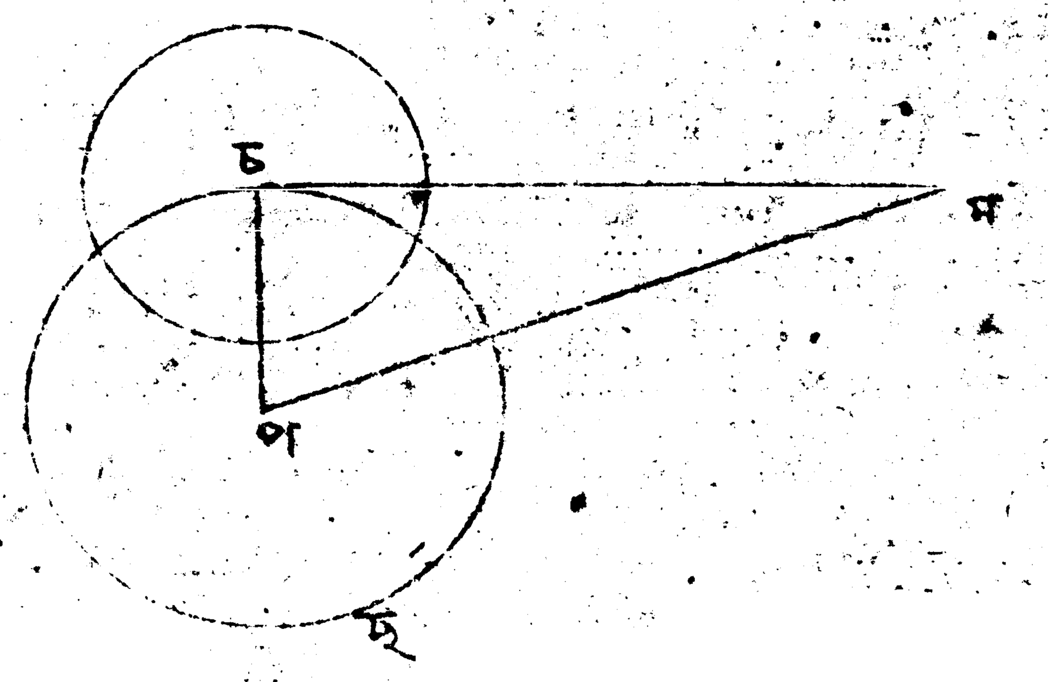

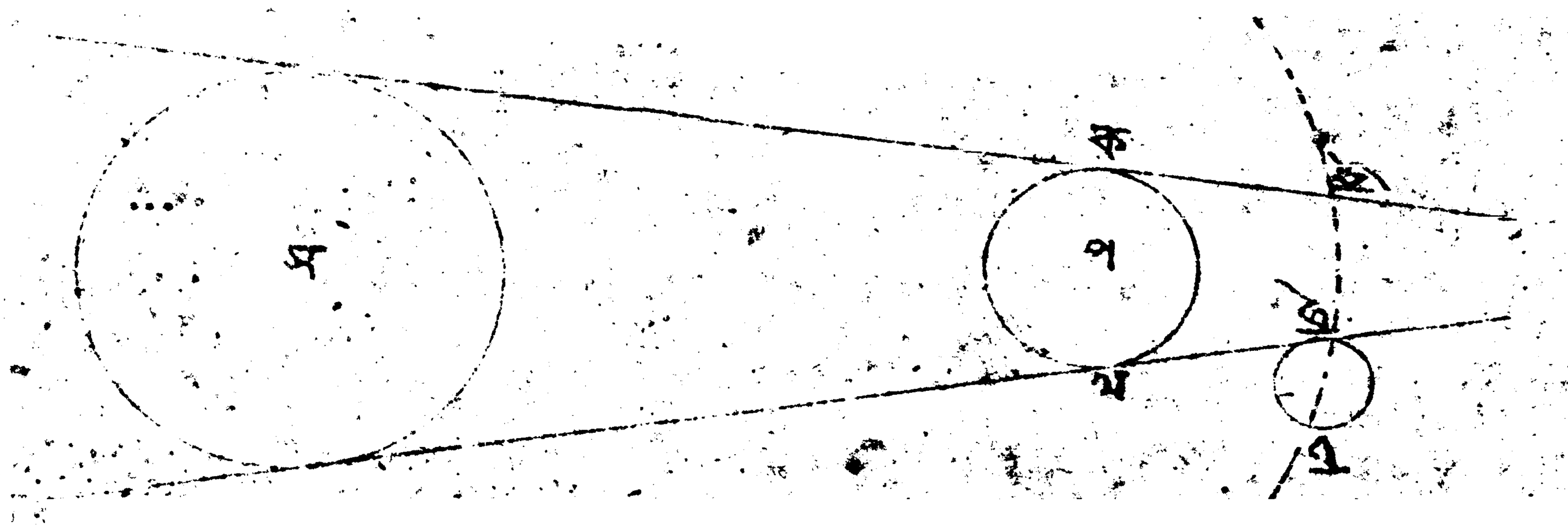

থাকেন তাহা অসংশয়িত রূপে স্থির হওয়া অতি দুঃসাধ্য। এজন্য চ প স অর্থাৎ প কোণটী প্রকৃত রূপে স্থির হয় না। সুতরাং চ স প অর্থাৎ স কোণটী পরিমাণ করিতে ভুল হয় অতএব প স অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা বাহির করিতে বিস্তর ভুল হইয়া পড়ে। ইহার কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

দ্বিতীয়। হিপারকস্ তৎপরে টলেমি আর একটী উপায় দ্বারা সূর্য্যের দূরতা বাহির করিতে চেষ্টা করেন। সেটী নিম্নে দর্শিত হইতেছে——

স সূর্য্য, প পৃথিবী, চ চন্দ্র, জ ছ চন্দ্র পথ। ক খ জ ছ পৃথিবীর ছায়া।

যদি চন্দ্র গ্রহণের আরম্ভ ও শেষ সময় ঠিক নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে জ ছ বৃত্তাংশ জানা যাইতে পারে। এক্ষণে পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরতা ২৪০০০০ মা অগ্রেই স্থির করা হইয়াছে। সুতরাং এই দূরতা, ও পূর্ব্ব লিখিত বৃত্তাংশ জানিতে পারিলে, জ্যামিতি দ্বারা পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা অনায়াসে স্থির করা যায়। কিন্তু এ উপায়ও ফলদায়ক নহে। কারণ চন্দ্র গ্রহণের আরম্ভ ও শেষ সময় প্রকৃতরূপে নিরূপণ করা যায় না। সুতরাং সূর্য্যের দূরতাও প্রকৃত রূপে স্থির হয় না। পূর্ব্বে আরিষ্টাকারস্ যেরূপ পরিমাণফল বাহির করেন, এ উপায়েও প্রায় সেই রূপ ফল উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই দ্বিবিধ প্রণালীও ফলোপধায়ী নহে।

(ক্রমশঃ)

কেন শুনিলাম ?

কেন শুনিলাম কাণে সে মধুর স্বর ?
পরভৃতা বিনিন্দিত, সেই সুমিষ্ট সঙ্গীত,
পুরিল যখন আসি শ্রবণ বিবর,
মধুমাখা হেরিলাম বিশ্ব চরাচর।

২

লুকাইল কোথা সেই মানস মোহিনী ?
শুনিয়াছি এক বার, জন্মে কি শুনিব আর
তানলয় বিশুদ্ধ সে সঙ্গীতের ধ্বনি;
আর কি গাইবে চিত্ত-উন্মাদ কারিণী ?

৩

পাষাণ দুর্ভেদ্য পূর্ব্বে ছিল যে হৃদয়,
করিয়া তাহারে ভেদ, প্রেমের অঙ্কুরোদ্ভেদ
কভু যে হইবে কেবা করিত প্রত্যয় ?
সাহারাতে হয় কোথা ফোয়ারা উদয় ?

৪

দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য কিবা না পারি বুঝিতে,
যখন থাকি যে কাজে, হৃদয়ের তন্ত্রী বাজে,
আচম্বিত সে সঙ্গীত পাই যে শুনিতে
সুধা যেন দেয় ঢালি অস্থিতে শোণিতে !

৫

সুধা নহে এখন সে বু[illegible]নু গরল
আগে যাহা সুখ দিত, [illegible]খন করে তাপিত
ভাবিয়া২ হ'লো হৃদয় বি[illegible]ল;
কেবা কাণে ঢালিল রে এ[illegible] গরল ?

৬

বুঝেনা এ পোড়া প্রাণ সদাই জ্বলিছে
চিন্তা বিষে জ্বর জ্বর, হতেছে সদা অন্তর.
তবু সেই বিষে কভু ভুলিতে নারিছে।
কেন শুনিলাম ? আহা অহর্নিশ ভাবিছে !

৭

হবে বুঝি এই সেই খ্যাত মায়াবিনী;
যাহাদের বিবরণ, করিয়াছি অধ্যয়ন
ইতিবৃত্তে কবিতায়, যেই কুহকিনী
ভুলায়ে সঙ্গীতে নরে বধিত পরাণী !

৮

কে বুঝিবে যে দহন দহিছে আমারে
সর্পদষ্ট নহে যেই, কেমনে বুঝিবে সেই ?
কত জ্বালা তার, সর্প দংশিয়াছে যারে,
সর্পাধিক বিষ তাহে জ্বরিছে আমারে !

৯

বুঝে বটে এই জ্বালা প্রেমিক যে জন
প্রিয় বাক্য সুধারসে, যখন অন্তর রসে,
কর্ণেতে প্রবিষ্ট হয় বাহ্যেন্দ্রিয়গণ,
ভাবে যবে স্বর্গধাম এ মর্ত্ত্য ভুবন।

১০

মনেং করে যবে প্রাণ সমর্পণ,;
যদি কাল নিরদয় [illegible]কালে প্রিয়া হরি লয়
বিচ্ছেদ সাগরে [illegible]রে করি বিসর্জ্জন
কেন মজিল[illegible] তবে ভাবে অভাজন !

১১

হৃদয়ের অমানিশা কে করিবে দূর ?
প্রফুল্ল বদনী উষা, পরিয়া বিবিধ ভূষা
কভুকি পরিবে দিতে আলোক প্রচুর ?
যাবৎ না বাড়ে তেজ প্রণয় ভানুর;

১২

উদিবে কি কভু ভানু ? হয়না বিশ্বাস !
আশাতে নির্ভর করি, কত দিন প্রাণ ধরি,
কত দিন দিব দগ্ধ হৃদয়ে আশ্বাস ?
ভয় হয় পাছে শেষে হইব হতাশ।

১৩

বিষমাখা কথা দুটী "হইব হতাশ"
যখনই পড়ে মনে, জ্ঞান হারা হইক্ষণে,
ভাবি, ছেদি হৃদগ্রন্থি করি আত্ম নাশ।
কাজ কি এ দেহে ? যাহে জাগে মাত্র শ্বাস !

১৪

কেন শুনিলাম ? আহা কারে বা বলিব !
কারে কহি দুঃখ, কথা, ঘুচাব অন্তর ব্যথা
এ ঘোর যাতনা ভাগী কাহারে করিব ?
নিজে পুড়িতেছি পুনঃ কারে পোড়াইব ?

১৫

এ জনমে সুখ আশা[illegible]রাল সকল
মায়াবিনী মায়াভোরে, পড়িনু বিপদ ঘোরে,
কে বা কাণে ঢালিল রে[illegible]ম গরল ?
"কেন শুনিলাম" মাত্র হ[illegible] সম্বল !!

অনাথিনী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চারুচন্দ্রের রূপান্তর বহুদিন অজ্ঞাত রহিল না। প্রথমে তাঁহার পিতা মাতা বড় মনোযোগের সহিত দেখেন নাই, কিন্তু উত্তরোত্তর তাঁহার শরীর শ্রীহীন এবং তিনি নির্জ্জনে চিন্তামগ্ন হওয়াতে সকলেরই আশঙ্কা হইল। বিশেষতঃ তাঁহার মাতা তাঁহাকে দিন দিন শীর্ণ হইতে দেখিয়া একেবারে পাগলিনীর ন্যায় হইলেন। তাঁহার কন্যা যেরূপ রোগপ্রভাবে কালকবলে পতিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মনে হওয়াতে তিনি পুত্রের জীবনে হতাস হইলেন। কিন্তু কেহই অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার শরীর বিকৃতির কোন কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। হায় ! স্নেহ কি অদূরদর্শী। যদিও কোন কোন স্থলে স্নেহকে সহস্রচক্ষুঃ হইতে দেখা যায়, যদিও স্নেহী ব্যক্তি কখন কখন প্রিয়জনের দোষস্থলেও গুণদেখে এবং কোন বিশেষ সদ্গুণ না থাকিলেও দয়া দাক্ষিণ্যাদি যাবতীয় সুগুণ তাহাতে আরোপ করে তথাপি আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য। স্নেহপরবশতা প্রযুক্ত যে মনুষ্যের অনেক স্থলে ঘোর অপরিণামদর্শিতা ঘটে, পিতা মাতা কর্ত্তৃক পুত্রের পরকাল নষ্ট করাই তাহার এক অত্যুৎকৃষ্ট অনায়াসলভ্য প্রমাণ। চারুচন্দ্রের পিতা মাতা একদিনের জন্যও ভাবেন নাই যে তাঁহাদের পুত্র যৌবনসুলভ রোগাক্রান্ত হইয়াছে, যে প্রণয় ব্যাধি কীটস্বরূপ তাহার জীবন কুসুমে প্রবেশ করিয়াছে। সেই অজ্ঞাত কুলশীলা অনাথিনীই যে তাঁহাদের নয়নমণি পুত্রের একমাত্র আধির হেতু, এ সন্দেহ[illegible]আলোক একবারও তাঁহাদের সন্দেহতমসাচ্ছন্ন মনে প্রতিভাত হয় নাই।

চারুচন্দ্র প্রণয়ের সহিত স[illegible]গত সংগ্রাম করিলেন। অবশেষে প্রণয় ভুলিয়া যাওয়া দুঃসা[illegible] এবং নিজের বল [illegible]যুদ্ধোপযোগী নহে

ভাবিয়া তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন। দূরতা এ রোগের প্রতিকার করিতে পারে কি না পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি দেশ পর্য্যটনে বাহির হইবেন নিশ্চয় করিলেন। তাঁহার এই সংকল্প তিনি শীঘ্রই পিতা মাতার নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদের অনুমতি লইলেন। ইতিমধ্যে বিদেশে যাইবার স্বল্পদিবস পূর্ব্বে হঠাৎ তাঁহার মনে একটা চিন্তার উদয় হইল। "যাহার জন্য আমি গৃহত্যাগী—দেশত্যাগী হইতেছি, সে রমণী আমার অনুরাগের কথা শুনিয়া এবং দুরবস্থা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে এবং হয়তো পরিচয়ও দিতে পারে" এই ভাবিয়া তিনি অনাথিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষায় রহিলেন, সুযোগ প্রাপ্তিরও বড় বিলম্ব হইল না।

একদিন ঘটনাক্রমে জয়চন্দ্র বাবু বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহিণী ও সেই দিবস একজন গ্রামস্থ কুটুম্বের বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। অনাথিনী অভ্যাসমত তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। সেই কক্ষের একটী বাতায়ন পূর্ব্বকথিত গৃহসংলগ্ন উদ্যানের দিকে। সেই বাতায়নের নিকট বসিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হইল। একে জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্মকাল তায় গৃহের ভিতর থাকাতে তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল বলিয়া তিনি সুশীতল ছায়াযুক্ত উদ্যানে বায়ুসেবনাশয়ে পুস্তক হস্তে বহিষ্কৃত হইলেন। উদ্যানের এক নিভৃতপার্শ্বে একটী বকুল বৃক্ষতলে তিনি নিত্য ঘাসের উপর গিয়া বসিতেন। আজি ও সেই অভ্যস্ত স্থানাভিমুখে যাইতে পথিমধ্যে হঠাৎ তাঁহার চারুচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। চারুচন্দ্রও গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ উদ্যানে শরীর জুড়াইবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ হইবা মাত্র উভয়ে লজ্জাবশতঃ জড়সড় হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন পরে পরস্পর পরস্পরকে কিছু না বলিয়া একদিকেই যাইতে লাগিলেন। বকুল বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া অনাথিনী বলিলেন

'আমি রৌদ্রের সময় এই গাছতলায় আসিয়া বই পড়িয়া থাকি" এবং উপবেশন করিয়া পুস্তকের দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়, চারুচন্দ্র তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করেন। চারুচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন 'এ স্থানটী অত্যন্ত মনোরম; আমিও পূর্ব্বে এখানে আসিতে ভাল বাসিতাম, জানিনা আবার কত দিনে এ উদ্যানে বায়ুসেবন করিব! আমি শীঘ্রই বিদেশে যাইব। আপনি কি একথা শুনিয়াছেন?'

অনাথিনী বলিলেন 'আপনার মার মুখে শুনিয়াছি। আমারও এখান হইতে যাইবার সময় হইয়াছে। আর কত দিন এখানে আপনাদের গলগ্রহ হইয়া থাকিব?'

উপরোক্ত কথাগুলি অনাথিনী এরূপ কোমল ও দুঃখব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন যে চারু চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিলেন?

'কোথায় যাবেন? আমাদের কি যত্নের ত্রুটি হইয়াছে? নহিলে আপনার থাকার অমত কেন?'

রমণী উত্তর করিলেন 'কোথায় যাইব বলিতে পারিনা! অবশ্য পৃথিবীর মধ্যে হতভাগিনীর স্থানাভাব হইবে না। কিন্তু যেখানে থাকি এখানকার মত সুখ কোথাও পাইব না।'

চারুচন্দ্র এতক্ষণ যে আন্তরিকভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন; তা আর চাপিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে তিনি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সস্নেহে কামিনীর কোমল করদ্বয় ধারণ করিলেন এবং বাতুলের ন্যায় সাশ্রুলোচনে তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন। 'তোমায় কখন আমাদের ভবন পরিত্যাগ করিতে দিব না। আমার সর্ব্বস্বের সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া এখানে অবস্থিতি কর। অধিক আর কি বলিব। আমি তোমায় প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি।'

অনাথিনী। আপনার কথা রাখা আমার সাধ্য নহে।

চারু। কিসে অসাধ্য? [illegible] মানের গৌরব [illegible] করি না। আমি

তোমাকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করি এই যথেষ্ট। বিপুল রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী অপেক্ষা তুমি আমার নিকট অমূল্য।

অনাথিনী। আমি আপনার কথা রাখিতে পারিব না। আমার বিবাহ বহু দিন হইয়া গিয়াছে!

সেই দণ্ডে যদি চারুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত তাহা হইলে চারুচন্দ্র অধিকতর বিস্মিত হইতেন না। তাঁহার মুখ মলিন হইল, শরীর অবশ হইয়া আসিল—তিনি বসিয়া পড়িলেন। যুবতী, চারুর এতাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া স্ত্রীজাতিসুলভ দয়ার বশীভূত হইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন 'আমার কথা আপনার পক্ষে শেল সম হইবে বিচিত্র নহে। আপনি যে আমায় ভালবাসেন তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই। আমি আপনার নিকট অপরাধিনী আমায় ক্ষমা করুন! আপনার পিতা মাতার এত দয়ার পরিবর্ত্তে আমি আপনার এই অনিষ্ট সাধন করিয়াছি!'

চারু। তুমি অনিষ্ট করিবে কেন? আমি তোমার রূপগুণ দেখিয়া ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি নাই!

অনাথিনী। আমার মত হতভাগিনী ভারতে নাই! আমি সকলের সুখের হন্তা হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি! আপনি যে আমায় বিশ্বাস করেন বলিয়াছেন তাহা কি যথার্থ?

চারু। আমি তোমায় অদ্যাবধি বিশ্বাস করিয়াছি ও আজীবন করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

অনাথিনী। আপনি আমার নিকট যদি ভালবাসার প্রতিদান চাহেন তাহা বৃথা। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আপনাকে আমার প্রকৃত বন্ধুর মধ্যে গণ্য করিতে আমার আপত্তি নাই।

চারু। আচ্ছা আমি ভগবান তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব। কিন্তু নিশ্চয় জেনো তোমা ভিন্ন এ হৃদয়ে আর কেহ কখন স্থান পাইবে না।

এ পর্য্যন্ত চারুর কথা শুনিয়া ও নিজের প্রতি তাহার এরূপ অকৃত্রিম স্নেহ ও বিশ্বাস দেখিয়া অনাথিনী বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। যুবতীর মন আর কতক্ষণ দৃঢ় থাকিতে পারে, তিনি গলিয়া গেলেন, এবং পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া বলিলেন 'অদ্যাবধি আপনার মত আমাকে আর কেহ বিশ্বাস করে নাই, আমি আপনাকে আমার জীবন বৃত্তান্ত বলিব, কিন্তু মুখে বলিতে পারিব না পত্রদ্বারা আপনি সমস্ত জানিবেন। পাঠ করিলেই আপনি আমার বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাত হইবেন। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া সরিয়া যান আমি নির্জ্জনে বসিয়া পুস্তক পাঠে চিত্ত সুস্থির করি। চারু তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে গমন করিলেন।

পাঠক উপরোক্ত কথোপকথন পাঠ করিয়া মনে মনে করিবেন অনাথিনীর প্রতিজ্ঞা কিরূপ; চরিত্রই বা কিরূপ? তিনি প্রথমে আশ্রয়দাত্রীর অনুনয়ে কর্ণপাত ও করিলেন না, কিন্তু কিছু দিন পরেই চারুর প্রেমে গলিয়া গিয়া তাহাকে পরিচয় দিতে স্বীকৃত হইলেন! উত্তরে আমরা বলি অনাথিনীর দোষ নাই। চারু একে যুবা (এ রূপ বলিবার অর্থ এই যে প্রায় সমবয়স্কের প্রতি সমবয়স্কের অধিকতর সহানুভূতি দেখা যায়) তাহে আবার তিনি অনাথিনীকে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছেন, তখন কোন লজ্জায় তাহাকে তিনি পরিচয় না দেন! শেষতঃ—তিনি আত্মপরিচয় দান ব্যতীত চারুকে ভাল বাসা হইতে নিবৃত্ত করিবার অন্য কোন সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোল্লিখিত ঘটনার দুই দিবস পরে চারুচন্দ্র আপনার শয়নকক্ষে বসিয়া অধোবদনে চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন এমন সময় একজন দাসী আসিয়া একখানি পত্র তাঁহার হস্তে আনিয়া দিল। দরিদ্রের রত্নপ্রাপ্তির ন্যায় তিনি আগ্রহ সহকারে সেই পত্র লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"প্রিয় চারুচন্দ্র

তোমাকে যখন আত্মপরিচয় দিতে যাইতেছি তখন আর তোমায় 'আপনি' সম্বোধন করা ভাল দেখায় না মনে করিয়া "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতেছি অপরাধ মার্জ্জনা করিও। একখানি ক্ষুদ্র পত্রের মধ্যে ষোল বছরের ঘটনা যতদূর বলিতে পারা যায় ততদূর চেষ্টা করিব। পত্রটী দীর্ঘ হইলে ধৈর্য্য ধরিয়া সমুদায় পাঠ করিও। আমাদের বাটী যোতকুবের গ্রামে। আমার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ তিনি তথাকার একজন সম্ভ্রান্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু লোক। আমার মাতার দুইটী মাত্র সন্তান, তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠা এবং আমার ভ্রাতা কনিষ্ঠ, পিতা মাতা আমার নাম বিলাসবতী রাখিয়াছিলেন। আমার ছোট ভায়ের বয়স যখন দুই বৎসর তখন জননী লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পিতা আর দ্বিতীয় সংসার করিলেন না, আমার একটি বিধবা জেঠায়ের সাহায্যে আমাদিগকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। পিতা আমা অপেক্ষা আমার ছোট ভাইটীকে বেশি ভাল বাসিতেন এবং সেটী বড় হইলে তিনি সংসারত্যাগী হইয়া কাশীতে বাস করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু মনুষ্য যেটীর উপর আশা নির্ম্মাণ করে সেইটীকে অগ্রে নষ্ট করা কালের স্বধর্ম্ম, আমার কনিষ্ঠটী আট বছরের হইয়া বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিল। পিতা তাহার মৃত্যুতে একেবারে পাগলের ন্যায় হইলেন, আমার প্রতি যে অত্যল্প স্নেহ ছিল তাহাও লয় পাইল। আমার ভার সম্পূর্ণরূপে জেঠাইমার উপর দিয়া তিনি সংসারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ কাটিলেন। কেবল দুবেলা আহারের সময় তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর দেখিতাম, অন্য সময় তিনি বাহির বাড়িতে কাটাইতেন একটি জনপ্রাণীকেও তাঁহার নিকট যাইতে দিতেন না।

আমার জেঠাইমা বড় নিষ্ঠুর। তিনি বরাবর আমায় দেখিতে পারিতেন না, তায় আবার পিতার এরূপ হতশ্রদ্ধা দেখিয়া তিনি

[illegible] পাইলেন। আমার ভায়ের মৃত্যুর সময় আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছিল। সেই অবধি আমার উপর অত্যাচারের আর সীমা রহিল না। পিতাকে প্রথম প্রথম আমার দুঃখের কথা জানাইতাম কিন্তু তিনি আমার কথায় কাণ না দেওয়াতে আমার দুঃখ মনে মনেই থাকিত। এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পিতা আমার বিবাহের কথা একবার ও ভাবিতেন না। কিন্তু আমার জেঠাইমার অনুরোধে এবং গ্রামস্থ লোকের নিন্দাভয়ে আমার বিবাহ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তিনি অমনই গ্রামস্থ একজন মধ্যবিত ব্যক্তির পুত্রের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির করিলেন, এবং আমাকে ডাকিয়া বলিলেন 'বিলাস! অমুক লোকের ছেলের সঙ্গে তোর বিবাহ হবে'। আমি তাঁহার কথায় [illegible]থিত হইলাম, এবং জানি না কেমন করিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া [illegible]লাম 'আমি উহাকে বিবাহ করিব না। আপনি আমার গলায় [illegible]থর বান্ধিয়া অতলজলে ডুবাইয়া দিউন, তাহাতেও আমি স্বীকৃত'। [illegible]তঃ বলিতে কি পিতা যাহার সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির করিয়া[illegible]লেন সে গ্রামের বালাই—রূপে গুণে সমান কিন্তু পিতার চক্ষে সে [illegible]তম পাত্র কারণ তাহার আর ভাই ভগ্নী ছিল না কাযেই পৈতৃক [illegible]ত্তির সে এক মাত্র উত্তরাধিকারী। পিতা আমার কথায় ঈষৎ [illegible]সিলেন, সে হাসি ঘৃণা ব্যঞ্জক। বোধ করি আমি অবলা কখন ঘরের [illegible]র হই নাই, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা আমার কি সাধ্য? এই [illegible]িয়া পিতা আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া কথাটী না কহিয়া তথা[illegible]তে প্রস্থান করিলেন।

এ পর্য্যন্ত ও আমি তোমায় আমার জীবনের প্রধান ঘটনার কথা [illegible] করি নাই। যাহার সহিত আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ [illegible] তাহাই এখন বলিতেছি। আমাদের গ্রামে একটী যুবক ছিলেন [illegible]র বয়স আন্দাজ বাইশ [illegible]ৎসর। স্বামীর নাম ধরা আমাদের [illegible]চারবিরুদ্ধ হইলেও [illegible]কে তাঁহার নাম [illegible]রতে হইল। তাঁহার

নাম দুলালকৃষ্ণ। তিনি পিতৃ মাতৃহীন জন্য একজন আত্মীয় জ্ঞাতি পরিবারে থাকিতেন। দুঃখী হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ মহৎ ছিল এবং তিনি কৃতবিদ্য ও সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। তিনি আমাদের বাড়ির নিকটেই থাকিতেন সেই জন্য আমাদের বাড়িতে তাঁহার যাতায়াতে কোন বারণ ছিল না। তিনি আমাকে লেখা পড়া শিখাইতেন এবং জেঠাইমা কর্ত্তৃক সন্তপ্তহৃদয়ে শান্তি বিধান করিতেন। আমি অবোধ বালিকা, কথা বার্ত্তায় ও ব্যবহারে আমার প্রতি দুলালের এইরূপ স্নেহাধিক্য দেখিয়া সহজেই তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইলাম। এমন কি! আমি তাঁহার এ রূপ অমায়িক ভাব দেখিয়া তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিলাম। এক দিন তিনি আমায় মধুরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিলাস! তুমি আমায় ভাল বাস? আমায় বিয়ে করতে তোমার মন যায়?' আমি 'কেন না যাবে?' মনে মনে বলিয়া লজ্জাবশতঃ নীরব হইয়া রহিলাম, তিনি ও 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' স্থির করিয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন। এই কথোপকথনের কিছু দিন পরেই আমরা পিতা পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ স্থির করেন।

আমি দুলালকে এক দিন প্রসঙ্গ ক্রমে আমার আসন্ন বিবাহের (বিপদের?) কথা কহিলাম। ঐ বিবাহ অপেক্ষা আমি মরণকে শ্রেয়স্কর মনে করি. দুলাল তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন 'চল আমরা এ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাই সেখানে আমার মাতুল সম্পর্কীয় এক ব্যক্তি বাস করেন তাঁর কাছে কিছু দিন থাকিয়া পরে কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্থির করা যাইবে।' আমি তাঁহার এ প্রস্তাবে শিহরিয়া উঠিলাম এবং বলিলাম "কুলবালা হইয়া আমি কি করিয়া পরপুরুষের সঙ্গে গৃহ পরিত্যাগ করিব।" বলিতে কি, দুলালকে ভাল বাসিতাম বলিয়া হঠাৎ তাঁহার সঙ্গে গৃহ পরিত্যাগ করা, আমার অভিপ্রেত ছিল না। আমার কথায় তিনি উত্তর করিলেন; আমি অগ্রে তোমাকে বিধিমত বিবাহ করিব,

তাহা হইলে আমার সঙ্গে যাইতে তোমার আপত্তি থাকিবে না"। সে দিন আমি আর তাঁহাকে কিছু বলিলাম না তিনিও নীরবে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যতই পিতাকর্ত্তৃক স্থিরীকৃত বিবাহের দিন নিকট হইতে লাগিল ততই আমার প্রাণ অধিকতর আকুল হইতে লাগিল। তখন আর গত্যন্তর নাই দেখিয়া আমি দুলালের পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। যথা সময়ে উভয়ে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া দেশত্যাগী—গৃহত্যাগী হইলাম। মনে করিয়াছিলাম পিতা অচিরেই অপত্যস্নেহে পরবশ হইয়া আমার অনুসন্ধান করিয়া আবার ঘরে আনিবেন, কিন্তু কালে সে আশার বিফলতা প্রমাণ করিল।

উভয়ে কিছু দিন কাশীধামে অবস্থিতি করিলাম। বিষয় কর্ম্মের সুবিধা না হওয়াতে অতিকষ্টে দিন যাপন করিতে হইল। যাহাহউক কিছু দিনের মধ্যে দুলাল সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদিগকে সঙ্গীত শিখাইয়া কিছু কিছু অর্জ্জন করিতে লাগিলেন আমাদের সাংসারিক কষ্টও অনেক পরিমাণে লঘু হইল। এইরূপ দুই বৎসর নির্ব্বিঘ্নে কাটিল। ইতিমধ্যে একদিন দুলাল শুনিলেন যে লক্ষ্ণৌতে অযোধ্যার নবাব এক মহাসভা করিবেন। তাহাতে সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণ দূরদেশ হইতে আমন্ত্রিত হইয়া আপনাপন কৌশল ও পারদর্শিতা দেখাইয়া পারিতোষিকস্বরূপ ভূরিপ্রমাণে অর্থলাভ করিবেন। এই সংবাদে তিনি উত্তেজিত হইয়া আমার নিকট লক্ষ্ণৌ যাইবার প্রস্তাব করিলেন। আমি কোনমতেই সম্মত হইলাম না। অবশেষে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া আমি তাঁহাকে যাইতে সম্মতি দিলাম, বলিয়া দিলাম আমি এই অপরিচিত স্থানে আছি বেশি বিলম্ব হইলে আমার বাঁচা শক্ত হইবে।

তিনি যথা সময়ে কাশীধাম হইতে প্রস্থান করিলেন। তদবধি আর তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি যাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন তাহারা ফিরিয়া আসিল, তাঁহার সংবাদ জানিতে

চাওয়াতে কহিল তিনি ব্যাঘ্রের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করি, কোথায় যাই, এক মাত্র আশ্রয় বিহীনা হইয়া আমার গতি কি হইবে এই ভাবনা আমায় ব্যাকুল করিল। যাহাহউক কিছু দিন আমি কাশীতে দুলালের মাতুল সম্পর্কীয় ব্যক্তির বাটীতে থাকিলাম। অবশেষে নিজের যাহা কিছু ছিল নিঃশেষিত হইল। পরের গলগ্রহ হওয়া অবিধেয় মনে করিয়া একটী বিশ্বস্তা স্ত্রীলোকের সহিত দেশের যাত্রীদের সঙ্গে পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করিবার মনস্থ করিলাম। কাজেও তাহাই করিলাম কিন্তু আমার সকল আশাই বৃথা হইল। যে গ্রামে আমাদের বাড়ী ছিল, পিতা সেখানে আর নাই—সপরিবারে কোথায় গিয়াছেন কেহই বলিতে পারিল না। সেখানে থাকিয়া কি করিব মনে করিয়া যাইতেছিলাম ইতিমধ্যে পথে ঘোর বাত্যা ও বৃষ্টি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তোমাদের অনুগ্রহে আবার বাঁচিয়াছি। হায় এ পাপ জীবন সেই দিন বাহির হইলেই কি সুখের বিষয় হইত! আমার সহিত যে স্ত্রীলোকটী ছিল সে ঝড়ের দিবস কোথায় গিয়াছে বাঁচিয়া আছে কি না কিছুই বলিতে পারিনা!

এ অভাগিনীর জন্মাবধি যাহা যাহা ঘটিয়াছে বলিলাম, এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে আমার জীবনের প্রতি অনাস্থার কারণ কি? তোমার নিকট আত্মপরিচয় দিবার উদ্দেশ্য এই যে এ অভাগিনীর জন্য তুমি আত্মসুখ নষ্ট করিও না। আমার সুখ যা হবা তাহা হইয়াছে, আর এ হতজীবনে সুখের আকাংক্ষা নাই। তোমা পিতা মাতা হইতে আমার যে উপকার হইয়াছে, তাহাতে তুমি আমার যথেষ্ট স্নেহের পাত্র, তাই বলিতেছি এ অভাগিনীর জন আত্মসুখ নষ্ট করিও না।'

চারুচন্দ্র এ পত্র আদ্যন্ত পাঠ করিলেন। পাঠ করিবার সময় তিনি একদণ্ড ও অশ্রুপাত করিতে বিরত হন নাই, অবশেষে পাঠ শে

হইলে, তৎসম্বন্ধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবেন ভাবিয়া পত্র খানি বাক্সে রাখিলেন। বলা বাহুল্য যে পত্রপাঠে তাঁহার হৃদয়ের ভার অনেকাংশে লঘু হইল। তিনি অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লান্তঃকরণে কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত হইলেন।

—:০:—

সেকাল আর একাল।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পূর্ব্বপত্রে আমরা রাজনারায়ণ বাবুর "সেকাল আর একালের" এক রকম সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি। পাঠক মহাশয়েরা দেখিবেন গুটি কতক বিষয়ে অত্যুক্তি ভিন্ন সে বিবরণ রাজনারায়ণ বাবুর বিচক্ষণতার কেমন পরিচয় দিতেছে। তিনি বর্ত্তমান সমাজের সকল অবস্থাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সে কালের বর্ণনার সময় কিয়ৎ পরিমাণে পক্ষপাতী হইয়াছেন। সাধারণ লোকের এ সংস্কার আছে যে একাল অপেক্ষা সেকাল সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট—সেকালে সত্যযুগ, বা স্বর্ণযুগ, আর একাল কলি বা লৌহ যুগ! কে অস্বীকার করিবে যে এক্ষণকার ইংলণ্ডবাসিরা সভ্যতার অভূতপূর্ব্ব উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, অথচ একজন সাধারণ ইংরাজকে জিজ্ঞাসা করুন, একাল অপেক্ষা সেকালে তাহাদের দেশের অবস্থা ভাল ছিল কি না? সে অনায়াসে বলিবে সেকাল সর্ব্বাংশে ভাল ছিল। মানব স্বভাব তত্ত্ববেত্তারা, সাধারণ লোকের এ প্রকার ভ্রমের কারণ সহজেই উপলব্ধ করিতে পারেন। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু যে এ ভ্রমে কিয়ৎ পরিমাণেও লিপ্ত হইবেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন

সেকাল অপেক্ষা একালের লোকেরা অধিকতর বেশ্যাসক্ত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এটী সম্পূর্ণ ভ্রম। বেশ্যাগমন যে দোষ সেকালের লোকেরা তাহা জানিত না। বড় মানুষ লোকদিগের ত কথাই নাই। তাঁহারা দ্বার-পরিগ্রহ করাকে ও অতিথি সৎকারকে যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য সাংসারিক কার্য্য মনে করিতেন, দুই একটী বেশ্যা প্রতিপালন করাকেও সেই প্রকার জ্ঞান করিতেন। সাধারণ লোকেদেরও ঐ প্রকার বিশ্বাস ছিল। পাঠক মহাশয়েরা অনুসন্ধান করিলে, এখনও কি কলিকাতা, কি পল্লিগ্রাম, অনেক গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধকে হরিনামের ঝুলি হস্তে করিয়া বারাঙ্গনার সহিত ব্রজাঙ্গনালীলার মাধুর্য্য অনুভব করিতে দেখিবেন। এখন এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রাজনারায়ণ বাবু সেকালে লোকের আর একটী গুণের কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেকালের লোকেরা বড় দাতা ছিল। কিন্তু এটীও বলা আবশ্যক যে তাহারা দাতা হইবার জন্য উপরি লইত অর্থাৎ চুরি করিত। চাকরি করিতে গেলে চুরি করিতে হয় এই তাহাদের বিশ্বাস ছিল। এমন কি ঠাকুর মহাশয়েরা শিষ্যদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবার সময় বলিতেন "কেমন বাপু চাকরিতে দু পয়সা উপরি আছেত"। পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় জানেন যে হুগলি, বৰ্দ্ধমান ও নদীয়া জেলার প্রায় যাবতীয় সেকেলে বড় মানুষেরা বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে উপরি উপার্জ্জন করিয়াই বড় মানুষ হইয়াছিলেন। এখনও অনেক বৃদ্ধকে দেখা যায়, যাঁহারা আত্মগৌরব করিবার সময় বলিয়া থাকেন যে আমরা সেকালে [illegible] ১৫ টাকা বেতন পাইয়াও দোল দুর্গোৎসব করিয়াছি কিন্তু এখন [illegible]কে ২০০,১০০ টাকা মাসিক উপার্জ্জন করিয়াও সুখে স্বচ্ছন্দে সং[illegible] চালাইতে পারে না! তাঁহারা দাতা ছিলেন স[illegible] কিন্তু অধিকাংশ [illegible]নই ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে হইত; সেই জন্য বে[illegible] হয় অধিকাংশ [illegible]ই যশ লাভেচ্ছামূলক ছিল

[illegible]নকার লোকেরা আত্ম সুখি হইয়াছে এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু আমাদের বিবেচনায় চুরি করিয়া দানশীল হওয়া অপেক্ষা-ন্যায়োপার্জ্জন করিয়া স্বার্থপর হওয়া প্রার্থনীয় না হইলেও অপেক্ষাকৃত ভাল।

সেকাল অপেক্ষা একালের লোকের ঈশ্বর ও পরলোকে ভয় ও আস্থা কমিয়াছে, ইহা অত্যন্ত শোচনীয় বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে যে এই ভয়ানক দোষটী বাঙ্গালির পক্ষে বিশেষ রূপে অপরিহার্য্য হইয়াছে। কেবল বাঙ্গালির কেন, যে কোন দেশের বিষয় পর্য্যালোচনা করুন সর্ব্বত্রেই এই কথা শুনিবে যে লোকের আর পূর্ব্বের ন্যায় ঈশ্বর ও পরলোকে ভয় নাই। এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা আমরা সংক্ষেপেতে করিতে পারিলাম না। বারান্তরে সাধ্যমত এ বিষয়ে বলিতে ইচ্ছা হিল।

কিন্তু আমাদিগের নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আশা অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে, যে হেতু আশাই সকল উন্নতির মূল। যখন বাঙ্গালী দ্বারা কোনকালে অনেক কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তখন এমত আশা করা যাইতে পারে যে, সেই বাঙ্গালী দ্বারা পুনরায় অনেক কার্য্য সাধিত হইবে। সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, প্রভৃতি রাজারা যাঁহারা পাণ্ডবদিগের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া ছিলেন. তাঁহারা বাঙ্গালি ছিলেন। রাজকুমার বিজয় সিংহ যিনি পিতা কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কতকগুলি অনুচরের সহিত সমুদ্রপোতে আরোহণ পূর্ব্বক সিংহলে গমন করিয়া উক্ত উপদ্বীপ জয় করিয়া ছিলেন এবং যাহার সিংহ উপাধি হইতে ঐ উপদ্বীপ সিংহল নামে আখ্যাত হইয়াছে, তিনি একজন বাঙ্গালি ছিলেন। চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরেরা, যাহারা সমুদ্রে গমনাগমন পূর্ব্বক বাণিজ্য কার্য্য সমাধা করিতেন তাঁহারা বাঙ্গালি ছিলেন। দেবপাল, ভূপাল, মহীপাল

প্রভৃতি সার্ব্বভৌম সম্রাট, যাহারা কর্ণাট হইতে তির্ব্বত পর্য্যন্ত সকলকে করপ্রদ করিয়া ছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন।

‘যশোর নগর ধাম. প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ’

যিনি জাহাঙ্গীর পাদশার সেনাপতিদিগকে হিমসিম খাওয়াইয়া ছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী ছিলেন।

বাঙ্গালীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন; কিন্তু যখন এই বর্ত্তমান হীন অবস্থাতে ও তাহারা কিছু কিছু কার্য্য করিতে সক্ষম হইতেছে, তখন এমন আশা করা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে তাহারা অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। বর্ত্তমান কালের একজন বাঙ্গালী সাহেবদিগের মধ্যে "যুদ্ধ প্রিয় মুনসেফ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং সিপাহীদিগের বিদ্রোহের সময় ইংরাজ রাজ পুরুষদিগের পক্ষে যু[illegible] করাতে গবর্ণমেন্ট হইতে জায়গির প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। বাঙ্গালীর এক্ষণে ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গ পার হইয়া ইংলণ্ডে গমন পুর্ব্বক তথায় মহ[illegible] সম্মান প্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালীরা এক্ষণে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষ[illegible] দিয়া কলির ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে স্থানলাভ করিতে সক্ষম হইতেছে[illegible] ভারতবর্ষে যেখানে বাঙ্গালীরা গমন করিতেছে, সেই খানে একটা কা[illegible] খানা করিয়া তুলিতেছে। যথা—অযোধ্যায়, জয়পুরে, কাশ্মীরে। বা[illegible] লীরা এক্ষণে ধর্ম্মও রাজ্য বিষয়ক আন্দোলনে ভারতবর্ষে অগ্রবর্ত্তী স্থা[illegible] অধিকার করিতেছে। অতএব বাঙ্গালী দ্বারা যখন এতটুকু হইয়া[illegible] তখন যে অধিক হইবে না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? ঈ[illegible] রের অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি নীচকে উচ্চ করিতে পারেন ও উচ্চ[illegible] নীচ করিতে পারেন। এই বাঙ্গা[illegible] জাতি এক্ষণে সকলের নিকট ঘৃণি[illegible] কিন্তু হয়ত এই বাঙ্গালী জাতি যা[illegible] করিবে, ভারতবর্ষের আর কে[illegible] জাতি তাহা করিতে সক্ষম হইবে না[illegible] হয়ত এই দুর্ব্বল বাঙ্গালীজা[illegible] ভবিষ্যতে পৃথিবী[illegible] মধ্যে এক প্রধান [illegible]তি হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর সে[illegible] দিন শীঘ্র আনয়ন [illegible]।’

সমালোচনা।

সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক ভঞ্জন।

নাট্য রাসক।

শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১।

আমাদের দেশে সাধারণের নিকট ‘কলঙ্ক ভঞ্জন’ অপরিচিত নহে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন উত্তমরূপে অবগত আছেন। নগেন্দ্র বাবু সেই কলঙ্কভঞ্জনকেই ‘সতী কি কলঙ্কিণী’ নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া এই নাট্যরাসক খানি লিখিয়াছেন ইহাতে তাঁহার নিজের মস্তিষ্ক তাদৃশ বিলোড়িত করিতে হয় নাই পূর্ব্বাপর সমুদায় ঘটনাই তিনি লিপীবদ্ধ করিয়াছেন তবে ইহাতে যে কয়েকটী সংগীত সন্নিবেশিত হইয়াছে সে গুলি উত্তম হইয়াছে বলিতে হইবে। পাঠকগণের অবগতিরজন্য তুইটী উদ্ধৃত করিলাম।

"বৃন্দে— ইমণ কল্যাণ আড়া ঠেকা।

কন্টক মৃণালে, যে বিধি গড়িল
কমল সে বিধির সৃজন।
কমল শ্যামল আঁখি, বারেক হেরিলে সখী
দেখিব রবে কোথা পণ।
কুবাক্য কন্টক আর "রবে কি মান তোমার
মজিবে কমলে তব মন।"

"সখিগণ— রামকেলী ভরতঙ্গা।

চল চল সবে মোরা ত্বরায় যাই।
লয়ে বারি, দেখিব [illegible]বল অসতী রাই।।
যশের সৌর[illegible], জগত পুরিবে,
পাইবে [illegible] প্রাণ কানাই,
কুটীলা[illegible]মুখে পড়িবে ছাই।

এতদ্ভিন্ন ইহাতে বলিবার আর কিছুই নাই, মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য উ… হইয়াছে। মূল্য অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। ক্ষুদ্রাবয় ৩৬ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকের বিশেষত কলঙ্কভঞ্জনের ।।০ আনা মূল্য অত্যন্ত অধিক।

ভারতে যবন।

শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১।

কৃতবিদ্যগণ স্বদেশহিতৈষিতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন তন্নিমিত্তই বোধ হয় এই প্রকার পুস্তক সকলের সৃষ্টি এই গ্রন্থকার পূর্ব্বে "ভারতমাতা" নামে এক খানি রূপক রচনা করিয়া ছিলেন এবং সেই খানি সাধারণের নিকট প্রকাশিত করিয়া আদৃত হইয়াছেন বলিয়া এই "ভারতে যবন" খানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন কিন্তু আমাদের মতে ভারতমাতায় গ্রন্থকর্ত্তা যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন ইহাতে তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। "ভারতে যবনে" প্রশংসা করিবার কিছুই দৃষ্ট হইল না তবে ইহাতে যে কয়েকটী পদ্য লেখা হইয়াছে তাহা মন্দ হয় নাই, স্থানাভাব বশতঃ পাঠকগণকে তাহার কিয়ৎ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না।

Registered No. 92

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

এতাবৎ কাল এই জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয়ে অনেকেই বিনা মূল্যে তাঁহাদিগের পত্রিকাদি প্রদান করিতেছেন দুঃখের বিষয় এই যে কেহ কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ করেন না এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা এই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকালয়ে সাধারণের হিতার্থ এই দর্শকের বিনিময়ে তাঁহাদিগের নিজ২ পত্রিকাগুলি প্রদানে বাধিত করেন।

সম্পাদক।

দশকের মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম—

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	১॥০	।৴০	১৸৵০
যান্মাসিক	১)	৶০	১৶০

পশ্চাদ্দেয়—

বার্ষিক	২)	।৵০	২।৵০
যাণ্মাসিক	১।০	৶০	১।৶০

১। প্রথম তিনমাসের মধ্যে মূ[illegible] দিলে অগ্রিম বলা যায়।
২। মফস্বলে অগ্রিম মূল্য না পা[illegible]লে দর্শক পাঠান যায় না।
৩। দর্শক সম্বন্ধে সকল পত্রাদিই [illegible]কাশকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

জ্ঞানদীপিকা পুস্তকা[illegible]
নং ৩৫ বাগবাজারস্ট[illegible]
কলিকাতা।
} শ্রীঅবি[illegible]চন্দ্র নিয়োগ[illegible]
[illegible]শক

[illegible]ম খণ্ড।] **দর্শক।** [৫ম সংখ্যা।

সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

কলিকাতা জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় হইতে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। বরদা কাণ্ড	১৬১
২। ডারউরিন	১৭৭
৩। শিক্ষা	১৭৯
৪। দেশীয় নাটককার ও নাট্য সমাজ ...	১৮৭
৫। পাগলের প্রলাপ	১৯২
৬। বাঙ্গালি	১৯৮
৭। আমার পিলোড়ী	২০৩

কলিকাতা।

৭ নং উল্টাডিঙ্গি রোড

শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়ের সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্রে

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮১

চৈত্র।

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

"চিতোর রাজ সতী পদ্মিনী" নাটক, মূল্য ৸৹ আনা ডাক মাশুল ৵৹ দর্শক কার্য্যালয়ে অথবা শ্যামবাজার বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট ১৬ নং বাটীতে প্রাপ্য।

দর্শক সম্বন্ধে সম্পাদকগণের অভিপ্রায়।

---

* * আমরা ইহার যে দুই খণ্ড পাঠ করিয়াছি তাহাতে বোধ হয় ... করিলে এখানি চলিবে।

অমৃতবাজার পত্রিকা ১৭-৭-৮১

* * এই পত্রের লেখা উত্তম হইতেছে।

সাধারণী ৫-৯-৮১

* * ইহার লিখন প্রণালী উত্তম ও মাধুর্য্য-যুক্ত হইতেছে বিশে... ডারউইনের বিষয়টী অতি উত্তম লেখা হইয়াছে ইত্যাদি।

বরিশাল বার্ত্তাবহ ১৫-৯-৮১

* * দর্শক কিছুকাল দেখিতে দেখিতে তাঁহার দর্শন-শক্তি আরও উ... হইবে, দর্শক মন্দ দেখিতেছেন না।

এডুকেশন গেজেট ১৭-৯-৮১

* * প্রস্তাব গুলি পাঠ করিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম ... সমস্ত প্রস্তাবই প্রায় সারবান্ ও সরল ভাষায় লিখিত,——ফলত ... একখানি পাঠ করিবার মত পত্রিকা ইত্যাদি।

সরোজিনী মাঘ-৮

* * লেখা সুপাঠ্য ও সরল হইয়াছে কএকটী প্রস্তাবে চিন্তাশী... পরিচয় পাওয়া যায়, বঙ্গদর্শন অনুকরণে যে কয়খানি পত্র প্রকাশিত হই... ইহা তাহার মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

তাম্বত সংস্কারক ১০-৯-৮

* * এরূপ পত্রিকার যত বাহুল্য হয় ততই দেশের মঙ্গল এক্ষণে ... দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সাধারণের হিতসাধন ব্রতে ব্রতী থাকে আমা... এই বাসনা।

ঢাকা প্রকাশ ১৭-১০-১

মলহর রাও।

(উদ্ধৃত।)

প্রবল ঝটিকা হইয়া গেলে, সংসার যেরূপ স্তম্ভিত হয়, মলহর রাওয়ের রাজ্যচ্যুতিতে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়াছে। তৃষিত চাতক বারিভরে অবনত মেঘের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে বারি প্রত্যাশা করিতেছিল, জলধর বারিবর্ষণ না করিয়া তাহাকে বজ্রাঘাত করিয়াছেন। ভারতবর্ষবাসীরা স্বপ্নেও এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল না যে লর্ড নর্থব্রুকের মুখ হইতে এরূপ নিদারুণ বাক্য নিঃসৃত হইবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত প্রবল ব্যক্তির বলদ্বারা শাসন করা রাজনীতির নূতন নিয়ম নহে। যত দিন রাজার সৃষ্টি হইয়াছে, যতদিন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে তত দিন এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সে দিন এই নিয়মানুসারে ...নরক্তে প্লাবিত হয়, ফ্রান্স সম্রাট রাজ্যচ্যুত হন এবং ফ্রান্সের পতন ... এই নিয়মানুসারে প্রতাপান্বিত ইংলণ্ড অকারণে সেদিন আমেরিকা ...নিয়ার নিকট অবনত হইলেন। লর্ড মেও যদি মলহর রাওকে রাজ্যচ্যুত করিতেন, মলহর রাওকে কেন এ দেশের সমুদয় স্বাধীন রাজ্যগুলি ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিতেন তাহা হইলে আমরা তাহাতে যত অন্যায়ই দেখিতাম মনকে ইহাই বলিয়া সান্ত্বনা দিতাম যে জগতের রীতিই এই। লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যার নবাবকে যে অন্যায় পূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করেন, তাহাতে লোকে ইহাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে তাঁহার ন্যায় গবর্ণর জেনেরেলের দ্বারা এরূপ অন্যায় কার্য্য সম্পাদিত হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই আশ্চর্য্য। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক যিনি আমাদের নিরপেক্ষতার উদাহরণ স্থল, যিনি আমাদের সন্তপ্ত হৃদয়ে শীতল বারি সিঞ্চন করিতে আরম্ভ

বর্ষে অবতরণ করেন, তিনি মলহর রাওকে রাজ্যচ্যুত করিলেন! যে নর্থব্রুক আমাদের সকল আশার প্রস্রবণ, যাঁহার মুখ দেখিয়া অমৃতময় বাক শ্রবণ করিয়া আমরা অনেক কষ্ট বিস্মৃত হইয়াছি তিনি মলহর রাওকে রাজ্যচ্যুত করিলেন! যখন আমাদের এই কথা স্মরণ হইতেছে তখন আমরা চারি দিক শূন্য দেখিতেছি। আমরা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম না যে লর্ড নর্থব্রুক দ্বারা এরূপ কার্য্য হইবে যাহাতে ভারতবাসীরা সন্তাপ সাগরে ভাসিবে। কিসে লর্ড নর্থব্রুককে এরূপ নিদারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইল তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। কিসে তাহার মন এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল যে তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না? তিনি আমাদিগকে শান্তি, সন্তোষ প্রদান করিতে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হন এবং গাইকোয়াড়কে রাজ্যচ্যুত করিলে যে ভারতবর্ষবাসীদিগের মর্ম্মান্তিক হইবে তাহা তিনি জানেন, কিন্তু তাহা তি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি জানেন গাইকোয়াড়কে রাজ্যচ্যুত করি ন্যায্য বিচার হইবে না, তিনি যে প্রতিজ্ঞা দ্বারা আপনাকে আবদ্ধ করে তাহার বিপরীত কার্য্য করা হইবে। তিনি জানেন যে তাহার এই কা দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদিগের মধ্যে আতঙ্কের উদয় হইবে, স্বাধী রাজারা আপনাদিগের মান মর্য্যাদা পদগৌরব, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্ম হইবেন। তিনি যে অপরাধে গাইকোয়াড়কে রাজ বিচারে উপস্থিত করে তাহা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, শুদ্ধ কমিশনারগণ তাহাকে নিষ্ দেন নাই, ইংলণ্ডবাসীরা তাহাকে এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, সেক্রেটরি ইহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, দেশে যাহারা তাহার শক্রপক্ষীয় তাহা আর স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছেন না যে তিনি অপরাধী এবং গবর্ণমে এরূপ বলিতে পারিতেছেন না যে তিনি অপরাধী, তথাপি লর্ড নর্থ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। মলহর রাওয়ের আর এক অপরাধ যে তা রাজ্যে অবিচার হয়। কিন্তু যে রাজার বিপদে প্রজারা আহার নিদ্রা করিয়াছে, যে রাজাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপনের নিমিত্ত প্রজাবর্গ গবর্ণমে নিকট প্রার্থনা করিতেছে, যাহারা সুসভ্য ইংরাজ শাসনাধীন হওয়া অ

অধীন অবস্থিতি করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর মনে করে, যে রাজার প্রতি প্রজার এরূপ অনুরাগ তাহার রাজ্যে অবিচার ও অরাজকতা হইতেছে বলা সম্পূর্ণ অন্যায়। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক ইহাও গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। তবে কি প্রথম অবধি লর্ড নর্থব্রুকের উদ্দেশ্য ছিল যে মলহর রাও দোষী হউন নির্দ্দোষী হউন তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন? তিনি মলহর রাওকে বন্দী করার সময় প্রতিজ্ঞা করেন যে বিচারে নিষ্কৃতি হইলে মলহর রাও পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। তিনি ইতি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেন যে ২০ মাসের মধ্য যদি গাইকোয়াড় রাজ্যে সুবিচার স্থাপন না করিতে পারেন তাহা হইলে তাহার প্রতি গুরুতর আজ্ঞা হইবে, এই ২০ মাসের মধ্যে তাহার কোন ভয় নাই। এ সমুদয় কি অলীক? আমরা লর্ড নর্থব্রুককে এরূপ অপবাদ দিতে পারি না, যাঁহারা তাঁহাকে জানে তাহারা এখনও বিশ্বাস করেন যে এরূপ অপবাদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু তিনি আপনার বুদ্ধির নিমিত্তই হউক আর কুলোকের পরামর্শ শুনিয়াই হউক বরদা সম্বন্ধে আগা গোড়া যে রূপ কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে যদি কেহ এখন এই অপবাদ দেয় তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের তাঁহার পক্ষ হইয়া কোন কথাই বলিবার আর সাধ্য নাই। মলহর রাওকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তিনি শুদ্ধ অবিচার করেন নাই, তাঁহার বন্ধুবান্ধব, অনুগত আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের অধীশ্বর, তিনি অতি উচ্চ আসনে আরূঢ়, তাহার চতুর্দ্দিকে যে বায়ু ব্যজিত হয় সে অমৃতময়, তাহার কর্ণে যে শব্দ প্রবেশ করে তাহা মধুপূর্ণ, তিনি অহর্নিশি প্রফুল্লিত মুখ দর্শন করেন, তাহার নিকট সম্ভবতঃ ভারতবর্ষবাসীদিগের মলিন মুখ প্রতিবিম্বিত হইবে না, ভারতবর্ষবাসীদিগের দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার চতুর্দ্দিকের বায়ুরাশি কম্পিত করিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষে অনেকেই তাহার অনুগত ও বন্ধু। তাহারা প্রতিপদ বিক্ষেপে ভারতবর্ষবাসীদিগের মলিন মুখ দর্শন করিতেছেন আর লজ্জায় অধোমুখ হইতেছেন, তাহাদের কর্ণে যে শব্দ প্রবেশ করিতেছে তাহাই ভারতবর্ষবাসীদিগের অসন্তোষ আর্ত্তনাদ পূর্ণ,

তাহারা যাহার নিকট যাইতেছেন তাহারাই বলিতেছে যে লর্ড নর্থব্রুক দ্বারা এই কার্য্যটী হইল! লর্ড নর্থব্রুক যদি মলহর রাওকে প্রথম বন্দী করিয়াই রাজ্যচ্যুত করিতেন তাহা হইলে লোকে কষ্ট পাইত, কিন্তু সে কষ্ট তাহাদের মর্ম্মচ্ছেদ করিতে পারিত না। তিনি গাইকোয়াড়ের প্রতি সুবিচার করিবেন, আমাদিগকে এই বাক্য দ্বারা কেবল সান্ত্বনা করেন নাই, যাহাতে গাইকোয়াড় এই বিপদ হইতে উদ্ধার হন, তিনি পদে পদে ইহার সাহায্য করিয়াছেন। যখন লোকে জানিল যে গাইকোয়াড় নিষ্কৃতি পাইলেন, যখন সকলে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনারূঢ় দেখিবে প্রত্যাশা করিতেছে, যখন যাহারা গাইকোয়াড়ের উদ্ধারের নিমিত্ত ঈশ্বরের অর্চ্চনা করে তাহারা ভাবিতেছে যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, যখন গাইকোয়াড় নিষ্কৃতি হইলেন বলিয়া লর্ড নর্থব্রুকের অনুগত আত্মীয় স্বজন আনন্দিত হইতেছেন এবং দেশীয় লোক সকলে লর্ড নর্থব্রুকের জয় জয়কার করিতেছে, এই সময় সহসা গাইকোয়াড় রাজ্যচ্যুত হইলেন, সুতরাং এই নিদারুণ আজ্ঞা পূর্ব্বে লোকের মনে যত কষ্ট প্রদান করুক, এখন তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণ কষ্ট প্রদান করিয়াছে। মলহররাও গেলেন তাহাতে আমাদের আর বিশেষ ক্ষতি কি। খণ্ডারায়ের মৃত্যুর সময়ত আমরা বিন্দুমাত্র চক্ষের জল নিঃক্ষেপ করি নাই। মলহর রাওয়ের যদি মৃত্যু হইত তাহা হইলেও বোধ হয় আমরা মুহূর্ত্তের নিমিত্ত দুঃখিত হইতাম না। তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন, তাহার স্থানে একজন গাইকোয়াড় নিযুক্ত হইতেছেন, সুতরাং তাঁহার রাজ্যচ্যুত হওয়াতে বা আমাদের বিশেষ ক্ষতি কি হইল? কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের এই কার্য্যে হতাশ আসিয়া আমাদিগকে অবসন্ন করিয়াছে, আমাদের আর বল ভরসা কিছুমাত্র নাই। যখন নির্দ্দোষীতাতে মলহর রাওকে রক্ষা করিতে পারিল না, যখন দেশীয় লোক একত্রিত হইয়া গবর্নর জেনারেলের নিকট রোদন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, যখন টাইমস ও ইংলণ্ডের যাবদীয় সম্বাদপত্রে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, যখন ষ্টেট সেক্রেটরি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না তখন আমাদের রক্ষা কোথায়? যখন লর্ড নর্থব্রুক

ন্যায় প্রজারঞ্জক গবর্ণর জেনারেল দ্বারা এই রূপ নিদারুণ আজ্ঞা নিঃসৃত হইল তখন আমাদের আর ভরসা কি! (অমৃত বাজার পত্রিকা।)

পাঠকগণ! তারের খবরে দেখিতে পাইবেন, মলহার রাওর সিংহাসনচ্যুতিতে সমস্ত মহারাষ্ট্র ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে, শোকে অধীর হইয়াছে। দেশ শুদ্ধ লোক যখন এরূপ দুঃখিত হইয়াছে তখন যে মলহাররাও দেশশুদ্ধ লোকের অপ্রিয় ছিলেন, এবং মলহাররাওর সিংহাসন-চ্যুতিতে দেশশুদ্ধ মহারাষ্ট্রীয়ের মঙ্গল হইবে ইহা সহচর ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। দেশ শুদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় যে অজ্ঞান, নির্ব্বোধ, তাহা বোধ হয় সহচর বলিতে সাহস করেন না। বরদাবাসীরা আপনাদের সেই যথেচ্ছাচারী, প্রজাপীড়ক রাজাকেই চায়, তাহারা সেই ঘরের পাগলকে ভাল বাসে, মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদের সেই মহারাষ্ট্রীয় রাজাকে সিংহাসনে দেখিতে বাঞ্ছা করে। গবর্ণমেণ্ট যাহাদের হিতের জন্যে মলহাররাওকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন তাহারাই আবার সিংহাসনচ্যুত রাজার শোকে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। শোক যদি এক জনের কিম্বা এক সম্প্রদায়ের হইত তাঁহা হইলেও আমরা বলিতে পারিতাম এরূপ হইয়া থাকে, আত্মপক্ষ পরপক্ষ সকলেরই আছে। শয়তানেরও প্রিয় অনুচর ছিল, আউরেঙ্গজেবকেও মুসলমানেরা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। কিন্তু মলহাররাওর পক্ষে সেরূপ নহে। মলহাররাওর জন্যে দেশশুদ্ধ লোকে কাঁদিতেছে। দেশশুদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় এখনও তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছে। এখনও তাঁহার মঙ্গলের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। দেশশুদ্ধ লোকে এখন মলহাররাওর মিত্র হইয়াছে।—তথাপি মলহাররাওর সিংহাসন চ্যুতিতে বরদার মঙ্গল!! এরূপ যুক্তি আমরা কি করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিব? কি করিয়া প্রত্যক্ষের অপলাপ করিব? আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি ভারতবর্ষের অন্যান্য অধিবাসীগণের যেরূপ রাজভক্তি, মহারাষ্ট্রীদিগের—পুনাবাসীদিগের—বরদাবাসীদিগেরও রাজভক্তি তাহার অপেক্ষা কোন অংশেই

কম নহে। ভারতবাসীরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে---মহারাণীকে অন্তরের সহিত ভাল বাসে, মহারাষ্ট্রীয়েরাও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অন্তরের সহিত ভাল বাসে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলেই তাহাদের মঙ্গল। ইহা তাহারা বেশ জানে, তবে কেন লর্ড নর্থব্রূকের কার্য্যে তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে? কেন মনে করিতেছে যে লর্ড নর্থব্রূক তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন?—প্রকৃতির বিপরীত আচরণ কে করিতে পারে? বাস্তবিক তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহারা কি করিয়া চক্ষু মুদিত থাকিবে? অত্যাচারের প্রতিবাদ না করিয়া কি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে?—সেরূপ করিতে ত কেহই সমর্থ নহে? তবে তাহাদের দোষ কি? যে তাহাদিগকে দোষ দেয় সে নিজে নির্ব্বোধ কিম্বা তাহার বিপরীত প্রকৃতি। সে হয় ত ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ করিতে জানে না। তাহার কথা কে শুনিবে?—মহারাষ্ট্রীয়গণ যাহা আপনাদের কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাণপণে তাহাই করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মলহাররাওর মঙ্গল তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করেন, বরদারাজের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে সেই অত্যাচারের তাঁহারা প্রতিকার করিতে চান, তাঁহারা প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতেছেন।—তাহারা কর্ত্তব্য-প্রিয়, তাঁহাদের সাহস আছে, তাঁহারা আপনাদের কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাঁহারা যাহা করিতেছেন, ভারতবাসী মাত্রেরই তাহা করা উচিত। মলহাররাও বরদার রাজা হইলেও তিনি একজন ভারত সন্তান, তাঁহার প্রতি অত্যাচার হওয়াতে সমগ্র ভারতের প্রতি অত্যাচার হইয়াছে। তবে সমগ্র ভারতসন্তান মলহাররাওর মঙ্গল কামনা না করিবে কেন? মলহাররাওর মঙ্গলের জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা না করিবে কেন? আমরা বঙ্গবাসীভ্রাতাদিগকে বলিতেছি, যদি বাঙ্গালীরা আর্য্য বংশীয় হয়, যদি সেই আর্য্যনাম ধারণ করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে মলহাররাওর---বরদারাজের—মহারাষ্ট্রীয় প্রধানের বিপদের সময়ে তোমাদের নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতে উচিত নহে। পুনার ভ্রাতৃগণ যাহা করিতেছেন তোমাদেরও সেইরূপ করা উচিত। পুনাবাসীরা বলিতেছেন মলহাররাওর মঙ্গলের জন্য অর্থ সাহায্য প্রয়োজন, ইংলণ্ডে মলহাররাওর পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে।

তাহাতে ~~বিপুল~~ অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ সাধারণে না প্রদান করিলে আর কোথায় পাওয়া যাইবে? পুনাবাসীরা ভিক্ষা দ্বারা সেই অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, বাঙ্গালীরা কি তাহাতে কিছুই প্রদান করিবে না? নিপীড়িত, অবমানিত, মৃতপ্রায় মলহাররাওর মঙ্গলের জন্যে—একজন পদদলিত ভারত বংশাবতংসের জন্যে দুই চারি পয়সা প্রদান করিলে কি অর্থের অপব্যয় হইবে? সম্প্রদায়বিশেষের সাহায্যের জন্যে ত তোমরা অনেক সময়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হও, তবে এই সমগ্র ভারতের হিতকর বিষয়ে কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে তোমরা কুণ্ঠিত হইবে কেন?—ইহাতে মহারাণীর প্রতি কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধির প্রতি কিছুমাত্র ভক্তির ত্রুটী হইবে না। আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে যত ভাল বাসি ইহার অপেক্ষা অধিক ভাল কেহই বাসিতে পারে না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ভাল বাসি বলিয়াই আমরা তাঁহাদের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে চাহি। যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের এত স্নেহের, আদরের এবং ভক্তির পাত্র না হইতেন, যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুখে আমাদের সুখ, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দুঃখে আমাদের দুঃখ না হইত তবে কেন আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের উপর এরূপ কথা কহিতে যাইব? কেনই বা তাঁহাদের কোন অন্যায় কার্য্য দেখিলে আমরা সপ্তম স্বরে তাহার প্রতিবাদ করিব? কই আমরা ত রুস, চীন, মগ গবর্ণমেণ্টের কোন অত্যাচার দেখিয়া এরূপ করি না, কেন করি না?---তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের সুখ দুঃখে আমাদের সুখ দুঃখের সম্ভাবনা নহে।—মলহররাওর দুঃখে যদি আমরা দুঃখ প্রকাশ করি তাহা হইলে ইংরাজরাজের প্রতি আমাদের ভক্তির কিছুমাত্র বিপর্য্যয় হইবে না, নিপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলে কেহই আমাদিগকে দোষ প্রদান করিতে পারিবে না। বঙ্গবাসীদিগকে আমরা মলহাররাওর প্রতি সেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।—অনুরোধ করিবার প্রয়োজন নাই। দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, প্রকৃতিই বঙ্গবাসীদিগকে সেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন।—আমরা সেই সহানুভূতি কার্য্যে প্রকাশ করিতে

চাহি। পুনার ভ্রাতৃগণ যেমন অর্থ সাহায্য দ্বারা সেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, আমরাও সেই রূপ অর্থ সাহায্য দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে চাহি। আমাদের পাঠকগণ ইহাতে কি বলেন আমরা বলিতে পারি না। সহযোগীরা ইহাতে কি বলেন আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারা যাহা বলেন আমরা তাহা শুনিতে চাই। যদি মলহাররাওর প্রতি আমাদের সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত বলিয়া স্থির হইয়া থাকে তবে আমরা তাহা কার্য্যে প্রকাশ করিতে চাহি।

* * * স্থির ভাবে ধীরচিত্তে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন কর; যদি কার্য্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকে তবে তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে, পুনার ভ্রাতৃগণের সহিত যোগ দেও। সকলে মিলিয়া মহারাণীর নিকটে, মহাসভার নিকটে, দের ইংরাজদিগের নিকটে আপনাদের দুঃখ জানাও যদি কোন প্রতিকারের পথ থাকে অবশ্যই প্রতিকার হইবে। ভারতবাসী মাত্রেই তোমাদের সহিত যোগ দিবে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যদি যোগ না দেয় যদি তোমাদের দুঃখের সময় তাহারা সহানুভূতি প্রকাশ না করে তবে তাহারা কখনই প্রকৃত ভারত সন্তান নহে।—কিন্তু সে আশঙ্কা—সে সন্দেহ আমরা করিব না, করিলে পাপ হইবে। (প্রভাত সমীর)

মলহার রাওয়ের রাজপদ হরণ।

মহ্লাররাও সিংহাসনচ্যুত ও চুনারের দুর্গে বন্দী হইয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ তারস্বরে তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। তিনি যদি লোকান্তর প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও প্রজামণ্ডলী ব্যতীত কেহই তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিত না। কিন্তু আজি যে হিমাচল অবধি কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারত ভূমির তাবৎলোক তাঁহার বিপদে বিষণ্ণচিত্ত হইয়াছে তাহার কারণ কি? তিনি নিতান্ত অন্যায়রূপে, বাহুবল গর্ব্বিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অবিচারে, স্বকীয় ন্যায্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ইহাই সেই

বিষাদের কারণ! লর্ড নর্থব্রুক যতই হেতুবাদ দেখান না কেন, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁহার এই কার্য্যটীকে যার পর নাই গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রভুশক্তি বজায় রাখিবার নিমিত্ত আপনার স্বাভাবিক ধীরতা ও বিচক্ষণতা পরিত্যাগ করিয়া এই নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছেন। মহ্লাররাওকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলে পাছে অন্যান্য করদ রাজারা প্রশ্রয় পাইয়া ইংরাজ রেসিডেণ্টের প্রতি কোন কালে কোন রূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় এই আশঙ্কায়, এই কল্পিত অনিষ্ট নিবারণ মানসে, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে। ছয় জন কমিশনরের মধ্যে তিন জন তাঁহাকে দোষী, তিনজন নির্দ্দোষী, বলিয়াছেন; এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য? ইংরাজ রাজ্যে গুরুতর অপরাধে অপরাধী নরহন্তাগণও প্রমাণের সংশয়স্থলে অব্যাহতি লাভ করে, কিন্তু মহ্লাররাও সে সংশয়ের ফলভোগী হইতে পারিলেন না। সামান্য প্রজার যে সৌভাগ্য আছে, রাজমুকুটধারী একজন মিত্র রাজার সে সৌভাগ্য হইল না। অথবা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কৌশলে এই তর্কটী উত্থাপন করিতে দেন নাই। কমিশনের রিপোর্ট মহ্লাররাওয়ের সিংহাসনচ্যুতির কারণ বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি রাজপদের অযোগ্য, সামান্যতঃ ইহার উল্লেখ করিয়াই তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, কমিশন নিয়োগ কালে কি বলা হইয়াছিল? তখন কি ইহাই বলা হয় নাই যে মহ্লাররাওয়ের অন্যবিধ কোন দোষের প্রমাণ লওয়া হইবে না? আর যখন মহ্লাররাওকে রাজ্যশাসনের সুশৃঙ্খলা স্থাপন না কুড়িমাস সময় দেওয়া হইয়াছিল তখন সেই সময় অবসান প্রতীক্ষা করা না হইল কেন? যদি মহ্লাররাও রাজপদের একান্তই অযোগ্য হইতেন, তবে এখন তাঁহাকে সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিয়া, সেই পূর্ব্ব প্রদত্ত মিয়াদ অবসানে তাঁহাকে অন্তরিত করিলেই হইতে পারিত। কিন্তু তাহা করিলে কর্ণেল ফেয়ারের অপমান ও দেশীয় কমিসনারগণের সর্ম্মান রক্ষা হইত। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কাজ করিতে সম্মত নন। (সাপ্তাহিক সমাচার)

গুহকুমার।

* * *—সকল বিষয়ে যেরূপ, বরদা রাজ্য বিষয়েও লর্ড নর্থব্রুক
সেইরূপ করিলেন! বরদা অরাজক রাজ্য, বরদায় শাসন শৃঙ্খলা নাই
বরদায় ধনমান সম্ভোগের স্থায়ীত্ব নাই; ধনীর ধন থাকে না; মানীর মা
নাই, গুণীর গুণ বিচার হয় না; সতীর স্বভাব কলুষিত হয়; সেখানে
আচার বিচার নাই; এইরূপ নানা জনে, কতক সত্য কতক মিথ্যা নানা কথ
কহিত। এই সকল কথা ক্রমে গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইল; একবা
কমিশন্ বসিল, দুইবার কমিশন্ বসিল, শেষ কমিশন্ বলিলেন, যে, রা
এই রূপ অরাজকতা আছে বটে, কিন্তু রাজাকে দেড় বৎসর সময় দান ক
কর্ত্তব্য; সেই সময় মধ্যে শাসনের সুশৃঙ্খলা করিতে পারেন ভালই, না পারে
উচিত আদেশ পরে প্রদত্ত হইবে। রেসিডেণ্ট ফেয়ার সাহেব প্রহরী স্বরূ
রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এক পক্ষ বলেন যে রাজ
কার্য্যে ক্রমাগত বাধা দিতে লাগিলেন; রাজা এতৎসম্বন্ধে একবার, দুইব
অভিযোগ করিলেন, কর্ণপাত নাই; শেষে যখন সেই সকল কথায় গব
মেণ্টের কর্ণপাত হইল, তখন রেসিডেণ্ট স্বয়ং রাজার নামে বিষ প্র
নের অভিযোগ উত্থাপন করিলেন, একেবারে আকুণ্ড কুণ্ড বাধিয়া উঠি
কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক সহসা কোন কার্য্য করিতে স্বীকৃত নহেন। সুতরাং
চউড়া কমিশন বসিল। কালব্যাপী বিচার আরাম্ভ হইল; কমিশনেরা
স্বীয় স্বীয় মত প্রদান করিলেন। লর্ড নর্থব্রুক তথাপি নিজ গাম্ভীর্য্যভঙ্গ ক
না। এমন সময়ে বিলাতের সম্বাদপত্র সকল লর্ড নর্থব্রুকের পক্ষ পরিব
গুমরাইয়া ছিল, একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে বলিলেন, লর্ড
ব্রুক যদি গুহকুমারকে সিংহাসনে পূনরধিষ্টীত না করেন, তবে তাঁহাকে
ত্যাগ করিতে হইবে। ক্রমে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যে,
নর্থব্রুকের কি হইল? দেশীয়গণেরও মনে ক্রমে আশার সঞ্চার হইল।
আজি আর সে আশা নাই, ইংলিশম্যানের পত্রপ্রেরক ক্রমেই ভগ্নভাগ্যস
বহন করিতেছেন। প্রথম সংবাদ;—লর্ড নর্থব্রুক গুহকুমারকে সিংহ

চ্যুত করিয়া কর্ণেল মিড্‌কে রাজ্যশাসন করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।
দ্বিতীয় সংবাদ;—পূর্ব্বে সেক্রেটরি অব ষ্টেট যে লর্ড নর্থব্রুকের মতের বৈপ-
রীত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এখন তিনি লর্ড নর্থব্রুকের মতে মত প্রদান
করিতেছেন। সুতরাং গুহকুমারের কি হইল? উত্তর—"এত আশা, ভাল-
বাসা, সকলই হে ফূরাইল !!!"

আক্ষেপ!

অদৃষ্ট বিরোধী হইলে মনুষ্যের কেন, পশু পক্ষীরও নিস্তার নাই। মহ্লার
ও তুমি যে এত করিলে, কিছুতেই তোমার নিস্তার হইল না। সিন্ধু পার
তেও শক্তি আসিয়া তোমার সাহায্য করিল, কিন্তু কিছুতেই রক্ষা পাইলে
। এত অর্থ ব্যয়, এত যত্ন, এত উদ্যম, সব বৃথা হইল, কিছুতেই কিছু
দেখিল না। ফণিনী মণিকুন্তলা হইলে তাহার আর রক্ষা নাই। মৃগী
রী-গর্ভা হইলে সে কখন ব্যাধের অনুসরণ এড়াইতে পারে না। মহ্লার
, অই শুন, সুদূর উত্তরে হিমালয় সানুতে কি শৃঙ্গরব হইতেছে! গুহ-
র, অই শুন, ভারতীয় ব্রিটানিয়া শিঙ্গা কি বলিতেছে! শিঙ্গা বলিতেছে
লার রাও, তুমি রাজ্য ভ্রষ্ট হইলে, তোমার শূন্য সিংহাসনে জনৈক ব্রিটন-
অধিরোহণ করিলেন।" গুহকুমার, যাহা তোমার, আজি তাহা অন্যের
। কেন হইল? তাহা তুমি বুঝিবে না। তাহা সুজাদৌলা সুত
জেদ আলি সা বুঝিয়াছেন। লণ্ডন নগরীর পথে পথে ভ্রমণ করিয়া
ব সুত সৈয়দ মনসর আলি তাহা জানিতেছেন। মহ্লাররাও তুমি কত
লোককে অন্নদান করিতে, আজি তুমি নিজে পরান্নপ্রত্যাশী, পরান্ন-
জী হইলে। আর লক্ষ্মী বাই আজি তুমি লক্ষ্মী হীনা পথের কাঙ্গালিনী
। তোমার ক্রোড়স্থিত ভূশনন্দন আজি ভূ-শয্যায় শয়ন করিল।
বরদা রাজকুমারীগণ! তোমরাও নিতান্ত ভাগ্যহীনা। কর্ণেল ফেয়ার

প্রতিদিন প্রাতে যে পীযুষ পান করিতেন, সেই পানীয় মধ্যে তোমরা কোন
রূপ বিষ গোপনে নিক্ষেপ কর নাই। তাহাতে গরল মিশাইতে কাহাকে
উপদেশ দাও নাই। তবে কেন, স্বামী পূজা বা গুরুজন সেবা করিয়া,
তোমরা যে সমস্ত, রত্নাদি সঞ্চয় করিয়াছিলে, তাহা হারাইতে চলিলে? অথবা
কালের গতি অতি বিচিত্রা! সগররাজের যজ্ঞাশ্ব ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র কর্ত্তৃক
অপহৃত হয়, কিন্তু সগর সুতগণ কপিল মুনির যার পর নাই লাঞ্ছনা করেন।

সার্জেণ্ট বালেণ্টাইন! তুমি যে এত করিলে, সব বিফল হইল। তুমি
রমণীসুলভ অশ্রুবারিতে আমিনা আয়ার অপাঙ্গ দুইটী কলুষিত করিয়াছিলে
গজানন্দ বিটল তোমার সমক্ষে বারম্বার টলটল করিয়াছিল। ডাক্তা
সিয়ার্ডের নয়নদ্বয় নিস্পন্দ হইয়া কত বার কপাল মধ্যে সংস্থিত হইয়াছিল
বিশেষ সৌন্দর্য্য বিহীনা বর্ষীয়সী আমিনার শুশ্রূষায় তিনি যে কেন আপনা
নিয়োজিত করেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই। তোমার সমক্ষে বটলা
পিড্‌রো অসত্যের আশ্রয় লইতে পারে নাই। তুমি এত করিলে, কিন্তু
বিফল হইল, কিছুতেই গুহকুমার রক্ষা পাইল না। কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম হইল
"আমার প্রধান ভরসা এই, যে জনৈক ব্রিটিশ বিচারপতি আমার বাক্য শু
তেছেন, আমার মক্কেলের ধন মানের ভার তাঁহারই পবিত্র করে সমর্পিত হ
য়াছে" তুমি অতীব সাহস সহকারে আশোদ্দীপ্ত চিত্তে এই সকল ক
বলিয়াছিলে। কিন্তু, উকীলপ্রবর! যথায় তুমি দাঁড়াইয়া এইরূপ উ
করিয়াছিলে, তাহা প্রাচীনা পরাধীনা আর্য্যা ভারত ভূমি। তাহা শ্বেতাঙ্গ
শৌর্য্য প্রকাশের, আমোদ আহ্লাদ করিবার ক্রীড়াস্থলী। তাহা শ্বেত
শিখর বেষ্টিতা সেই তোমার ব্রিটনভূমি নহে। তাহা স্বাধীনতাধাত্রী তোম
সেই প্রিয় রণীমুদি ক্ষেত্র নহে। তাহা ন্যায় এবং সত্য বিচারের স্থল,
তোমার ওয়েষ্টমিনষ্টারহল নহে। কাজেই তোমার সেই সকল বাক্যের কো
ফল ফলিল না। তাহা বিন্ধ্যগিরি গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং গ
গত বায়ু সঙ্গে মিলিত হইয়া, পর্ব্বত মধ্যে বৃথা ধ্বনি করিতে লাগিল। কি
ত্বরিতবক্তা! তাই বলিয়া তোমার এই ভারত আগমন যে, একেবারেই

হইয়াছে ~~এমত~~ নহে। ভারত যে কি, তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া জানিয়া গিয়াছ।
তথা তোমার শ্বেতাঙ্গ ভ্রাতৃ সকল যে খেলা খেলিতেছেন তাহাও তুমি জানিতে
পারিয়াছ কেবল রাজ পুরুষদের ইচ্ছা, না কোন শুভকর মূলতত্ত্ব-বিহিত নিয়ম
দ্বারা ভারত শাসিত হইতেছে, ভারতের বিচারালয় সমস্তের কার্য্য চলিতেছে,
তাহা তুমি অবগত হইতে পারিয়াছ। ইহাতে যে কোন ফল ফলিবে না
এমত নহে। আফ্রিকার সিন্ধু তীরস্থিত তাল বৃক্ষের বীজ কোষ হইতে বীজ
সকল বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া, সিন্ধু গর্ভস্থিত সুদূর দ্বীপ মধ্যে পতিত হইয়া
তথায় সুন্দর নূতন বৃক্ষোৎপন্ন করিয়া থাকে। তুমি হৃদয় আধারে করিয়া
যাহা কিছু লইয়া গিয়াছ, তাহা যে কোন কার্য্যের হইবে না, গুহকুমারের
হিতার্থে কোন কিছুই করিবে না, এমন আশঙ্কাকে আমরা মনোমধ্যে স্থান
দিতে পারি না।

পশ্চিম ভারতবাসী ভ্রাতৃগণ! গুহকুমার যাহাতে রাজ্য পাট পুনঃ প্রাপ্ত
হন তাহার জন্য তোমরা যত্ন করিতেছ এবং করিয়াছ। কিন্তু তোমাদের
যত্নে কি হইতে পারে? ভারতমাতার ক্ষীণবক্ষে ভীষণশিলাখণ্ড দিবার জন্য,
রাজপ্রতিনিধির সভামধ্যে উদ্যোগ হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমরা সিন্ধু, গোদা-
বরী, ব্রহ্মপুত্র তীরবাসী, উদয়াস্ত এবং হিমাচল দেহ আশ্রয়কারী, সকলে
মিলিয়া সমস্বরে কতবার হাহাকার করিয়াছি। কিন্তু কেহই আমাদের আর্ত্ত-
স্বর শুনেন নাই, কাহার তাহাতে কর্ণপাত হয় নাই। তাই বলি, ভ্রাতৃগণ!
আমাদের রোদনে যে মহ্লাররাওয়ের কোন কিছু ফল ফলিবে, এমন বোধ
হয় না। তোমরা কেন আর সিংহাসনচ্যুত সেই গুহকুমারকে অধিকতর
কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিতেছ! তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য
তাহার আর কিছুই নাই। মহ্লাররাও আজি বরদারাজ্যের পথের ভিখারী!

মহামতি লর্ড নর্থব্রুক! তুমি দুই জন দেশীয় রাজা, একজন রাজমন্ত্রী,
প্রধান বিচারালয়ের জনৈক প্রধান এবং অতি প্রবীণ বিচারপতি এবং দুইজন
ইংরাজ কমিশনরকে কোন্ কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলে? যদি স্বীয় বিশ্বাসা-
নুসারেই কার্য্য করিবে, মনন করিয়াছিলে, তবে বৃথা এত আড়ম্বর করিলে

কেন? ব্রিটানিয়া, বিনা বিচারে কাহার দণ্ড বিধান করেন না, ভারতের মনে, জগৎ-হৃদয়ে, এই প্রতীতি জন্মাইবার জন্য অনর্থক কেন এত প্রয়াস পাইলে? সুটার, তোমার শ্রবণদ্বারে যাহা কহিয়াছিল, বাইবল বাক্য বোধে তদনুসারে কার্য্য করিলেই হইত! তাহা হইলে বরদারাজ্য এত দিন অনেক পরিমাণে সুশাসিত হইত, সার্জেণ্ট বালেণ্টাইনের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তোমার প্রতিনিধি কর্ণেল ফেয়ারকে প্রশ্ন পরম্পরায় অভিভূত হইয়া কাউচ সাহেবের কথা শুনিতে হইত না, এবং ভারতীয় ধনাগার হইতে সাত লক্ষ টাকা বাহির হইয়া ব্যবহারাজীব এবং পুলিস কর্ম্মচারীদিগের উদর পূর্ত্তি করিত না। সুধীরবর! তোমাকে উপদেশ দিবার লোকের অভাব নাই। তুমি নিজে অতি শান্ত এবং সুপণ্ডিত। সর্ব্বপ্রকার বিধিবিশারদ হবহাউস সাহেব তোমার প্রধান মন্ত্রী। উন্মাদ বলিয়া অভিহিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কোন বিধানানুসারে দোষী সপ্রমাণ হইবার অগ্রেই, হতভাগ্য গুহকুমারের যথা সর্ব্বস্ব পুলিসের হস্তে নীত হইল এবং পরেই বা কেন তোমার শ্রীমুখ হইতে তদ্বিরুদ্ধে কোন আদেশও বাহির হইল না? যাহা হউক, প্রিয়বর! বারিং বংশাবতংস যে তুমি, তোমা হইতে ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ কার্য্যের প্রত্যাশা কখন করে নাই! প্রজারঞ্জন! আজি তুমি তোমার ভারত প্রজাপুঞ্জকে বিশেষরূপ প্রতারিত করিলে!

ভারতীয় পুলিস! তোমার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই। তোমার প্রভাব অসীম। অন্য কথা কি? তোমার বহিষ্করণ-আশ্চর্য্য-শক্তি প্রভাবে একজন রাজা আজি রাজ্যভ্রষ্ট হইল। ভারতীয় পুলিস! তুমি ধন্য!!!

১৯এ এপ্রেল ১৮৭৫।

আজও চন্দ্র সূর্য্য ভারতে প্রকাশে!
আজও নক্ষত্রাদি ফুটীছে আকাশে!
আজও রাত্রি দিন হতেছে ধরায়!
আজও সমীরণ জগৎ বাঁচায়!

আজও ধরণীর বক্ষে ধরাধর, আজও ধরাধরে গলিছে ধারা!
চপলা চমকে, জলদ ঝমকে, জমকে নাদিছে, চমকে ধরা!
আজও বজ্রেশের বজ্রপাত হয়, পাপীর পরাণে উপজয়ে ভয়
আজও অনন্ত সুনীল গগণে, উঠি ধুমকেতু ধায় সূর্য্য পানে,
দিনেশের দূত ধুমকেতুগণ, শোকের সংবাদ করে নিবেদন।

আজও অমানিশি, আজও পৌর্ণমাসী,
আঁধার, আলোক--কাঁদিছে, হাসিছে!
ডুবিলে মিহির ক্ষরিছে শিশির!
নিশির পীযুষে নিখিল ভাসিছে!

প্রকৃতির গ্রন্থি যেমন তেমনি, রয়েছে এখন। সতত নিস্বনি,
বহিছে মৃদুল সমীর ধীরে, ফুটীছে কুসুম তরুর শিরে,
মোহিছে বিহঙ্গ মধুর তানে, বাজে হৃদিতন্ত্রী সে মুলতানে!

ছিঁড়িবে সে তন্ত্রী; শুন আচম্বিত—
গাইছে বরদা বিষাদ সঙ্গীত!

" কেন বা এ সৃষ্টী হয় নাক নাশ ?
কেন বা সংসারে জীবের আবাস ?
ভাঙ্গিয়া পড়ুক সুমেরু শিখর, যাক রসাতলে এই চরাচর !
যাক মরু হয়েচাহিনা চাহিনা ; এ জড়জগতে জড়ের মহিমা
হোক রক্তময় অনন্ত পাথার,
ভাসি যাক শব কাতারে কাতার ;
নৈতিক বিচার, সচিব রাজার
শূন্য হৃদয়ের হৃৎপিণ্ড লয়ে,
নূতন জগত আবার গঠিয়ে,
নর অস্থি মাংসে সংসার আগার
নিরমিতে যদি পাররে আবার !
তা হলে সংসার সুখের হইবে, যাইবে হৃদয় বেদনা দূরে !
স্বেদ শিক্ত দেহে হংস পুচ্ছ লয়ে, দাসত্বের বোঝা মাথায়
বহিয়ে, বিষাদ অনলে মরোনা পুড়ে।"

একি ?
"গভীর স্তিমিত সুনীলসাগরে, নিথর নিটোল নীরব সুনীরে
—সহসা তুমুল ঝটীকা উঠিল, জলরাশি কাঁপি আকুল হইল
উঠিল তরঙ্গ ভীষণ ভীষণ, ভীম হুহুঙ্কার ছাড়িল পবন !
টলিল ব্রহ্মাণ্ড ! অধীরাধরণী, যায় যায় যায়, যায় বা এখনি !
যায় চন্দ্র সূর্য্য আলোক নিভিয়া, যায়রে জগত অতলে ডুবিয়া
গ্রহ গ্রন্থি ছিঁড়ি পড়েবা খসি !
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে পড়ে

কোথায় পলাবি, পলারে পলারে
গেলরে হলোরে নিবিড় আঁধার !
কোন দিক আঁখি দেখে নাক আর।
পড়েনা প্রশ্বাস নাসিকা নিরোধ,
জগতের আর নাহি অবরোধ !
নাই সুবিচার যথা ইচ্ছা যার, লহ লহ শব্দ রাজার প্রজার,
স্বার্থ নিরয়েতে ডুবিল সংসার, যাক ছারখার এ দশ দিশি।"

শ্রীমতি ভুবনমোহিনী দেবী।

(সাধারণী)

ডারউয়িন।

——ঃ০৪০ঃ——

মনুষ্য কর্ত্তৃক ভূগর্ভ যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে স্তরযুক্ত ও স্তর ীন, এই দুই প্রকার প্রস্তর রাশি দৃষ্টিগোচর হয়। এই দুইরূপ প্রস্তর শি দুই প্রকার নৈসর্গিক শক্তির কার্য্য। এই দুই শক্তি—জল ও অগ্নি। র্বতীয় বা অধিত্যকা-ভূমি-ধৌত-প্রস্তর-চূর্ণ কঙ্কর ও তৎপ্রদেশস্থ উদ্ভিদ ার্থ বা মৃতজীবদেহ নদ নদী প্রবাহে অহর্নিশি চালিত হইয়া হ্রদ কিম্বা গরগর্ভে সংস্থাপিত হইয়া থাকে। এবং ক্রমশঃ বহু যুগে এইরূপ সঞ্চিত য়া স্তররূপে পরিণত হয়। অপরন্তু, ভূমধ্যস্থ উত্তাপে দ্রব ধাতু সমস্ত যে ক্ত দ্বারা স্তরময়ী পৃথিবীর পঞ্জর ভেদ করিয়া স্তরসমূহকে বিশৃঙ্খলা করে, ই শক্তিকে আগ্নেয় শক্তি কহে। জগতে নিয়ত এই দুই শক্তি বর্ত্তমান কায়, উহাদিগের প্রভাবে পৃথিবীর নানাস্থান নানাপ্রকার রূপ ধা

করে,—কোথায় বা ভীম দেহ পর্ব্বতমালায় বিকীর্ণ উচ্চদেশ, কোথায় বা অতি সুন্দর বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ সমতল ভূমি, কোথায় বা বহুদূর ব্যাপিনি নিরবচ্ছিন্ন বালুকারাশি। কোন কোন স্থান বহুযুগ হইতে কোন মহাপ্রদে ভূক্ত ছিল, কিন্তু ভূমি–কম্প (আগ্নেয় শক্তির কার্য্য) দ্বারায় হঠাৎ নিকটবর্ত্তী সাগরের অংশরূপে পরিণত হইয়াছে; এবং সাগরতলে নিয়ত পদার্থরাশি সঞ্চিত হইয়া যথা সময়ে এক একটী উপদ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীর অবস্থা নির্দ্দিষ্টনিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং উহার আনুসঙ্গি পরিবর্ত্তিত স্থানের জলবায়ুর পরিবর্ত্তনানুসারে উদ্ভিজ প্রাণিদিগের আকৃতি পরমায়ুগত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। এইরূপে বহুকালীন পরিবর্ত্ত সমষ্টি এককালে দেখিলেই পরিবর্ত্তন বলিয়া উপলব্ধি হয়। এস্থলে এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। ফারণ (Firn) বৃক্ষের পত্র যাঁহার নয়ন পথে এক বার পতিত হইয়াছে, তাঁহার আকৃতি কখনই তাঁহার অন্তর হইতে অপনী হইবেক না। এইক্ষণে সচরাচর এই বৃক্ষ উর্দ্ধে দুই হস্তের অধিক দৃষ্টিগোচ হয় না; কিন্তু যদি এরূপ বলা যায় যে, কোন কালে এই বৃক্ষ বর্ত্তমান স য়ের নিম্ব বা অশ্বত্থ বৃক্ষ সদৃশ উচ্চ ছিল, তাহা হইলে হঠাৎ কে আমার কথায় প্রত্যয় করিতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু কালে উক্ত বৃ আকৃতি ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া এতাদৃশ ক্ষুদ্র হইয়াছে, যে ভবিষ্যতে আমাদি পৌত্র ও প্রপৌত্রদিগের সময়ে পৃথিবী হইতে উহা এককালে অন্তর্হিত হই তাহারই বা অসম্ভাবনা কি? কিন্তু এস্থলে এরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পা যে পূর্ব্বে এরূপ বৃক্ষ ছিল তাহারই বা নিদর্শন কি? যখন আমরা দেখিতে আমাদিগের দেশে মৃত জীবদেহ সচরাচর দুই এক দিবসের মধ্যেই পচি আরম্ভ হয় এবং উহাদিগের অস্থিসমূহের কাঠিন্যের তারতম্যানুসারে তা সমূহ এক হইতে শত বৎসরের মধ্যে মৃত্তিকায় পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তাহা রই বা নিদর্শন কোথায়? এক্ষণে উত্তর স্থলে বলা যাইতেছে যে, আমা দিগের দেশের সূর্য্যের উত্তাপ এরূপ প্রখর যে, মৃতদেহ গ্রীষ্মকালে এ দিবসের মধ্যেই পচিতে আরম্ভ হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ দেহ হইতে

মাংস স্খলিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যে সকল প্রদেশ নিয়ত তুষারাচ্ছন্ন এবং বৎসরের প্রায় সকল ঋতুতেই তুষার মণ্ডিত হইয়া থাকে, সেই সেই প্রদেশে মৃত জীবদেহ হইতে মাংস প্রায় এক শত বৎসরও বিচ্ছিন্ন হয় না। এবং অস্থি রাশি সহস্র বৎসরেও নষ্ট হয় না। ভূতত্ত্বের মৃত প্রাণী বা উদ্ভিজ্জ বিষয়ে যাহা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল ঐ সকল দেশের অবিকৃত বা অল্প বিকৃত কঙ্কালরাশি দৃষ্টে স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইউরোপীয় উদ্ভিজ ও প্রাণীবেত্তারা আপন আপন শাস্ত্রে এরূপ পারদর্শী যে উক্ত পণ্ডিতগণ শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন জীব দেহের অংশ মাত্র প্রাপ্ত হইলে তাহার অনুপাতানুসারে সেই অংশ যে দেহের, সেই দেহের দৈর্ঘ এবং সেই দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ ও স্থূলতা স্থির করিতে অপারগ হয়েন না। (ক্রমশঃ।)

শিক্ষা।

(ভাষা।)

—:০৪০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

এখানে ইংরাজি শিক্ষা ভাল হয় না। যদি আমরা সংস্কৃত বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য ইংলণ্ডে শিক্ষা করিতে যাই, তাহা হইলে ইংরাজি শিক্ষা ভাল হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিস্তর খরচ। আর কয়েকটী বন্ধু ইংলণ্ডে শিক্ষার্থে যাইয়া ঘোর ইংরাজ হওয়াতে এ প্রস্তাবে অনেকের ভক্তিও না হইতে পারে। কিন্তু এইটী সকলের বুঝা কর্ত্তব্য, যে ইংলণ্ডে পাঁচ বৎসরে যাহা শিক্ষা হইবে, এখানে পঁচিশ বৎসরে তাহা হয় কি না সন্দেহ। যাহা হউক, এ প্রণালীতে শিক্ষা করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিতে পারে, সুতরাং

এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে অল্প ব্যয়ে বহু সংখ্যক লোক উত্তমরূপ ইংরাজি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা কার্য্য একরূপ চলে। কিন্তু যাঁহারা এল এ, বি এ, এম এ, উত্তীর্ণ হইতে চাহেন, যাঁহারা ইংরাজিতে সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে। তাঁহাদের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বোরডিং করা আবশ্যক। তথায় ইংরাজ শিক্ষকেরা প্রাতে ও বৈকালে গমনাগমন করিবেন। এবং বালকের সহিত কথোপকথন করিবেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরাই কথা কহেন বালকেরা শুনিয়া থাকে। এখানে তাহার বিপরীত আবশ্যক। এখানে বালকেরা কথা কহিবে, শিক্ষকেরা শুনিবেন। শিক্ষকেরা কোন একখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজি পুস্তক অনুবাদ করণার্থ বালকগণকে দিবেন, বালকেরা সেই অনুবাদ হস্তে করিয়া, ইংরাজিতে তাহার অর্থ শিক্ষকগণকে বুঝাইয়া দিবে। সেই অর্থ প্রকৃত অর্থ কি না, শিক্ষক মহাশয় মূল গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবেন, যেখানে ভুল দৃষ্ট হইবে, তাহা সংশোধন করিবেন। এরূপ করিলে ইংরাজি বাঙ্গালা উভয় ভাষা শিক্ষা হইবে। সুতরাং ইংরাজি না বুঝিয়া কেবল মাত্র মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা উত্তীর্ণ ঘটিবে না।

উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের পক্ষে, বিদ্যালয়ে অধিক সময় নষ্ট করা কখনই উচিত নহে। বহুবিধ পাঠাভ্যাসের ভার তাহাদের উপর থাকা কর্ত্তব্য। সে সকল বিষয়ে বালকেরা কত দূর উন্নতি করিতেছে, শিক্ষক মহাশয়েরা মর্ম্মে মর্ম্মে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। পুস্তক বিশেষের কোন কোন অংশ দুরূহ তাহা বালকের পক্ষে অগ্রে জানাই কর্ত্তব্য। এবং পাঠকালীন মনোযোগের সহিত সেই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত। ইত্যাদি।

এ প্রণালী যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা বলিতেছি না, ইহাতেও দোষ আছে। তবে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য, যে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াই, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর কতকগুলিন

বিষয় এককালিন শিক্ষা দেওয়াতে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা উত্তমরূপ হইতেছে না। সত্য বটে, শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য কেবল ভাষা শিক্ষা নহে। কিন্তু কার্য্যে ভাষা শিক্ষাটী অতীব প্রয়োজনীয়। ভাষা শিক্ষা হইলে জ্ঞানোপার্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত হয়। জ্ঞান যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তাহা বলা বাহুল্য। ইংরাজি ভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করা বহু আয়াশ ও পরিশ্রমের কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজি শিখিতে যাইয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকাও অকর্ত্তব্য। আমাদের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা না জানা মুর্খ্যের কার্য্য, ইংরাজি না জানা অলসের কার্য্য। যাহা হউক, কিরূপ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিলে, ইংরাজি শিক্ষা ভাল হয়, তাহার আন্দোলন করা সকলের কর্ত্তব্য। শিক্ষা কার্য্যের আর একটী প্রতিবন্ধক পরীক্ষা প্রণালী। এখন তদ্বিষয়ে কিছু বলা কর্ত্তব্য।

৩। পরীক্ষা প্রণালী। বর্ত্তমান পরীক্ষা প্রণালী উৎসাহজনক নহে। পরীক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে, বালকগণকে শিক্ষার্থে উৎসাহ দান যে একটী প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা সকলই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এখনকার পরীক্ষার দ্বারা বালকেরা উৎসাহ শূন্য হইতেছে। শিক্ষার উপর তত বিশ্বাস থাকিতেছে না। শিক্ষা করা উদ্দেশ্য না হইয়া, কোন ক্রমে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াই উদ্দেশ্য হইয়া উঠিতেছে।

এক্ষণে যেরূপে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে বালকের প্রকৃত বিদ্যা জানা যায় না। কেবল বালক কত দূর মুখস্থ করিতে পারে তাহাই জানা যায়। প্রকৃত বিদ্যা বহুকাল স্থায়িনী, মুখস্থ বিদ্যা ক্ষণস্থায়িনী। কিন্তু পরীক্ষা সম্বন্ধে উভয়ের ফল সমান। যাহারা পরীক্ষা স্বরূপ প্রকৃত বিদ্যা লাভ করে, তাহারা উত্তীর্ণ হয়, আবার যাহারা পরীক্ষা স্বরূপ মুখস্থ করে, তাহারা উত্তীর্ণ হয়। অনেক ভাল ভাল বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া হতাশ হইয়া পড়ে; অনেক মন্দ বালক সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এরূপ হইবার কারণ কি তাহা পরীক্ষকেরা অনেক সময় নিজে জানেন না, অপরের ত কথাই নাই! যাহা হউক, এই সকল কারণে পরীক্ষার্থে বালক নির্ব্বাচন সময়ে

এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে অল্প ব্যয়ে বহু সংখ্যক লোক উত্তমরূপ ইংরাজি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা কার্য্য একরূপ চলে। কিন্তু যাঁহারা এল এ, বি এ, এম এ, উত্তীর্ণ হইতে চাহেন, যাঁহারা ইংরাজিতে সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে। তাঁহাদের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বোরডিং করা আবশ্যক। তথায় ইংরাজ শিক্ষকেরা প্রাতে ও বৈকালে গমনাগমন করিবেন। এবং বালকের সহিত কথোপকথন করিবেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরাই কথা কহেন, বালকেরা শুনিয়া থাকে। এখানে তাহার বিপরীত আবশ্যক। এখানে বালকেরা কথা কহিবে, শিক্ষকেরা শুনিবেন। শিক্ষকেরা কোন একখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজি পুস্তক অনুবাদ করণার্থ বালকগণকে দিবেন, বালকেরা সেই অনুবাদ হস্তে করিয়া, ইংরাজিতে তাহার অর্থ শিক্ষকগণকে বুঝাইয়া দিবে। সেই অর্থ প্রকৃত অর্থ কি না, শিক্ষক মহাশয় মূল গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবেন, যেখানে ভুল দৃষ্ট হইবে, তাহা সংশোধন করিবেন। এরূপ করিলে ইংরাজি বাঙ্গালা উভয় ভাষা শিক্ষা হইবে। সুতরাং ইংরাজি না বুঝিয়া কেবল মাত্র মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা উত্তীর্ণ ঘটিবে না।

উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের পক্ষে, বিদ্যালয়ে অধিক সময় নষ্ট করা কখনই উচিত নহে। বহুবিধ পাঠাভ্যাসের ভার তাহাদের উপর থাকা কর্ত্তব্য। সে সকল বিষয়ে বালকেরা কত দূর উন্নতি করিতেছে, শিক্ষক মহাশয়েরা মর্ম্মে মর্ম্মে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। পুস্তক বিশেষের কোন কোন অংশ দুরূহ তাহা বালকের পক্ষে অগ্রে জানাই কর্ত্তব্য। এবং পাঠকালীন মনোযোগের সহিত সেই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত। ইত্যাদি।

এ প্রণালী যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা বলিতেছি না, ইহাতেও দোষ আছে। তবে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য, যে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াই, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর কতকগুলিন

বিষয় এককালিন শিক্ষা দেওয়াতে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা উত্তমরূপ হইতেছে না। সত্য বটে, শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য কেবল ভাষা শিক্ষা নহে। কিন্তু কার্য্যে ভাষা শিক্ষাটী অতীব প্রয়োজনীয়। ভাষা শিক্ষা হইলে জ্ঞানোপার্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত হয়। জ্ঞান যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তাহা বলা বাহুল্য। ইংরাজি ভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করা বহু আয়াশ ও পরিশ্রমের কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজি শিখিতে যাইয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকাও অকর্ত্তব্য। আমাদের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা না জানা মূর্খ্যের কার্য্য, ইংরাজি না জানা অলসের কার্য্য। যাহা হউক, কিরূপ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিলে, ইংরাজি শিক্ষা ভাল হয়, তাহার আন্দোলন করা সকলের কর্ত্তব্য। শিক্ষা কার্য্যের আর একটী প্রতিবন্ধক পরীক্ষা প্রণালী। এখন তদ্বিষয়ে কিছু বলা কর্ত্তব্য।

৩। পরীক্ষা প্রণালী। বর্ত্তমান পরীক্ষা প্রণালী উৎসাহজনক নহে। পরীক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে, বালকগণকে শিক্ষার্থে উৎসাহ দান যে একটী প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এখনকার পরীক্ষার দ্বারা বালকেরা উৎসাহ শূন্য হইতেছে। শিক্ষার উপর তত বিশ্বাস থাকিতেছে না। শিক্ষা করা উদ্দেশ্য না হইয়া, কোন ক্রমে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াই উদ্দেশ্য হইয়া উঠিতেছে।

এক্ষণে যেরূপে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে বালকের প্রকৃত বিদ্যা জানা যায় না। কেবল বালক কত দূর মুখস্থ করিতে পারে তাহাই জানা যায়। প্রকৃত বিদ্যা বহুকাল স্থায়িনী, মুখস্থ বিদ্যা ক্ষণস্থায়িনী। কিন্তু পরীক্ষা সম্বন্ধে উভয়ের ফল সমান। যাহারা পরীক্ষা স্বরূপ প্রকৃত বিদ্যা লাভ করে, তাহারা উত্তীর্ণ হয়, আবার যাহারা পরীক্ষা স্বরূপ মুখস্থ করে, তাহারা উত্তীর্ণ হয়। অনেক ভাল ভাল বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া হতাশ হইয়া পড়ে; অনেক মন্দ বালক সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এরূপ হইবার কারণ কি তাহা পরীক্ষকেরা অনেক সময় নিজে জানেন না, অপরের ত কথাই নাই! যাহা হউক, এই সকল কারণে পরীক্ষার্থে বালক নির্ব্বাচন সময়ে

শিক্ষকেরা বিপদগ্রস্থ হইয়া থাকেন। তাঁহারা যে সংখ্যক বালক পরীক্ষার্থে প্রেরণ করেন, তাহার তৃতীয়াংশের অধিক প্রায় উত্তীর্ণ হয় না। এরূপ হইবার কারণ কি? শিক্ষকগণ কি এমনি অসার, নির্ব্বোধ যে যে সকল বালকের উত্তীর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে প্রেরণ করেন? না বালকগণের ঘরে টাকা ধরে না, তাই তাহারা দশ কুড়ী ত্রিশ টাকা গবর্ণমেণ্টে দান করে? না পরিক্ষকগণের সময় নষ্ট করিবার আর উপায় নাই, তজ্জন্য তাঁহারা বালকগণের কাগ[illegible] দেখিতে প্রায় উন্মত্ত হইয়া পড়েন? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে [illegible] মাতার ক্লেশ, বালকের ক্লেশ, শিক্ষকের ক্লেশ, পরিক্ষকের ক্লেশ। এ ক্লেশের মূল কোথায়? এ ক্লেশ দেয় কে? কি আশ্চর্য্য! বৎসর বৎসর এ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, তবু স্বদেশ হিতৈষী মহাশয়েরা এ বিষয়ের আন্দোলন করেন না। কি দোষে বহু সংখ্যক লোক বৎসর বৎসর এ ক্লেশ সহ্য করিবে? যদি বালক স্ব-ইচ্ছায় জেদ করিয়া পরীক্ষা দিতে যায়, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে বালকের দোষ বলিতে হইবে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বড় অধিক নহে। অকৃতকার্য্য অধিকাংশ বালককে শিক্ষকেরা মনোনীত করিয়া পরীক্ষার্থে প্রেরণ করেন তাহারাও আহ্লাদে পরীক্ষা দিতে যায়, পরে উত্তীর্ণ না হইয়া চির বিষাদে পতিত হয়। কৃতকার্য্য না হওয়ায় যে ক্লেশ, তাহার মূল কে? কেন বালক সে ক্লেশ সহ্য করিবে? তাহার সম্বৎসরের বিদ্যা কি চারি পাঁচ দিনে মাটি হইল? সে কি সম্বৎসর পণ্ডিত থাকিয়া চারি পাঁচ দিনের জন্য মূ[illegible] হইল? যে সকল শিক্ষক আবার পরিক্ষক, তাঁহাদের মত আশ্চর্য্য লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা যে সকল বালককে ভাল বিবেচনা করিয়া পরীক্ষার্থে প্রেরণ করেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যে কি বলিয়া উত্তীর্ণ করেন না, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহারা বালকগণের চারি পাঁচ দিনে বিদ্যা পরীক্ষা করেন, না তাহাদের কতদূর প্রকৃত বিদ্যা জন্মিয়াছে, তাহা পরিক্ষা করেন? সত্য বটে, যে বালক সম্বৎসর ভাল থাকে, সে চারি পাঁচ দিনও ভাল হয়। আবার ইহাও সত্য, মনুষ্যের শরীর মন সকল সময়

সমান থাকে না। তুমি বাপু কে? যে, এক জন বালককে বরাবর ভাল জানিয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার কিছু ত্রুটিতে তাহার জীবনের আশা নষ্ট কর? কিম্বা তাহাকে অনর্থক দুই বৎসরের জন্য ক্লেশ দাও; যখন তাহার ন্যায় কিম্বা তাহা হইতে নিকৃষ্ট শত শত বালক উত্তীর্ণ হইতেছে। এ অবিচারের কি আপীল নাই? বালকগণের এ দুঃখ কি কেহ বুঝেন না? এ অর্থ নষ্ট, শরীর [illegible] নষ্ট কেন? যখন পরীক্ষার শ্রী এই, অনেক বালকে তখন কোন ম[illegible] উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই বাহাদুরি আছে, এরূপ ভাবিবে তাহার আর [illegible]ব্য কি?

আমরা যে বালকের দুঃখ বুঝি না এমত নহে। না বুঝিলে এত কথা বলি বা কেন? তবে আমরা জানি এ ক্লেশের মূল, ব্যক্তি বিশেষ নহে। তাহা হইলে, তাহাকে দূর করিতে পারিলেই বালকেরা পরিত্রাণ পাইত। এ দুঃখের মূল বর্ত্তমান পরীক্ষা প্রণালী। এ প্রণালী অনুসারে অতি ন্যায়বান্ সদ্‌লোকও পীরক্ষা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, এ দুঃখ মোচন করিতে পারেন না।

পাঠক! কি মনে করেন, পরীক্ষা কার্য্য সহজ? তাহা নহে। এরূপ জঘন্য কার্য্য প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। এক জন পরিক্ষককে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। পঞ্চাশখানি কাগজ পাঁচ দিনে তন্ন তন্ন করিয়া পীরক্ষা করা অপেক্ষা পাঁচখানি সমগ্র পুস্তক পাঠ সহজ। পরীক্ষা করার মত ভয়ানক নিরস ক্লেশদায়ক কার্য্য অতি অল্পই আছে। ইহাতে পরিক্ষকের উপকার নাই, বালকেরও উপকার নাই। পরিক্ষক পরের ভুল ধরিয়া বাহাদুরি প্রকাশ করিতে পারেন না; বালকগণ সে সকল ভুল সংশোধন করিতেও উপায় পান না। পরিক্ষকগণ যে সকল ভুল, সকল সময় দেখিতে পান এমত নহে। তাঁহারা কোন মতে সকল কাগজ সমান চক্ষে দেখিতে পারেন না। এ জন্য পরীক্ষা ফলে এরূপ ভয়ানক তারতম্য দৃষ্ট হয়। পরিক্ষকগণের ক্লেশ অপরিহার্য্য; সে ক্লেশ ঐ কার্য্যের সঙ্গের সাতী, সুতরাং কেবল ভাল ভাল বালক পরীক্ষার্থে প্রেরণ করিলে, পরীক্ষা ফল যে উৎকৃষ্ট হইবে, তাহার

সম্ভাবনা নাই। এক্ষণকার পরীক্ষার নিয়ম এরূপ, যে বাছের বাছ বালকগণকে পাঠাইলেও, যে সকলেই উত্তীর্ণ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। এক জন পরিক্ষক আমাকে বলিয়াছেন, যে তিনি ১০।১২ দিন পরীক্ষা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, প্রায় উন্মাদগ্রস্থ হন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন। পাঠক! মনে কর পরিক্ষকের এরূপ অবস্থায়, যাহাদের কাগজ পরীক্ষা করেন, তাহাদের কি দশাই না ঘটে? তখন পণ্ডিত মুর্খ হয়, মুর্খও পণ্ডিত হয়।

কথাটী এই যে, আমরা শিক্ষা দিতে পারি, শি[illegible] পারি, লোককে জানাইয়া তাহাদের ভুল ধরিয়া বাহাদুরী [illegible]তে পারি কিন্তু ভুল কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে, এক প্রশ্নের শত সহস্ররূপ ভূল[illegible]বিষ্ট মনে বাহির করিতে এবং তাহাদের মধ্যে কোনটী ভাল ভূল, কোনটী মন্দ ভূল বিচার করিতে পারি না। এটী অসাম্ভাবিক কার্য্য। ইহাতে আমার উন্নতি নাই, ভুল ধরিতেছি বলিয়া উৎসাহ নাই; যাহার ভুল দৃষ্ট করি, সে ভুলের জন্য তাহার দুঃখও নাই, সে ভুল সংশোধনের চেষ্টাও নাই। টাকার জন্য লোকে কি না করে? যদি পরিক্ষকগণ টাকা না পাইতেন, তাহা হইলে এ কার্য্যে যম ও অগ্রসর হইত না। সুতরাং পরিক্ষা ফলে যে অপরিহার্য্য অজ্ঞান বশতঃ পক্ষপাতিত্য দৃষ্ট হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এই পক্ষপাতিত্য বশতঃ দিন দিন লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া অদৃষ্টের কার্য্য। ইহাতে বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রমের অধিক প্রয়োজন নাই। এরূপ বিশ্বাস যে অতি অমঙ্গলকর, তাহা বুদ্ধিমান ভাবুক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। ইহাতে দিন দিন বালকগণ অলস হইয়া উঠিবে। যে উৎসাহশূন্যতা নিবন্ধন আমরা জগতে হীন জাতি হইয়াছি; বিদ্বান জনেও সেই নিরুৎসাহ পাপ শীঘ্রই প্রবেশ করিবে।

ইংরাজি বিজাতীয় ভাষা। তাহাতে বাল্যকাল হইতে অনেকের ভাগ্যে উৎকৃষ্টরূপ শিক্ষা লাভ হয় না। এ দিকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভিন্ন সকল প্রশ্নের উত্তর ইংরাজিতে লিখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে ইংরাজেরা মাতৃ ভাষা

সম্বন্ধে যাহা করে, বাঙ্গালীরা বিজাতীয় ভাষা সম্বন্ধে তাহাই করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইংরাজ ছাত্রেরা দ্বিতীয় ভাষার উত্তর ভিন্ন, সকল প্রশ্নের উত্তর ইংরাজিতে লিখে, বাঙ্গালীরা দ্বিতীয় ভাষার উত্তর ভিন্ন সকল প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালায় না লিখিয়া, ইংরাজিতে লিখিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাতে আবার পরীক্ষা ফলের অনিশ্চয়তা। ইত্যাদি কারণে বালকেরা জ্ঞানসত্ত্বেও পরীক্ষাকে একটী বিপদের কার্য্য মনে করিয়া থাকে; অনেকের পক্ষে ইহা একটী ফাঁড়া।

যদি বল এ ফাঁড়া [illegible] কাটাইয়াছে। হাঁ অনেকে কাটাইয়াছে এখনও কাটাইতে[illegible] কিন্তু এমন সময় উপস্থিত হইতেছে যে এ ফাঁড়া কাটাইতে আর কেহ সস্ত্যয়ণ করিবে না। পূর্ব্বে লোকের মনে ও বালকের মনে এরূপ বিশ্বাস ছিল যে পরিক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তাহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, সুতরাং তাহারা বিদ্যার্জ্জনে মন দিত। বিদ্যা সম্বন্ধে এই টুক উৎসাহ দান কথঞ্চিৎ বলিতে হইবে। তবু তাহাতেই বাঙ্গালীরা বিদ্যোপার্জ্জনে চেষ্টিত হইতেছিল। কিন্তু এমন সময় উপস্থিত হইতেছে, যে সে টুক উৎসাহ ও বিদ্যার্থীরা প্রাপ্ত হইতেছে না। এখন সকলেই ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে, যে উপাধিতে আর সার নাই, উপাধি ফাঁপা, টাকা দেয় না, সুতরাং উপাধি যোগ্য মান রাখা উপাধিধারির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। দিন দিন এম এ, বি এ, মহাশয়েরা স্ব স্ব পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। এ অবস্থায় পরীক্ষা প্রণালী ওরূপ অনিশ্চিত ফলপ্রদ থাকিলে, বিদ্যোৎসাহের পরম হানির সম্ভাবনা। যেখানে লাভ, সেখানে অনিশ্চিতেও উৎসাহ জন্মে। যেখানে লাভ নাই, সেখানে নিশ্চিত হইলেও কেহ অগ্রসর হয় না। এখন পরীক্ষা কঠিন বা দুরূহ করিলে লাভ হবে এই যে, কেহ আর পরীক্ষা দিতে চাহিবে না। পরীক্ষার জন্য যে টুক বিদ্যার্জ্জনে আবশ্যক, তাহাও অনেকের থাকিবে না। সুতরাং বিদ্যা-উন্নতি বিষয়ে বিশেষ হানি হইবে। বিদ্যার উন্নতি, আর দেশের উন্নতি, প্রায় এক কথা। এক্ষণে বিদ্যা-উন্নতির ব্যাঘাত, দেশ-উন্নতির [illegible]

দ্বিতীয় ব্যাঘাত, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিদ্যা অর্জ্জন বিষয়ে প্রতিঘাত সময় উপস্থিত। লোকে যেরূপ আগ্রহবেগের সহিত বিদ্যার্জ্জনে নিযুক্ত হইতেছিল, সেইরূপ বেগে আবার বিদ্যার্জ্জনে বিমুখ হইবে। এই সময়ে সকলে একত্রিত হইয়া বিদ্যার্জ্জনের কণ্টক সকল উন্মুলিত করিতে চেষ্টা করুন।

বর্ত্তমান পরীক্ষা প্রণালী কিরূপ তাহার একটী উদাহরণ দি। কথাটী উপহাস জনক হইলেও, না বলিয়া থাকিতে [illegible]। কথাটী এই, বর্ত্তমান পরীক্ষা প্রণালীর সহিত সুরকি[illegible]মা দেওয়া যাইতে পারে! সুরকির কলে রাবিস, ইট, ম[illegible] যাহা ফেল, [illegible] সুরকি বলিয়[illegible] খ্যাত হয়, পরীক্ষার কলে যে উ[illegible], সে পণ্ডিত হয়। সুরকির কলে ইট প্রভৃতি পেষিত হয়, পরীক্ষার কলে বালক পেষিত হয়। সুরকি[illegible] কলে অনেক রাবিস পড়িলে সমুদায় সুরকি মন্দ হয়, পরীক্ষার কলে অনে[illegible] মুর্খ পার পাইলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ সকলই কলঙ্কিত হন। সুতরাং সুরকির ক[illegible] আর পরীক্ষার কল প্রায় একরূপ, তবে গঠন ভিন্ন।

বোধ হয় বর্ত্তমান নিয়মে পরীক্ষা না হইয়া শিক্ষকের মতে উত্তীর্ণ করি[illegible] অনেক টা ভাল হয়। তাহা হইলে অনেক ভেল বন্ধ হয়। বালকেরা শিক্ষক[illegible] সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিক্ষককে সন্তুষ্ট করা, আর উত্তমরূপ পা[illegible] ভ্যাস করা একই কথা। এমন শিক্ষক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, যিনি উত্তম[illegible] পাঠাভ্যাসকারী বালককে উপেক্ষা করেন। শিক্ষকের অভিপ্রায়ে পরীক্ষার [illegible] ন্যস্ত হইলে শিক্ষকের সন্তুষ্টার্থে বালকেরা মনদিয়া পাঠভ্যাস করিবে, [illegible] দিয়া পাঠাভ্যাস করিলে বিদ্যার্জ্জন হইবে। শিক্ষক পরিক্ষক সকলেরই উ[illegible] বিদ্যাঅর্জ্জন। সুতরাং শিক্ষকের অভিপ্রায়ে পরীক্ষার ফল ন্যস্ত করি[illegible] বিদ্যাঅর্জ্জন বিষয়ে খানিক টা উৎসাহ দান করা হয়। এক্ষণে দেশহি[illegible] মাত্রেই এ বিষয়ে মনোযোগী হউন।

আবার শিক্ষকেরা স্ব স্ব শ্রেণীর বালকগণের বিদ্যা বুদ্ধি যত দূর অবগত [illegible] [illegible] কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষক পরিক্ষক হইলে অর্থাৎ তাঁহ[illegible]

অভিপ্রায়ই পরীক্ষাউত্তীর্ণের সর্ব্ব প্রধান কারণ হইলে, যাহারা সম্বৎসর স্ব স্ব শ্রেণীতে মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করে, তাহাদের পীড়া বা অন্য কোন বিপদ বশতঃ [illegible]ক্ষা উত্তীর্ণ হইবার কোন বাধাই থাকে না। আর চারি পাঁচ দিনের পতিত কোন মতেই উত্তীর্ণ হইতে পারে না এমন কি শিক্ষককে তাঁহার বালকের পরীক্ষক করিলে, বালকের স্বভাব পর্য্যন্ত সংশোধিত হইতে পারে। শিক্ষক[illegible] বি[illegible] স্বভাব শীলতা প্রভৃতি মনুষ্য যোগ্য গুণ দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হইলে, [illegible]বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। মনুষ্যেরা পাপা হইলে ও ধার্ম্মি[illegible]কে ভাল বলে। সুতরাং শিক্ষকের ভাল বাসার পাত্র হই[illegible]লে বালকে[illegible]ভাবতই ধার্ম্মিক ন্যায়পরায়ণ হইবে। ইহা অপেক্ষা শিক্ষার আর কি উৎকৃ[illegible]ল ফলিতে পারে। ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট ফলের প্রার্থনাই বা আমরা করিতে পারি।

দেশীয় নাটককার ও নাট্য সমাজ।

——:০৪০:——

(৪৫ পৃষ্ঠার পর)।

এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বঙ্গভাষায় যে সকল নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া এক্ষণে সে দোষ গুণ বিচারে ফল কি? আমরা বলি, ফল থাকুক, আর না থাকুক, ইহার মধ্যে এই সকল দেখিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া লইতে পারিব, যে কি প্রকারে সমাজের মধ্যে এরূপ লিখিবার উন্নতি বা অবনতি সাধিত হইল। এবং আধুনিক কৃতবিদ্যগণ অন্যান্য বিষয়ে বীতশ্রাদ্ধ হইয়া নাটক লিখিতেই বা অগ্রসর হয়েন কেন? এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলেই আমাদিগকে দেখিতে হয়, যে পূর্ব্বাপর হইয়া

কিরূপ অবস্থা হইয়া আসিতেছে। এবং সেই জন্যেই বলি যে, যে সকল নাটক প্রহসনাদি অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল না দেখিলে, ইহার উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে কিছুই বলা যাইতে পারে না। তবে যদি এক্ষণে কেহ বলেন, " যে উন্নতি বা অবনতি " দেখা না দেখা উভয়ই সমান, তাহা হইলে আমাদিগকে নিরুত্তর হইতে হয়। কারণ তাঁহাকে এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবার আবশ্যকারিতা কোন প্রকারে [illegible] বুঝা[illegible]তে সক্ষম নহি। কোন বিষয়ের উন্নতি বা অবনতি দেখাইলেই যদি [illegible] তি বা অবনতি সাধিত হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের আর [illegible] কিত না!

আর যাঁহারা বলেন, যে বঙ্গভাষার [illegible] ফুর্ত্তির এই [illegible] এ সময়ে ইহার অঙ্গ প্রসারণের স্থান সঙ্কীর্ণ ক[illegible] পর, কখনই অ[illegible] প্রফুল্লতা সাধিত হইবে না, তাহারা অল্প বুঝেন, কারণ আমরা অস্বিকার করি না, যে ইহার কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভাষার অবস্থার সহিত এক্ষণকার বঙ্গভাষার তুলনা করিলে বিস্তর বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে। আমাদের স্মরণ হয়, যে জনৈক প্রসিদ্ধনামা কবি ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে একখানি পুস্তক প্রণয়ন কালে বলিয়াছিলেন যে, ইহার পূর্ব্বে যে পুস্তকখানি সাধারণে অর্পণ করি সেখানির প্রতি আগ্রহ ও সমাদর দেখিয়া এখানিও তাহাদিগের হস্তে সমর্প করিতে সাহসী হইলাম। তিনি শুদ্ধ এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই আরও বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা পাঠক ও লেখক সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাও বঙ্গভাষার এক সুলক্ষণ বটে। অতএব পাঠক মহাশয় বিবেচনা করুন, যে যখন এক জন প্রসিদ্ধ লেখক এই কথা বলিয়াছিলেন যে ইহা বঙ্গভাষার সুলক্ষণ বটে। তখন ইহা অবশ্যই অনুমোদন ক[illegible] যাইতে পারে, যে ক্রমেই বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। তিনি [illegible] কয়খানি পুস্তক রচনা করেন, সেই কয়খানিই পদ্যগ্রন্থ সুতরাং পদ্য পাঠ[illegible] ও পদ্য লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বাস্তবিক [illegible] তাঁহার সেইকালীন পদ্য হইতে অধুনাতন পদ্য লিখন প্রণালী যে, উন্নতি [illegible] করিয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু নাটক সম্ব[illegible]

তাহার কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। পূর্ব্বাপেক্ষা যে নাটক লিখন প্রণালীর কিছুই উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই, এমন নহে; উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে; কিন্তু কতকগুলিন অজাত শ্মশ্রু অপরিণামদর্শী লেখকের জ্বালায় " নাটক " এই নামে সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এবং ইহাদের প্রকাশিত ভূরী ভূরী নাটক দ্বারাই আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে।

দশ বার ব[illegible] এক মাস কাল মধ্যে যে নাটক সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, এক্ষণকা[illegible]য়ে প্রকাশিত নাটক সকলের সহিত তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে [illegible]তে পা[illegible], যে এক্ষণে নাটকের কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে [illegible] যদি মাসে ত[illegible]নি নাটক প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বো[illegible] যে এক্ষণে ৩ × [illegible]০ = ৯০ নব্বই অথবা ৪ × ৩০ = ১২০ এক শত কুড়ি খানি প্রকাশিত হইতেছে। শুদ্ধ সংখ্যায় বাড়িলে বড় ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাহা নহে, পুস্তকের সার অসার—দোষ গুণ বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দোষের ভাগই অধিক হইয়া পড়িতেছে। তখনকার সময়ে কোন এক ব্যক্তি গ্রন্থকার হইতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে অনেক দিক দেখিতে হইত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই, গ্রন্থকার হইলেই হইল। এ বাজারে গ্রন্থকার না হওয়াই আশ্চর্য্য!! পূর্ব্বে যিনি একখানি নাটক লিখিতে মনস্থ করিতেন, তিনি চারি দণ্ড বসিয়া ভাবিতেন যে, কি লিখিব? কি লিখিলে সাধারণে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। কিন্তু গ্রন্থকারগণের ভাগ্য গুণে আর সে দিন নাই, উন্নতির আলোকে মনের অন্ধকার ঘুচাইয়া দিয়াছে। অধুনা উন্নতির স্রোতে এমন দিন আসিয়া পড়িয়াছে, যে আর মনে মনে ভাঙ্গিতে চুরিতে হয় না, যে কি লিখিব? মালাকারের ন্যায় ফুল সাজাইয়া বসিতে হয় না, যে কোনটীর পর কোনটী গাঁথিব? এক্ষণে একবার চক্ষু সতেজ দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই হইল। চক্ষু গোলাকার করিয়া চতুর্দ্দিকে একবার ঘূর্ণায়মাণ করিলেই, একখানি নাটক লিখিবার উপাদান মজ্জাগত হইল। এক্ষণে সম্বাদ পত্রের সংবাদ দৃষ্টে নাটক লিখা যায়, সমালোচকের সমালোচনা দেখিয়া নাটক লিখা যায়, অধিক কি তুমি[illegible]র

হইতেছে—ইহা দেখিয়াও নাটক লিখা যায়!—যাহাই হউক অধুনা যে অতি সামান্য বিষয় অবলম্বন করিয়াও অনেকে নাটক লিখিতে বসেন তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য। (তবে যে এক্ষণে পাঠোপযোগী সুখপ্রদ নাটক প্রকাশিত হইতেছে না তাহাও নহে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি বিরল)।

সুতরাং পাঠক মহাশয়! বুঝিতে পারিলেন, যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে কি পরিমাণে নাটক প্রকাশিত হইতেছে। নাট্য সমা[illegible]নে অন্য কোন উপকার হউক বা না হউক, উপরিউক্ত গ্রন্থক[illegible] বিশিষ্ট রূপে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, তাহার সন্দেহ না[illegible] সাতকাণ্ড" অভিনয় দ্বারাই পাঠকগণ ইহার যাথার্থ [illegible]ণ করিতে [illegible] ইত্যাদি অনেক কারণ প্রদর্শন করা যাই[illegible]পারে, যে পূর্ব্বাপে[illegible] এক্ষণে নাটক প্রকাশ সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছিলাম, যে এ বাজারে নাটককার না হওয়াই আশ্চর্য্য!

কিন্তু নাটক লিখিলেই হয় না, তাহাতে অনেক বিদ্যা বুদ্ধি আবশ্যক করে। পরস্পরের কথা বার্ত্তা শুনাইলেই নাটক লেখা যায় না। কৃত কার্য্যে বা মনুষ্য চরিত্রের যথার্থ চিত্র অঙ্কণ করাই নাটককারের উদ্দেশ্য। শকুন্তলা যখন দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেন, তখন তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, কালিদাস অমনি তাঁহার মুখ হইতে বলাইলেন।

(১) "অনার্য্য! এ কি আপনার হৃদয় অনুমাণে সকলকে দেখিতেছ না কি? তুমি ধর্ম্ম ছদ্মবেশী, তৃণাচ্ছাদিত কূপের মত! অন্যে কে তোমার অনুকরণ করিবে?"

(১) শকু। (সরোষম্) অণজ্জ! অত্তণো হিঅ আণুমাণেণ কিল সর্ব্বং পেক্‌খসি; কোণাম অপ্পো ধম্ম কঞ্চুঅব্যবদেসিণো তিনচ্ছন্ন কূবোবমস্‌স [illegible]আরী ভবিস্‌সদি।

রাজার খণ্ডাত্মক বাক্য শুনিয়া আরও বলিয়া উঠিলেন যে, (২) "তোমাদের কথাই প্রমাণ, লোকের ধর্ম্ম স্থিতি ও তোমরাই জান, লজ্জাজিতা মহিলারা কিছুই জানে না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তবে কি আমি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকা হইয়া আসিয়াছি?"

যিনি নাটক লেখক, তিনি শকুন্তলার এইরূপ অবস্থা যেন নখ দর্পণে দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দিলেন; যিনি অভিনয় দেখিলেন, বা পাঠ করিলে[illegible] সঙ্গেই যেন একবার বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া ক্রোধে স্তম্ভিত হই[illegible]খকের ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। অতএব নাটক লেখার এরূপ ক্ষম[illegible]হি, যাহা[illegible] অতীত কালের অতীত ঘটনা সুকুল সম্মুখে স্থাপি[illegible] দর্শকবৃন্দের [illegible]কগণের অন্তঃকরণে বর্ত্তমানের অস্তিত্ব স্থাপন করা যা[illegible]পারে। অভিনয়াদি দ্বারা যদি সমাজ সংস্করণ—পাপীর মনে পাপের অনুতাপ উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলেই লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমাদের নাটককার ভায়ারা সে সকল কথা—নাটককারের উদ্দেশ্য-সমুদয় বিস্মরণ হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বাহাদুরী করিয়া কে কয় খানি নাটক লিখিতে পারেন, এই লইয়াই নাটক লিখন স্রোত চলিয়াছে, ইহাতে যে কোন কালে ভাষার অঙ্গ পুষ্টি, আমাদিগের সমাজ সংস্করণ, রুচি পরিবর্ত্তন ঘটিবে সে আশা বৃথা।

---

(২) শকু। তুহ্মে জ্জেব পমাণং, জাণধ ধর্ম্মত্থিদিঞ্চলোঅসস। লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥ সুট্‌ঠুদাবঅত্তচ্ছন্দাণুচারিণী গণিআ সমুবট্‌ঠিদা।

পাগলের প্রলাপ।

——:০৪০:——

(নদী ও কাল স্রোত)

এক দিবস সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হইল, বাটিতে গ্রীষ্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা [illegible] কোন প্রকারেই শরীর শীতল হইল না; মনে করিলাম গঙ্গা নদী[illegible]য়া শরীর শীতল করিব; নদীতীরে যাইলাম যে স্থানে গে[illegible] স্থানটী [illegible] মনোরম হইল না, সে স্থানে অনেক গুলি লোক ব[illegible] পরস্পর কথাবা[illegible] এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যের এরূপ লহরী তুলিতেছিল যে বধিরের [illegible] ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা দিগের এরূপ হাস্যামোদ দেখিয়া আমার হৃতকম্প হইল, মনে করিলাম ইহাদের ইহাতেই এই, পাগলকে পাইলে নাজানি আরও কি করিবে? এই ভাবিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিতে কিছু মাত্র বিলম্ব করিলাম না তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে গেলাম, গিয়া একটী উপযুক্ত স্থান পাইলাম স্থানটী দেখিয়া বসিতে ইচ্ছা হইল, স্থানটী নদীর জল হইতে অধিক দূর নহে স্থানটী ক্রমে ক্রমে যেন নদী গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকিলে বলিতে পারিত যে এই রূপ ভূমি খণ্ডের নাম উপদ্বীপ আর যে স্থানে গঙ্গার জল উলটী পালটী খাইতেছে ঐ স্থানটীর নাম অন্তরীপ, যাহাই হউক উপদ্বীপই হউক আর অন্তরীপই হউক আমার পক্ষে স্থানটী অত্যন্ত মনোরম হইল, আমি সে স্থানটী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিলাম না, সেই স্থানেই বসিব স্থির করিলাম। স্থির করিলাম কেন? বসিলাম কিন্তু বসিবার সুবিধা হইল না, বসিয়া দেখিলাম পড়িয়া যাইতে হয়, দেখিলাম শয়ন করিবারই সুবিধা, সুতরাং জলের দিকে পা করিয়া শয়ন করিয়া পড়িলাম শুইবার সময় মনে করিয়াছিলাম যে গঙ্গার দিকে পা করিয়া শুইবার বোধ হয় এখনও বিলম্ব আছে, এই জীবিতাবস্থাতেই গঙ্গার দিকে পা করিব না। কিন্তু পোড়া বিধাতা জিবিতাবস্থাতেই গঙ্গার দিকে পা

করাইলেন। গঙ্গার দিকে মস্তক রাখিয়া শুইতে গিয়াছিলাম কিন্তু পতিত-পাবনী মা ক্রোড়ে স্থান দিবার নিমিত্ত যেন ক্রমেই টানিতে লাগিলেন, আমার ভয় হইল—বলি[illegible]—

"হে মা [illegible]! তুমি ভিন্ন এ অধমের আর স্থান কোথায়? তোমার ক্রোড়ে যাইব ইহা অপেক্ষা আর পাগলের সুখ কি? মা তোমায়, "মা" বলিয়া ডাকিলে[illegible] অন্তরাত্মা শীতল হয়, তখন যে মা তোমার ক্রোড়ে যাইব, তাহাতে[illegible]ক? হতাসে ভগ্ন হৃদয় হইয়া যখন কাঁদিয়া উঠি মা! এমন দিন [illegible]বে? [illegible] মা মূর্ত্তীমতি হইয়া যখন ডাকিতেছ, তখন তোমা[illegible]ড়ে শুইয়া [illegible] অনন্ত নিদ্রায় অনন্ত সায়ী হইব, ইহা অপেক্ষা আ[illegible]র সৌভাগ্যের বি[illegible]কি? কিন্তু মা এখনো যে একটী কথা রহিয়াছে[illegible]আমার মন যে এখনও ভ্রান্ত! সুবিমল গগণ প্রান্তে চাঁদের নূতন(?) ছটা দেখিলে এখনও যে মন কাঁদিয়া উঠে সেই আলোকে অন্ধকারের অপমান দেখিলে যে, মা, মনে এখনও আশার উদ্রেক হয়; সেই চন্দ্র কিরণে বসুন্ধরা হাস্য করিতে থাকিলে, তাহাতেও যে মা মনে আনন্দ সঞ্চয় হয়; আবার সেই চন্দ্র যখন গগণ মধ্যে আসিয়া আপন সুন্দর ছবি তোমার স্বচ্ছ সলিলে প্রতিভাত করিয়া গরবে ফাটিয়া পড়েন, তখন যে মা! পার্থীব আত্মা আর এ পাপ দেহে থাকে না। তখন যে অবশেষে তুমি ভিন্ন গতি নাই, এ কথা একবারও মনে উদ্রেক হয় না, তখন এ পৃথিবী যে পৃথিবী বলিয়া বোধ হয় না। মা! আকাশের চাঁদে, জলের ফুলে, সংসারের অবলম্বনে, মন যখন এখনও এরূপ বিচলিত হয়, তখন এ মন লইয়া তোমার পবিত্র ক্রোড়ে কি করিয়া যাইব? মা! আর কিছু দিন সময় দাও সংসারের সুখ, আকাশের চাঁদ, জলের ফুল, একবার মনের সাধে দেখিয়া সাধ মিটাইয়া লই, তখন আর কিছু আপত্তি করিব না সদয় হয়ে ঐ ক্রোড়ে স্থান দিও তখন দূর হইতে ডাকিব—"মা ওমা ত্রাহি গঙ্গে, আয় গো মা উঠে আয়, যাব গো [illegible] ভবপারে, সুরধুনীর সঙ্গে!"

মাকে এত করিয়া বলিলাম মা শুনিলেন কিন্তু বুঝিলেন না, তিনি ক্রোধে দুঃখে যেন প্রচণ্ড মূর্ত্তী ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। "পামর! অথবা [illegible]রই বা বলি কেন? বাছা! আমি আর কি বলিব তুই [illegible] শুনবি? তুই যে এখনও আমার তীরে বসিয়া ত্রাহিয়বে ডাকিতে[illegible] আমার সব হইল বাছা আমার আর এখন ভরসা কি? ভগীরথের কঠোর তপস্যায় অস্থির চিত্ত হইয়া চঞ্চলা মূর্ত্তীতে পতিত-[illegible]ম মর্ত্ত্যে [illegible] পতিতদের উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলাম, এখ[illegible] সেই আমি [illegible] হায়! বালিকা বয়েসে মর্ত্ত্য ধামে আ[illegible] কি না [illegible]খিলাম? কত[illegible] সহ্য করিলাম!! তোদের কি না দে[illegible]! আবার [illegible]খিতে বাকিই বা কি? তাই বলি, [illegible] এখনও তোর মা [illegible] সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া যাইতে পারিলেও পিতা আমার স্বর্গচ্যু[illegible] পারিবেন না! তোকে সময় দিতে গেলে, বাছা, আমার আর সময় থাকে কৈ আমি আর কত সহ্য করিব? টেমস ভগ্নীর মনে যে এত বাদ ছিল তাহা কি করিয়া জানিব? তিনি অদরের মাতা তিনি সকলই সহ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমি কাঙ্গালিনী, আমি দগ্ধ প্রাণে আর কত সহ্য করিব? কাহার আশায় এ সকল সহ্য করিয়া দগ্ধ প্রাণে কষ্ট দিব? যে টেমস-তীর বাসীরা আমার বক্ষে ভাসিয়া এঘাট ওঘাট করিয়া বেড়াইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের দেখিয়াই আমাকে ভয়ে জড় সড় হইতে হইতেছে? তাহাদের প্রতি পদে পদে আমার মর্ম্মাস্থি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, বাছা! ইহা আর কি আমার সহ্য হয়? তুই যে এখনও রাজ মাতাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিস্ নাই, এই আমার ভাগ্য কিন্তু বাছা তার আর বিলম্ব কি? তুই একবার বলিলে আর আমার দশা কি হইবে? তখন কাহাকে লইয়া পিতার সদনে যাইয়া বলিব "পিত! আমায় ক্ষমা করুন তোমার আর্য্য ভূমির নিদর্শন স্বরূপ এই আর্য্য সন্তানকে লইয়া আসিয়াছি আর কাহাকেও রক্ষা করিতে পারিলাম না [illegible]দের রক্ষা করিতে গেলে আমি আর থাকি না! আপনার আশ্রয় দা[illegible] করুন।"

এই কথা [illegible]তে বলিতে যেন মাতা ক্রমেই ক্ষীণাঙ্গী হইতে [illegible]লেন; [illegible] দেখিলাম যে ভাঁটা পড়িতেছে দেখিলাম যে মাতা ক্রমেই সরিয়া গেলে[illegible]ও সেই দিকে পা করিয়া শয়ন করিলাম; মনে করিলাম [illegible]তে লোকে পণ্টুন ব্রীজ দ্বারা মাতার বক্ষদেশ পদদলিত করিতে পারে, তখন আমি ঐদিকে পা করিয়া শয়ন করিলে আর [illegible]?

[illegible] ভাবিয়া [illegible]মি, শয়ন করিয়া কতই দেখিতে লাগিলাম—গঙ্গা [illegible]ল নাদে আপ[illegible]বিত হইতেছে, বায়ুও সেই পথের পথিক, [illegible] বলিয়া হে[illegible]নিয়া চলিতেছে, উভয়েই ছুটিতেছে; দেখি[illegible]যেন প্রতিদ্বন্দি ভাবে [illegible]ড়িতেছে; বায়ু অগ্রগামী হইতেছে বলিয়া উন্ম[illegible] সগর্ব্বে বলিতেছে "দেখ তোমা অপেক্ষা আমি কেমন দৌড়াই" এই বলিয়া যেন জলকে আঘাত করিয়া আবার দৌড়িতেছে জল আঘাত প্রাপ্তে ক্রোধে, মানে, ব্যাকুল হৃদয়ে যেন পড়িতেছে—উঠিতেছে আবার দৌড়িতেছে; এইরূপে স্বন্ স্বন্ কল কল শব্দে উভয়েই ছুটিতেছে দুই দিকে নিস্তব্ধ নিস্পন্দ; মধ্যে মধ্যে এক এক খানি তরণী পাইল ভরে তাহার উপর নাচিয়া নাচিয়া বলিতে বলিতে যাইতেছে "তোরা মর ঝকড়া করে আমি আমার কাজ সারি"। এই রূপে এক প্রকারে সকলেই নিস্তব্ধ; তবে দুই এক জন নির্ব্বোধ দুর্ভাগ্য কর্ণধার বিপরীত দিকে নৌকা ছাড়িয়া জলোচ্ছ্বাসে কষ্টে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া আসিতেছে তাহার জলোচ্ছ্বাস শব্দই গঙ্গাবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে;—ধারে ধারে কতকগুলি আবর্জ্জনা একত্র হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে, আবার হয় ত তরঙ্গ মালায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে—এইরূপে চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার ভাব দেখিয়া মনে কত চিন্তাই উপস্থিত হইতে লাগিল। মনে করিলাম বিশ্ব স্রষ্টা ঈশ্বর কি নিমিত্তেই নদী সৃষ্টি করিয়াছেন? হিমালয় শৃঙ্গ হইতে নির্ঝরিণী ঝর ঝর শব্দে পতিত হইয়া এই যে কল কল শব্দে ছুটিতেছে, কে বলিতে পারে ইহার [illegible] এক বিন্দু জল কোথায় যাইয়া মিলিবে? এই যে আমি সম্মুখে [illegible] দেখিতেছি, জল[illegible]

শ[illegible] দৌড়িতেছে, কাহার সাধ্য বলিতে পারে যে এই জল [illegible] কোন নি[illegible] স্থানে গিয়া স্থগিত হইবে? এই সকল দেখিয়া মনে [illegible] যে বিধাতা সংসারের সকলই এই রূপে সৃষ্টি করি[illegible] কাল স্রোত কোথায় হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে কো[illegible] বা কে বলিতে পারে? ঐ যে ক্ষুদ্র তরণী খানি পাইলভরে কর্ণধার সহায়ে তীরের ন্যায় চলিয়াছে কালস্রোতে যে ঐ রূপ [illegible] সংসার ভাসি[illegible]তেছে তাহা কে গণনা করে? কর্ণধার যে [illegible] দৃঢ় হস্তে দৃঢ়রূপে হাইল সংযত করিয়া [illegible] যাইলে [illegible] সুবাতাসে পৌঁছিতে পারিব—[illegible] কোন্ [illegible] থাকেন যে সংসারে কোন [illegible] অবলম্বন ক[illegible] নির্ব্বাহ করিয়া ভবনদীর কূল প্রাপ্ত হইব? [illegible] সকলেই কর্ণধারের মুখপ্রেক্ষী হইয়া রহিয়াছে; [illegible] এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে না যে "হে ঈশ্বর! যাহাতে পথে কোন বিঘ্ন বিপত্তি না হয়, তাহার উপায় করুন। নৌকা খানি যেন শীঘ্র বিনা ক্লেশে তীরে উত্তীর্ণ হয়"। সংসারের কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি সংসারের কর্ত্তার নিমিত্ত এই রূপ প্রার্থনা না করিয়া থাকেন? আর তরণী চালক ঐ যে আরোহীগণের প্রতি মধ্যে মধ্যে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে আর "এই যে গেল" বলিয়া সাহস প্রদান করিতেছে—সংসারের কোন কর্ত্তা না আপন আপন প্রিয় পরিজনের মুখের প্রতি এইরূপ দৃষ্টি রাখিয়া সংসারে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন? আজ যদি তরণী বক্ষে ঐ রূপ কেহ না থাকিত তাহা হইলে কর্ণধারকে ভাবিতে হইত যে কি করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইব? আর সংসারে যদি কেহ কাহাকে সঙ্গের সাথী না পায় তাহা হইলে কেই বা আপনার হস্ত পদাদি লইয়া সংসার সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ মালায় আত্ম সমর্পণ করিতে অগ্রসর হইত? তরণী স্বামী যে কতকগুলি আরোহী সংগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইব বলিয়া নিজস্থান ত্যাগ করিয়াছে। সংসারী না এই[illegible] স্ত্রী পুত্র সংগ্রহ করিয়া সংসারে প্রবেশ লাভ

[illegible]রের গতিতে কে কোথায় যাইবে—কাহার কি পরিণাম হইবে তাহা [illegible] করিয়া বলিতে পারে? তরণী স্বামী কি মুক্ত ক[illegible] [illegible]রে আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিতে পারিব? [illegible] খানি ধীরি ধীরি বিপরীত দিকে অগ্রসর হইত চে[illegible]ছে, [illegible] কর্ণধারে ক্রমেই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছে, এইরূপ সু[illegible]র কোন ব্যক্তি না এই প্রকার উপকরণ লইয়া কর্ম্মদোষে সংসার [illegible]পসারি[illegible] হইয়াছে? ঐ তরি খানিতে যদি অদ্য এইরূ[illegible] থাকিত [illegible] প্র[illegible]ন এরূপ অসংসাহসিক কার্য্যে কর্ণধারকে ক্রমে [illegible] করিতে [illegible]; তাহা হইলে কি এক্ষণে ঐ জীর্ণ তরি [illegible]দোলিত নদীতে তাহাকে ঐ রূপ ভগ্নমনোরথ হইয়া [illegible]খিতে হইত? সংসারে কোন ব্যক্তি না ঐ রূপ অব[illegible]" হইয়া সংসার জ্বালা রূপ [illegible] সেই জীবনী শক্তি হ্রাস করিয়াছে?

এইরূপ কতই ভাবিতেছিলাম মনে মনে কতই আন্দোলন করিতেছিলাম, কিন্তু সহসা অদূরে কেহ গাইয়া উঠিল।

"আয় রে তোরা কে যাবি মোর সঙ্গে?
ভাসাব জীবন তরি সংসার তরঙ্গে।"

গানের ঐ অংশ টুকু শ্রবণ করিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলাম; বোধ হইল যেন গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম; উঠিয়া দেখি সূর্য্য দেব আপন গন্তব্য পথে গমন করিয়াছেন; ক্রমে ক্রমে অন্ধকার চতুর্দ্দিকে আপন আধিপত্য স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছে এবং ইহার শাসন ভয়ে জীব জন্তুগণ ভয়বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে আমি ও এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যে দিক হইতে ঐ সুমধুর সংগীত ধ্বনি আসিতেছিল ক্রমে ক্রমে সেদিক দিয়া আপন বাটীতে যাইবার পন্থা দেখিতে লাগিলাম।

বাঙ্গালি।

—:০৪০:—

আমরা বিদ্বান না মূর্খ [illegible]

[illegible] বিদ্বান কে? যাহারা এম এ; বি এ [illegible] বলি[illegible] হইলে, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিদ্বান ন'ন [illegible] যাঁহারা কতকগুলিন ভাষা জা[illegible] তাঁহারা কি [illegible] এ দেশীয় সংস্কৃতবেত্তারা বিদ্বান ন'ন [illegible] কারণ সংস্কৃত ব্যতী[illegible] জানেন না। যাঁহারা [illegible] বিধ পুস্তকের কিয়দংশ [illegible] বিস্তার করিতে পারেন, তাঁহারা কি বিদ্বান? যাঁহারা টিপে [illegible] যেন কতই জানেন, তাঁহারা কি বিদ্বান? যাঁহারা সকল শাস্ত্রের নাম জানেন, তাঁহারা কি বিদ্বান? যাঁহারা গালে হাত দিয়া ভাবিতে পারেন, তাঁহারা কি বিদ্বান? যাঁহারা কোন সাময়িক পত্রে লেখেন, তাঁহারা কি বিদ্বান? যাঁহারা লোকের নিকট ভাণ করিয়া বলেন, তাঁহারা কিছুই জানেন না, তাঁহারা কি বিদ্বান? যাঁহারা নাস্তিক সাজিয়া বেড়ান, তাঁহারা কি বিদ্বান? এঁরা যদি বিদ্বান না হ'ন, তবে বিদ্বান কে?

বড় টানা টানি করিলে, তুমি বলিবে, কেহই তবে বিদ্বান ন'ন। তাহা [illegible] কিরূপে হইবে? যে জানে সে বিদ্বান। তবে কম বেশী এই মাত্র প্রভেদ। সুতরাং প্রথমোক্ত সকল ব্যক্তিই এ হিসাবে বিদ্বান। আমিও তাহা স্বীকার করি। আর তুমি আমিও বিদ্বান, কেননা আমরা কি কিছুই জানি না?

আর একটী কথা। যে জানে সে যদি বিদ্বান হইল, তবে যাহারা লেখা পড়া জানে, তাহারাও বিদ্বান? আর যাহারা লেখা পড়া জানে না, তাহারা কি বিদ্বান নয়? কেন, তাঁহারা কি কিছুই জানে না? তাহারা লেখা পড়া [illegible], অন্যান্য অ[illegible] বিষয় ত জানিতে পারে। মহারাজা রণজিৎ নাকি

[illegible]তেন না, কিন্তু অন্যান্য সকল বি[illegible] জানিতেন [illegible] নিকট মূর্খ হইয়া যাইত। রণ[illegible] তবে বিদ্বান ছিলেন [illegible] নিলে যে বিদ্বান হইবেন না তাহাও নহে। সুতরাং [illegible] না, তাহারাও বিদ্বান। অতএব আমরা সকলেই [illegible]

[illegible] স্থিত হইল। যদি সকলেই বিদ্বান হই[illegible] বসে, আর সেই ডাল কাটে, সে [illegible] ঘৃণা [illegible] কি মূর্খ নয়? যে আপন ভাষা ত্যাগ [illegible] কথা কহে, [illegible] মূর্খ নয়? যে আত্ম পর বুঝে [illegible] হারা লোকের নিক[illegible] বলিয়া থাকে, আমরা দেশের হিত- [illegible] নয়? যাহারা কিছু [illegible] আত্ম স্বজন ত্যাগ [illegible] কি মূর্খ নয়? যাহারা ধর্ম্ম ও সভ্যতার ভাণ করিয়া পিতা মাতাকে দুঃখ দেয়, তাহারা কি মূর্খ নয়? যাহারা মান হইতে প্রাণ বড় জানে, তাহারা কি মূর্খ নয়? যাহারা, আমরা সকলি জানি ভাবিয়া সকল কার্য্যে হাত দেয়, তাহারা কি মূর্খ নয়? যাহারা পরের সোণা পাইবার জন্য পিতল ত্যাগ করে, তাহারা কি মূর্খ নয়? যাহারা আপন আপন বল বুদ্ধি বুঝে না, তাহারা কি মূর্খ নয়? যাহারা কোন সাময়িক পত্র পাঠ করে না, তাহারা কি মূর্খ নয়? কোন পত্রের সম্পাদক কি মূর্খ নয়? তবে ইহারা সকলেই কি মূর্খ?

ভাল, যদি ইহারা সকলেই মূর্খ হইল, তবে আমি তুমিও মূর্খ; কেননা, আমরা কি উল্লিখিত কোন কার্য্যই করি না? তুমি স্বীকার কর আর না কর, আমি ত স্বীকার করি। যদি মূর্খ না হব, তবে এত লিখিয়া মরি কেন? যাহা হউক, আমিও মূর্খ, তুমিও মূর্খ। যাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারও মূর্খ। তাঁহাদের কথায়, যাঁহারা ভোলেন, তাঁহারাও মূর্খ। সুতরাং দেশের বার আনা লোক মূর্খ।

বেশ কথা। একবার হলেম আমরা বিদ্বান, [illegible] হলেম মূর্খ[illegible]

…ক।

…তে বিপরীত দুইটী গুণ থাকা … কোন … হইতে পারে না। অতএব আমরা … এক কালীন বিদ্বান মূর্খ হইব এটী অসম্ভব। তবে … কোন কোন সময়ে বিদ্বান হই, আবার কোন কোন …

এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালী মহাশয়েরা ক… পণ্ডিত হ'ন।

প্রাতঃকালে, যখন নানাবিধ কার্য্য… বলি… পণ্ডিত হই। আর যখন মনের ক… রা… আমরা মূর্খ হই।

ক্ষুদ্র কার্য্যে হউক, আর বৃহৎ কার্য্যে হউক, যখন … হই পণ্ডিত। যখন … ভঙ্গ করি, তখন হই মূর্খ। …

যখন কোন সাময়িক পত্রে লিখিতে বসি, তখন হই … যখন বাহিরে বাহির হই, তখন হই মূর্খ।

উপদেশ দেওন কালীন হই পণ্ডিত। কার্য্যের সময় হই মূর্খ।

লোকের দোষ ধরিতে হই পণ্ডিত। আপন দোষ ধরিতে হই মূর্খ।

(ক্রমশঃ)।

আমার পিলোড়ী।

—:০৪০:—

দাবা খেলিতেছি। আমার কাল বল, রাম মামার লাল; আমরা সুরম্য অট্টালিকায় এক বিচিত্র কক্ষে বসিয়া রাজা মারিতেছি—উজীর মারিতেছি বিপক্ষ শত্রু জয় করিব, কি রূপে রোকসার শত্রু পক্ষের মন্ত্রী লইব এই …।

অগ্রিম মূল্য

…নাথ বসু	কলিকাতা …	১।০
…নাথ বসু	কলিকাতা শ্যামবাজার	১।০
[illegible]	ঐ নিমতলা ঘাট	[illegible]
…নাথ	ঐ শ্যামবাজার গড়পা…	[illegible]
… স্বর্ণময়ী	মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজার	১…
…শরচন্দ্র বড়ুয়া	নওগাঁ শিলং	১৸৹
…রাম বড়ুয়া	… শিলং	১৸৹
…লোরাম বড়ুয়া	… শিলং	[illegible]
" নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়	পাণ্ডুয়া	১।০
" কপাড়িপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	হোসেনগঞ্জ লক্ষ্ণৌ	১২
" কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়	লক্ষ্ণৌ	
" তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	লক্ষ্ণৌ	
" জানকীনাথ সরকার	ধুবড়ী	১৸৹
সেখ খালিলার রহমন	বোয়ালিয়া	১৸৹
বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	কোন্নগর	১৸৹
" হৃষীকেশ সিংহ	মানভূম পুরুলিয়া	৸৶১০
" তারকনাথ বিশ্বাস	বর্দ্ধমান	২
" রমানাথ সেন	বিক্রম	১৸৹

মফঃস্বলে যাঁহারা অদ্যাপিও মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র মূল্য প্রদান করিবেন।

দর্শকের কতিপয় নিয়ম।

মূল্য ডাকমাশুল	পশ্চাদ্দেয়	(সহরে)
১৸৹	২৲	
ষান্মাষিক	১৷৹	

১। প্রথমে তিনমাসের অগ্রিম মূল্য দিলে অগ্রিম বলা যায়।

২। মফঃস্বলে অগ্রিম মূল্য না পাইলে দর্শক পাঠান যায় না।

৩। মনিঅর্ডর এবং অর্দ্ধ আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প ভিন্ন মফস্বলের মূল্য গ্রহণ করা যাইবে না।

৪। দর্শক সম্বন্ধে সকল পত্রাদিই প্রকাশকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৫। কটকে শ্রীযুক্তবাবু রামদয়াল চক্রবর্ত্তী ও লক্ষ্ণৌয়ে শ্রীযুক্তবাবু দিননাথ পাকড়াশী এই মহোদয়েরা ঐ ঐ স্থানের মূল্যাদি লইতে পারিবেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র নিয়োগী।
প্রকাশক।